বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ

ইহার উদ্দেশ্য এবং গঠনপ্রণালী

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ।

ইহার উদ্দেশ্য এবং গঠন-পদ্ধতি

শিক্ষকদিগের উপযোগী করিয়া, বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের
দপ্তর-খানা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯৩২

মূল্য ছয় আনা মাত্র

Bengali Translation Published by The Book Co. Ltd. on behalf of the Secretariat, League of Nations, Geneva.

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
প্রিণ্টার—প্রভাতচন্দ্র রায়
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরিচয়

কৃষি-সহকারিতা-সমিতির অনুরোধে, ১৯২৬-খৃষ্টাব্দে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মন্ত্রণা-সভাকর্ত্তৃক, তরুণসম্প্রদায়কে বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য, বিশারদগণের যে উপসমিতি গঠিত হয়, তাহা, শিক্ষকদিগের ব্যবহারের জন্য সঙ্ঘের ও আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষদের কার্য্যবিবরণী-সম্বলিত একখানি বিশিষ্ট অভিধান প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেশভেদে ইহার আকার-প্রকারের তারতম্য ঘটা অসম্ভব নয়। ঐ অভিধানের যে অংশে রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনপদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত, স্ব-মনোনীত পণ্ডিত-বর্গের সাহচর্য্যে কর্ম্মসচিবকে তাহার সঙ্কলনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

অভিধানের যে অংশটী জেনেভাতে রচনা করিবার কথা ছিল পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা একটি-কেন্দ্রপ্রচারিত সঙ্ঘের-উদ্দেশ্য-এবং-গঠনপদ্ধতির মূলতথ্যপূর্ণ বিবৃতি। ইহা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের ব্যবহারের উপযুক্ত। একটি কেন্দ্র হইতে প্রচারিত বলিয়া, ইহার অধ্যয়নকালে প্রত্যেক শিক্ষকের মনেই এই ভাবের উদয় হইবে যে, তিনি এবং তাঁহার সমকর্ম্মিবৃন্দ একই স্থান হইতে তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন।

পুস্তকখানি প্রকাশের জন্য প্রধান-কর্ম্মসচিব, ফ্রান্স এবং গ্রেট্‌বৃট্‌নের তিনজন শিক্ষাবিদের অমূল্য সাহচর্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম M. Th. Rosset—ইনি ফরাসীদেশের শিক্ষাবিভাগের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষার কর্ত্তা এবং বিশারদগণের উপ-সমিতির একজন সভ্য; M charles ab der Halden, ফরাসীদেশের শিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক; এবং G. T. Hankin, ইনি লণ্ডনের শিক্ষাবিভাগের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের সরকারী পরিদর্শক।

'দেশভেদে ইহার আকারপ্রকারের তারতম্য ঘটা অসম্ভব নয়'—উপরি-লিখিত ঐ অংশটুকু, বিশদভাবে আলোচনা না করিয়াই, উপসমিতি পুস্তকে নিয়োজিত করে নাই। ইহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সমগ্র পুস্তকখানি এমনভাবে লেখা উচিত, যেন তাহা হইতে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সঙ্ঘটীকেও একটি প্রাণবান্ এবং বর্দ্ধমান জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং ইহাও সকলের অভিপ্রেত ছিল যে,—ইতিহাস, রাজনীতি, বর্ত্তমান সমাজনীতি, গঠন-কৌশল এবং কার্য্যপদ্ধতি—সকল দিক্ হইতেই পুস্তকটীর আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রগতি-অনুযায়ী ইহার বিষয়-নির্ব্বাচন ও তাহার বিন্যাস বিভিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিক জগতের পরিমাণ-সঙ্কোচন এবং সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাকারী ঘটনাবলীর মূল্য, দেশভেদে বিভিন্নভাবে নিরূপিত হওয়া স্বাভাবিক। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, রাষ্ট্র-সভ্যগণের মধ্যেই আন্তর্জ্জাতিক সাহচর্য্যের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে আগ্রহের তারতম্য বর্ত্তমান। সুতরাং অভিধানের যে সমস্ত পরিচ্ছেদে এইরূপ বিষয়ের আলোচনা আছে তাহা অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন হইবে।

সঙ্ঘ-অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর ইতিহাসও সেইরূপ দেশভেদে বিভিন্নভাবে আলোচিত হইবে। উদাহরণতঃ, "অর্পিত-ক্ষমতা" ও সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়-সমস্যা এবং ম্যালেরিয়ার ও আফিমের ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান ব্যাপারে সকল রাষ্ট্রের স্বার্থ সমভাবে জড়িত নহে। অন্যান্য নাগরিকের মত অধ্যাপকও, বিশেষ করিয়া স্বজাতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিই বিশদভাবে অধ্যয়ন করিতে চাহিবেন এবং জেনেভাতে কিংবা অন্য কোথাও সঙ্ঘের কার্য্যের যে অংশে তাঁহার দেশবাসী বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহা, পাঠ করিবার সময় গৌরব অনুভব করাও তাঁহার পক্ষে সঙ্গত।

এইরূপ পুস্তক শিক্ষকদিগের জন্যই সঙ্কলিত—শিশুদের জন্য নহে। বিশেষ করিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পড়াইবার সময় জ্ঞাতসারে ইহার সামান্য অংশই তাহাদের দান করিতে পারিলেও কিংবা কিছুই একেবারে না পারিলেও, তিনি নিজে ইহা হইতে স্বদেশের এবং বিদেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ক্রমবিকাশের সম্যক্ পরিচয় পাইবেন এবং অধ্যাপনার সময় অনেক বিষয় তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। নূতন করিয়া তিনি নূতন এবং পুরাতনের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবেন। গতানুগতিক শিক্ষার সংস্কার এড়াইয়া এবং চারিদিকের বিবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, এই নূতনভাব হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার পক্ষে বাস্তবিক কঠিন।

সমিতির সভ্যগণ আরও একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট বা গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত কোন সমিতি বা ব্যক্তিদ্বারা প্রকাশিত সর্ববিষয় সন্নিবেশিত অভিধানগুলি, বাস্তবক্ষেত্রে, একটি উদ্দেশ্যের বহুরূপে প্রকাশ সূচিত করিবে। একই সমস্যার সমাধানে রত, একই সত্যানুসন্ধিৎসার দ্বারা অনুপ্রাণিত, বুদ্ধিনিষ্ঠ হইয়া কাজ করিবার একই দীক্ষায় দীক্ষিত, নানাদেশবাসী লেখকবৃন্দ একটা জগদ্ব্যাপী অনুষ্ঠানে, তাঁহাদের আপনাপন দেশের অধ্যাপকদিগকে সাহায্য করিবেন। তাঁহাদের জীবনসম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন হইতে পারে, তথ্যনির্ব্বাচনে পার্থক্যও থাকিতে পারে, বিষয়ের গুরুত্ববোধের তারতম্য ঘটাও সম্ভব এবং সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর আলোচনা বিভিন্ন হইলেও ইহাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকিবে এক,—প্রত্যেক জাতির তরুণ-সম্প্রদায়কে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য-সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকদিগকে এমনভাবে সাহায্য করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা যেন উপলব্ধি করিতে পারেন যে জগৎ-ব্যাপারের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই সহজপন্থা।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা



সার্ এরিক্ ড্রামণ্ড্।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্ম-সচিব।

প্রথম খণ্ড

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তিপত্র

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা।

বিগত একশত বৎসরের মধ্যে মানবজাতির পরস্পরের ভিতর বহু ব্যবধান দূরীভূত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রযোজনার ফলে মানুষের আদানপ্রদানের আদিম অন্তরায়—দূরত্ব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। ভ্রমণ এখন মাসের পরিবর্ত্তে কতিপয় দিবসেই সম্পন্ন হয়, এবং কোনও সংবাদ পৃথিবীময় প্রচারিত হইতে সপ্তাহের স্থলে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র সময় লাগে। যেসকল লোক বিভিন্ন সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে, আধুনিক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীলতা বাড়াইয়াছে; এবং যেসকল ক্ষেত্রে এই নির্ভর-শীলতা মানুষের মধ্যে উপযুক্ত বিশ্বাস ও সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে নাই, সেখানেও ক্রমশঃ ইহার প্রকাশ সকলের ভিতর লক্ষিত হইতেছে।

সংগ্রাম-রীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জাতীয় সৈনিক আজ পেশাদার সৈনিকের স্থানের অধিকারী। অযুযুধান ও নিরপেক্ষ—কোন দেশই যুদ্ধের ফল হইতে রক্ষা পায় না। পৃথিবী শান্তি এবং যুদ্ধ উভয় কারণেই সঙ্কুচিত। যুদ্ধ আরও ভীষণ, আরও সংক্রামক এবং মারাত্মক হইয়াছে।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের উৎপত্তি।

জগতের ইতিহাসে সব সময়েই এবং সকল স্থানেই মহানুভব ব্যক্তিবর্গ, দার্শনিকবৃন্দ, এমন কি কখন কখন রাজন্যবর্গ ও রাজনীতিকগণও মানুষের মধ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতির বাণী প্রচার করিয়াছেন। পশ্চিম-ইয়োরোপে-দীর্ঘকালব্যাপী-রক্তপ্লুত-সংগ্রামের-মধ্য-দিয়া-আগত ঊনবিংশ শতাব্দী যুদ্ধ-নিরোধের প্রচেষ্টা এবং সকল সংগ্রাম অবসান করিবার সর্ব্বদেশব্যাপী ইচ্ছার ক্রমবিকাশ দেখিয়াছিল। তখন নরনারী, ধনী দরিদ্র, যুদ্ধ জঘন্য ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করে। এই শতাব্দীর শেষভাগে, যখন বিশ্ব-গ্রাসী সমরানলের আশঙ্কায় পৃথিবী সন্ত্রস্ত, তখন ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগ্ মন্ত্রণা-সভাতে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা-সম্বন্ধে কার্য্য-প্রণালী স্থূলভাবে বর্ণিত হয়। কিন্তু ইহার গতি অত্যন্ত ধীর। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বিবাদ সকলকে একইভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে।

মহাযুদ্ধ।

যেসকল জাতি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য বলিয়া দাবী করিত, তাহারা চার বৎসর ধরিয়া নিজেদের ধ্বংসকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে দশকোটি লোকের মৃত্যু, অজস্র হতভাগ্যের দারিদ্র্যের করাল-গ্রাসে নিষ্পেষণ, অসংখ্য মানবের অঙ্গহানতা ও অকর্ম্মণ্যতা, লোকসংখ্যার হ্রাস, সাধারণের নৈতিক-অবনতি, ধন-ভাণ্ডারের অপরিমেয় রূপে বিধ্বস্তি, মুদ্রাতন্ত্রের বিপর্য্যয়, মানুষের কর্ম্মাভাব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং কল্পনাতীত বিভীষিকার পর সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা—মূঢ়তার এইসমস্ত খেসারৎ সভ্যতাই দান করিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ-জ্বালায় অস্থির হইয়া মানুষ তাহার নিরোধের এবং

শান্তির স্বপ্ন দেখিল। ইহাই হয়ত তাহাদের যন্ত্রণাকে গৌরবমণ্ডিত ও পবিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। এই দুর্দিন মানবজাতির হৃদয়ে বিবেককে জাগ্রত করে; ইহার পূর্ব্বে কোনও দিন মানুষ শান্তি-বার্ত্তা গ্রহণের উপযুক্ত হয় নাই।

যুদ্ধের পুনঃসংঘটন বন্ধ করিবার জন্য এবং জগতে শান্তিস্থাপনের জন্য আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও অন্যান্য দেশে সংসদ্ স্থাপিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি উড্রো উইল্সন্ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কাঠামো প্রস্তুত করেন। ইহা, শান্তি-চুক্তিপত্র স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া মাত্র একটা নূতন আন্তর্জাতিক যুগের উদ্বোধনের সূচনা করিবে এবং অন্যান্য বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে। এই সংগ্রামে সমস্ত মহাদেশ হইতে সমস্ত জাতিকেই আহ্বান করা হইয়াছিল। এই নূতন প্রণালী কেবলমাত্র ইয়োরোপ লইয়াই নহে, সমগ্র পৃথিবীকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার কথা ছিল। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তিপত্র শান্তি-চুক্তিপত্রের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম মঞ্জুর আজ্ঞা পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তি।

চুক্তির ভূমিকাতে আন্তর্জাতিক শান্তি-স্থাপনার এই নূতন যন্ত্র-সম্বন্ধে তথ্যগুলি এত উদারতার ও সুষ্ঠুতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, যে, আধুনিক জগতের মহা-শান্তির সনন্দ হিসাবে ইহা বিশদভাবে অধীত হওয়া কর্ত্তব্য।

"শ্রেষ্ঠ চুক্তিকারী সম্প্রদায়—আন্তর্জাতিক সাহচর্য্যবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিঃশঙ্কতা স্থাপনের জন্য,

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না এই শপথ গ্রহণ করিয়া, জাতিসমূহের মধ্যে সহজ, ন্যায়সম্মত ও সম্মানবর্দ্ধক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া,

আন্তর্জাতিক আইনই যে রাষ্ট্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ-সংরক্ষণের একমাত্র নিয়ম—মানবমনে ইহা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া,

ন্যায়-ধর্ম্ম-রক্ষা এবং কার্য্যক্ষেত্রে সুগঠিত জাতিদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধিপত্রের সকল চুক্তি সম্যক্ ভাবে প্রতিপালন করিয়া,

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের এই চুক্তি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দুইটী বিশেষ অভিপ্রায়।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দুইটী অভিপ্রায় বর্ত্তমান, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিঃশঙ্কতা স্থাপন; অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সংগ্রান রোধ করিবার জন্য ন্যায় এবং মর্য্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ-গঠন এবং. যাহাতে মানুষের জীবন সহজ, সুখময় ও মহৎ হইতে পারে, তাহার জন্য জগতে জাতি-সমূহের ভিতর বৈষয়িক ও মানসিক সহযোগিতাবৃদ্ধির অনুমোদন।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সাধারণ বিশেষত্ব।

ছাব্বিশটী সর্ত্ত লইয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘের রচিত চুক্তিপত্র, ভূমিকা-নিহিত তত্ত্বগুলি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সুযোগ দিয়াছে। কিন্তু সেইগুলি সবিস্তারে পাঠ করিবার পূর্ব্বে সঙ্ঘের সাধারণ প্রকৃতি-সম্বন্ধে কিছু জানা কর্ত্তব্য; কারণ, যাঁহারা আন্তর্জাতিক আইন ও বিভিন্ন জাতিসমূহের সম্বন্ধবিষয়ে অভিজ্ঞ, এমন কি তাঁহারাও ইহা হইতে বহু অপ্রত্যাশিত ও অভিনব বিষয়ের সন্ধান পাইবেন।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ অনেকগুলি রাষ্ট্রের সমষ্টি। রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা ইহার কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহা রাজ্যের একচ্ছত্রতা নষ্ট করিতে

চায় না এবং যেসমস্ত রাষ্ট্র ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা ইহা মহত্তর বা পৃথকৃতর মহারাষ্ট্র নহে। জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ লইয়া অবশ্যম্ভাবী মনোমালিন্যের সময়ে কলহরত জাতিদিগের মধ্যে মতৈক্য আনয়ন করাই ইহার প্রধান অভিপ্রায়। ইহার প্রধান অস্ত্র পৃথিবীর ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও জগতের জনমতের নিকট আবেদন। এ বিষয়ের প্রচার যত বেশী হইবে, ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা তত বেশী প্রত্যক্ষভাবে বিকশিত করা সম্ভবপর হইবে। এইরূপ সাধারণের সমক্ষে প্রশ্নগুলি বিবেচনা করা এবং অবিলম্বে তর্ক-বিতর্ক ও মীমাংসাগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা, সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

যদি কোন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় স্বীকৃত চুক্তিপত্রের সর্ত্তগুলি ভঙ্গ করিয়া এবং অহিংসপন্থায় বিবাদমীমাংসার কার্য্যপ্রণালী উপেক্ষা করিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেবল এই একটীমাত্র কারণেই রাষ্ট্র-সঙ্ঘ বাধ্যবাধকতার সহায়তা গ্রহণের পরিকল্পনা করেন।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কর্ত্তব্য।

সঙ্ঘ-গঠনকারী জাতিবর্গ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিবার কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ উচ্চাশা অক্ষুন্ন ও স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের কার্য্য করিবার স্বাধীনতার সীমাবন্ধনে তাঁহারা স্বেচ্ছায় অনুমতি দিয়াছেন। জগতে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণই তাঁহারা মানসপটে রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। ইহা প্রথমে কিয়ৎকাল বিসদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যাইবে, নিজ কল্যাণের সহিত ইহারও সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এই চুক্তি প্রতি রাষ্ট্র-সভাকে বিনা সংগ্রামে

কিম্বা সংগ্রামের ভয় প্রদর্শন না করিয়াও সর্ব্বপ্রকার আন্তর্জাতিক মনোমালিন্যের মীমাংসা করিবার একটী চিরস্থায়ী উপায় দান করে।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ধন্বন্তরি নহে, যে, কেবলমাত্র ইহার স্থিতিই সমগ্র জগতের মাঙ্গলিক ব্যতিরেকে, কিম্বা জাতির একাগ্র ও অবিচলিত অনুমোদন ব্যতিরেকে, স্বতঃই সমস্ত প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিতে পারে। যাহা হউক যাহারা সত্যই ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চায়, সঙ্ঘ তাহাদের কাছে আপোষ-মীমাংসার ক্ষেত্র-স্বরূপ। সম-উদ্দেশ্যে সম্মিলিত করিয়া, ইহা রাষ্ট্রবর্গের এবং ব্যক্তিদিগের পরস্পর-পরিচয়ের অবকাশ দেয়। অটল স্বপ্রধানের বিরুদ্ধে ইহা সম্মিলিত বিবেককে, এবং কোন কোন স্থলে সমগ্র রাষ্ট্র-সভ্যের পার্থিব শক্তিকেও জাগাইয়া তুলিতে পারে।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ অতীতকে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। পূর্ব্বগামীদিগের কার্য্যাবলী পরিচালনা করিয়া, ইহা স্থায়ী সালিশী সভার (Permanent Court of Arbitration) সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Permanent Court of International Justice) সৃষ্টি করিয়াছে। হেগে (Hague) তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই নব বিচার-সভাকে সঙ্ঘের ব্যবহারিক মুখপাত্র বলা যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষৎ।

"সার্ব্বজনীন শান্তি-স্থাপনই বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের লক্ষ্য। সামাজিক ন্যায়পরায়ণতাকে ভিত্তি করিয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" * যদি

* ভার্সাই সন্ধিপত্রের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের ভূমিকা হইতে।

ইহা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি, যাহা দিন দিন গুরুতর ও জটিল হইতেছে, তাহার দিকে মনোযোগ না দিয়া, মাত্র রাজনৈতিক বিষয়গুলির চর্চ্চায় মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে সঙ্ঘের গঠন-প্রণালী লোক-চক্ষুর সম্মুখে অপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং এইরূপ সমস্যার মীমাংসার জন্য চুক্তিপত্রের ত্রয়োবিংশ সর্ত্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষদের উদ্বোধন হইয়াছে।

সঙ্ঘের গঠন প্রণালী পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

সঙ্ঘকে উপলব্ধি করা একেবারেই সহজ নহে। শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেই ইহার অস্তিত্ব জ্ঞাত আছেন। অনেকেই ইহার আদর্শ অনুমোদন করেন, কিন্তু অল্প লোকেই ইহার কার্যাপদ্ধতি জানেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কার্য্যাবলী সাধারণ রাষ্ট্রের ন্যায়, প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য ঘটনার ভিতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। সাধারণ-সৌধ-চূড়ায় সঙ্ঘের কোনও পতাকা শোভা পায় না, সঙ্ঘের জন্য কোন কর সংগ্রহ করা হয় না এবং নির্ব্বাচনের সময় স্বপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে জনসাধারণের ভোট দিবার প্রয়োজন হয় না। সংবাদপত্রে মন্ত্রণা-সভা কিম্বা ব্যবস্থাপক-সভার যেসকল কার্য্যপদ্ধতি প্রকাশিত হয়, এইসকল সমিতির কার্যাপ্রণালার সহিত পূর্ব্ব-পরিচয় না থাকিলে, সেগুলি অবধারণ করা শক্ত। সত্য কথা বলিতে সঙ্ঘ একটা অভিনব কার্য্যের জন্য অভিনব যন্ত্রকৌশল। নৈতিক শক্তিতেই ইহার পুষ্টি। ইহার উপকারিতা আজও পর্য্যন্ত রাজনৈতিক জগতে সামান্যই অবধারিত হইয়াছে। অধিকন্তু বর্ত্তমান কালের জীবিত লোকসমূহের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা-সমাপন করার পর হইতেই ইহার আরম্ভ। ইহা

বৎসরে বৎসরে বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কারণ, ইহা লোক-পরম্পরাগত আচারের উপর নির্ভর করে না এবং করিতেও পারে না। অতএব সঙ্ঘের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রিক মতের অভিনব রূপ-দান দরকার।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের গঠন প্রণালী

প্রথম পরিচ্ছেদ—গঠন প্রণালী।

ক। সঙ্ঘের সভ্যসমষ্টি

রাষ্ট্র-সভ্যবর্গ ।

সঙ্ঘের সভাগুলি এক একটী রাষ্ট্র। ১৯১৪ সনের মহাসমরে যুধ্যমান ও অধিকাংশ নিরপেক্ষ জাতি লইয়া রাষ্ট্র-সভ্যের সংখ্যা—৫৫ (১লা জানুয়ারী ১৯৩০)

(সভ্য-রাষ্ট্রগুলির তালিকার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

ভর্ত্তি হইবার নিয়ম ।

আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্যসকল মানিয়া চলিবার অকপট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, কার্য্যকরী জামিন দিয়া, সামরিক, নৌ-বিভাগীয় ও বৈমানিক শক্তি সম্বন্ধে সঙ্ঘকর্ত্তৃক বিহিত নিয়মাবলী গ্রহণ করিয়া, ব্যবস্থাপক সভার তিন ভাগের দুই ভাগ রাষ্ট্র-সভ্যের অনুমোদন প্রাপ্ত হইলে, যে কোন স্বায়ত্ত-শাসিত-রাজ্য, রাজ্য, ও উপনিবেশ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

সভ্যের কর্ত্তব্য ।

সভ্যবর্গ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন :

"তাহারা সর্ব্বজনীন-কার্য্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্যগুলির প্রবর্ত্তন

করিবেন এবং জাতীয় নির্ব্বিঘ্নতার সহিত সুসঙ্গতি রাখিয়া যে স্বল্প পরিমাণ পর্য্যন্ত জাতীয় যুদ্ধোপকরণ-হ্রাসের যে-চুক্তি হইয়াছে তাহা মন্ত্রণা-সভার অনুমোদন-ব্যতীত লঙ্ঘন করিবেন না। (সর্ত্ত—৮ প্যারা ১)

"যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ, সামরিক, নৌবিভাগীয় ও বিমান-চারণ-সম্বন্ধে কার্য্যসূচী এবং যেসমস্ত শ্রমশিল্প যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহাদের অবস্থাবিষয়ে অকপটে সম্পূর্ণ সমাচার বিনিময় করিবেন। (সর্ত্ত—৮ প্যারা ৬)

"বাহিরের আক্রমণ হইতে সঙ্ঘের সভ্যদিগের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও রাজ্য-সংক্রান্ত পূর্ণতা রক্ষা ও শ্রদ্ধা করিবেন। (সর্ত্ত—১০)

"যে বাদানুবাদ বিচ্ছেদ আনয়ন করিতে পারে, সে বিষয়ে সালিশী কিম্বা ব্যবহারিক নিষ্পত্তি মানিয়া লইবেন কিম্বা মন্ত্রণা-সভার হস্তে অনুসন্ধানের ভার দিবেন। (সর্ত্ত—১২ ও ১৩)

"সম্পূর্ণ সততার সহিত যে কোন বিচার-নিষ্পত্তি-অনুযায়ী কাজ করিবেন এবং সঙ্ঘের তদনুবর্ত্তী কোনও সভ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবেন না। (সর্ত্ত—১৩)

"যেসমস্ত সন্ধি ও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে তাঁহারা প্রবিষ্ট হইবেন, সেগুলি পুথিগত (Registration) ও প্রকাশিত করিবার জন্য সঙ্ঘের দপ্তরখানায় (Secretariat) জানাইবেন। (সর্ত্ত—১৮)

"শ্রমিক নরনারী ও শিশুদিগের কার্য্যসকল অনুকূল ও কল্যাণ-জনক ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবেন। (সর্ত্ত—২৩ (ক))

"যে দেশ তাঁহারা শাসন করেন সে দেশের অধিবাসীদিগের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবেন। (সর্ত্ত—২৩ (খ))

"স্ত্রীজাতি শিশু, আফিম ও অপরাপর বিপদ্জনক ভেষজের ব্যবসা এবং অস্ত্র ও গুলি-বারুদের বাণিজ্য-সম্পর্কে প্রবর্ত্তিত চুক্তি-

অনুযায়ী কার্য্যাবলী তত্ত্বাবধানের ভার সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করিবেন। (সর্ত্ত—২৩ (গ) ও (ঘ))

"সঙ্ঘের সভ্যগণ যাহাতে বাণিজ্যব্যাপারে সমান ব্যবহার পান এবং পরস্পরের আদান-প্রদান ও গতিবিধি সম্বন্ধে যাহাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে, তাহার ব্যবস্থা ও তাহা রক্ষা করিবেন। (সর্ত্ত—২৩ (ঙ))

"বিশ্বজনীন প্রয়োজনে ব্যাধির প্রতিষেধ এবং প্রসারতা-রোধের উপায় স্থির করিবেন। (সর্ত্ত—২৩ (চ))

"যথাযোগ্য অনুমোদিত ও স্বেচ্ছাগত জাতীয় সেবক-সমিতির সহযোগিতা ও তাহার উদ্বোধনে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিবেন।" (সর্ত্ত—২৫)

চুক্তিপত্রের কতিপয় সর্ত্ত হইতে আহরিত এই দীর্ঘ তালিকা বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দুইটী উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছে। ইহা পূর্ব্বে লিখিত চুক্তির ভূমিকার কথায় অল্পেই উক্ত হইতে পারে। রাষ্ট্র-সভ্যগণ "আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্দ্ধন ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিঃশঙ্কতা আনয়ন করিবার ভার লইয়াছেন।"

সভ্যের পদত্যাগ।

এই কর্ত্তব্যগুলিকে বিশ্লেষিত করিয়া তাহা কতদূর নিজ দেশের একচ্ছত্রতাকে প্রভাবিত করে, তাহা রাষ্ট্র-সভ্যের নাগরিকের দেখা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, সমগ্র রাষ্ট্রই স্বেচ্ছায় নিজ নিজ কর্ম্ম-পদ্ধতির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এইসকল কর্ত্তব্য অপরিবর্ত্তনীয় নহে। সঙ্ঘত্যাগ-কালে যদি চুক্তি-সমন্বিত ও আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্যগুলি পালিত ও সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন রাষ্ট্র, সঙ্ঘকে দুই বৎসরের নোটিশ দিয়া সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে

পারে। ব্রেজিল ও কস্‌টারিকা নামে দুইটী রাজ্য এই ধারা অনুসরণ করিয়াছে।

সঙ্ঘ হইতে চুক্তিভঙ্গ-অপরাধে রাষ্ট্র বিতাড়িত হইতে পারে।

খ। সঙ্ঘের গঠন-প্রণালীর সাধারণ বর্ণনা

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দেহ-যন্ত্র।

সঙ্ঘের গঠনপ্রণালী চুক্তিপত্রে স্থূলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই তিনটী মণ্ডলী প্রস্তুত হইয়াছে:

১। ব্যবস্থাপক-সভা (Assembly)

২। মন্ত্রণা-সভা (Council)

৩। দপ্তর-খানা (Secretariat)

এই মণ্ডলীত্রয়ের পরিশিষ্ট-রূপে আরও কয়েকটী বিশেষত্বপূর্ণ ও মন্ত্রণা-দায়ী মণ্ডলী আছে।

অপর দুইটী প্রয়োজনীয় ও স্বয়ং-শাসিত সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে:

১। স্থায়ী-আন্তর্জাতিক-বিচারালয়।

২। আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষৎ।

সুস্পষ্ট সাদৃশ্য।

বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘকে একটী যৌথ-কারবারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সঙ্ঘ-চুক্তি কারবারের নিয়মাবলীর স্বরূপ, মন্ত্রণা-সভা যেন পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors), ব্যবস্থাপক সভা—অংশীদারগণ ও দপ্তর-খানা—কর্ম্মচারিবৃন্দ।

সাধারণ-প্রতিনিধি-নির্ব্বাহিত-রাজ্যের সহিত সঙ্ঘের তুলনা এবং ব্যবস্থাপক-সভার সহিত পার্লামেণ্টের, মন্ত্রণা-সভার সহিত ক্যাবিনেটের,

দপ্তর-খানার সহিত সিভিল্‌সার্ভিসের ও স্থায়ী-বিচারালয়ের সহিত বিচারকবর্গের সাদৃশ্যও বর্ণনীয়। এই সাদৃশ্যগুলি সঙ্ঘ-সম্বন্ধে মোটামুটী অবগতি-দানের সাহায্য করিলেও ইহাদিগকে চরমে লইয়া যাওয়া ঠিক নহে। কারণ সূক্ষ্ম-পরীক্ষাতে এই সাদৃশ্যগুলি টিকিবে না।

এক দেশের জাতির পক্ষে অপর দেশের শাসন-ব্যবস্থার ধারা বোঝা যে কিরূপ শক্ত, এই বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে, সঙ্ঘের গঠন-প্রণালীর সহিত কোন রাষ্ট্রের তুলনা স্বভাবতঃ বিশেষ ভুলপথে লইয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে পৃথক্ করা হয় নাই, এবং কোন কোন বিষয় উভয় মণ্ডলীর সমক্ষেই উপস্থিত করা যাইতে পারে। যাহার প্রতিনিধি-বর্গ নিজ-রাজ্যকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া তৎপক্ষে কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই ব্যবস্থাপকসভা, ভোটাধিকারী জনসাধারণ-নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের সহিত নির্ভুল ভাবে তুলনীয় হইতে পারে না।

দপ্তর-খানা, নানাপ্রকার মন্ত্রণা-মণ্ডলী, স্থায়ী-আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-সভার বিষয়ে চর্চ্চার পূর্ব্বে সঙ্ঘের দুইটী রাজনৈতিক মুখপাত্র—ব্যবস্থাপক-সভা ও মন্ত্রণা-সভার কার্য্য-পদ্ধতির মোটামুটী অবগতি প্রাপ্ত হওয়া সমীচীন।

গ। সঙ্ঘের রাজনৈতিক মুখপাত্র

ব্যবস্থাপক-সভা ও মন্ত্রণা-সভা।

ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা সভা।

সকল রাষ্ট্র-সভ্যই ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিনিধি। সঙ্ঘের এই মুখপাত্রের কর্ম্মপদ্ধতি সাধারণের দ্বারা পরিবীক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহার অধিবেশন প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাওয়াতে, বিশ্ব-মতের

উপর ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। যাহা হউক ইহা বিশেষ গুরুভার যন্ত্র, কারণ ইহাতে অনেকগুলি লোকের উপস্থিতি প্রয়োজন।

মন্ত্রণা-সভা ক্ষুদ্রতর মণ্ডলী। ইহার অধিবেশন অনায়াসে এবং প্রায়ই সম্পন্ন হয়; সুতরাং ইহা দ্রুততর গতিতে এবং ধারাবাহিক-ভাবে কার্য্য শেষ করিতে পারে। ইহার গঠনপ্রণালী বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উপস্থিত ইহার সভ্যসংখ্যা ১৪ জন। পাঁচটী স্থায়ী-সভ্য---যেসকল রাজ্যের স্বার্থ পৃথিবী-ব্যাপী, এবং নয় জন অস্থায়ী-সভ্য। প্রত্যেকেই ব্যবস্থাপক-সভাকর্ত্তৃক অন্যান্য রাষ্ট্র-সভ্যের ভিতর হইতে তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত।

ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার পরস্পরের সম্বন্ধ।

এই দুইটী মণ্ডলীর পার্থক্য বিশদভাবে বর্ণিত নাই। কারণ ৩নং ও ৪নং সর্ত্ত অনুসারে উভয়েরই সাধারণ কর্ত্তব্য সমান।

"ব্যবস্থাপক-সভা (সর্ত্ত ৩) ও মন্ত্রণা-সভা (সর্ত্ত ৪) সঙ্ঘের কার্য্যের অন্তর্গত যে কোন বিষয়, কিম্বা জগতের শান্তিকে প্রভাবিত করে এরূপ কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে।"

চুক্তি-লেখকবর্গ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার সম্বন্ধের ভিতর সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা (elasticity) রাখিয়াছেন। এবং মন্ত্রণা-সভা সঙ্ঘের অর্দ্ধ-স্থায়ী-মুখপাত্র বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। মন্ত্রণা-সভার সভ্যেরা ব্যবস্থাপক-সভারও সভ্য। দপ্তর-খানার সাহায্যে এই দুইটী মণ্ডলীর ভিতর ঘনিষ্ঠ ও নিত্যসংযোগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাব্যতীত মন্ত্রণা-সভা এক বৎসর ধরিয়া কৃত-কার্য্যাবলীর একটী বিবরণী বৎসরান্তে ব্যবস্থাপক-সভার নিকট পেশ করেন। ইহা সত্ত্বেও চুক্তি-অনুযায়ী কতকগুলি সমস্যা ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার

জন্য পৃথক্ ভাবে রক্ষিত আছে। এইসকল বিভিন্ন সমস্যার উপর প্রত্যেকের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বর্ত্তমান।

একচিত্ততা বিধি।

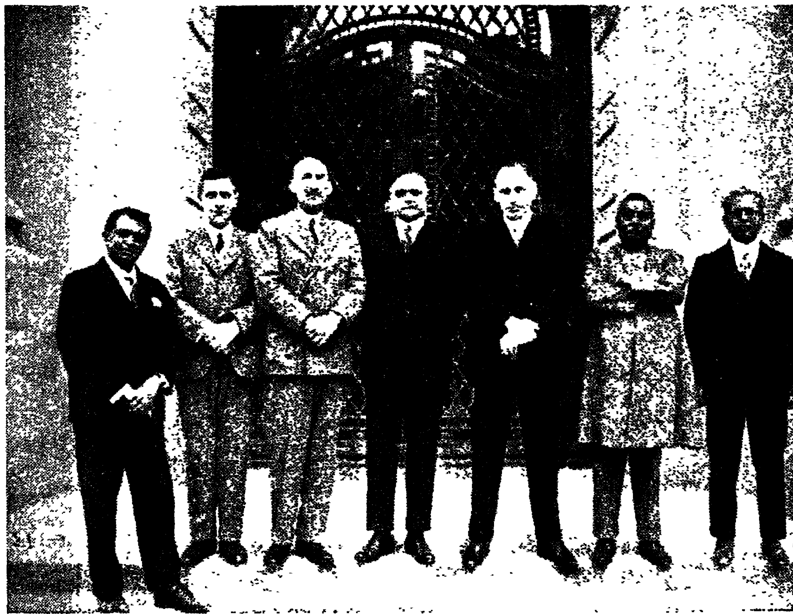
ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার মীমাংসা সাধারণতঃ অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে একমত হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। সঙ্ঘের কার্য্য-পরিচালনা ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সহযোগিতা-বৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাগুলি উপস্থিত সমগ্র সভ্যগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে. একচিত্ততা-বিধি সেইসকল ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেয়। তর্কবিতর্কের গৌরচন্দ্রি-কাতেই বিরুদ্ধ-স্বার্থও প্রতিকূল উদ্দেশ্যের আবশ্যকীয় মিলন সাধিত হয়। ব্যবস্থাপক সভাতে ইহা সমিতিতে স্থির হয়; এবং ইহার সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র সভ্যগণের সংখ্যা-বাহুল্যের (majority) দ্বারা অনুমোদিত হইলেও পূর্ণ অধিবেশনে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে।

চুক্তিতে একচিত্ততা-বিধির ব্যতিক্রম নির্দ্দেশ করে। বিশেষ ব্যাপারে বৈঠক নিযুক্ত করা ও কার্য্যপদ্ধতি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সমস্যা সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-গণের তিন ভাগের দুই ভাগ দ্বারা সভ্যের প্রবেশাধিকার স্থির করা হয়। কোন সভ্য চুক্তিভঙ্গ করিলে, সঙ্ঘের যেসমস্ত সভ্যগণ মন্ত্রণা-সভার প্রতিনিধি, তাঁহারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, চুক্তি-ভঙ্গকারী আর সঙ্ঘের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যা-বাহুল্যের অনুমোদন-অনুসারে, মন্ত্রণা-সভা সর্ব্ব-সম্মত-প্রস্তাবে, ইহাতে সঙ্ঘ-প্রতিনিধিগণের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। যে কলহ বিচ্ছেদ আনিতে পারে, তাহা মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থিত করিলে, তাহার সম্বন্ধে চুক্তির ১৫ নং সর্ত্তে বিশেষ

বিধি আছে। ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা সভার প্রধান কর্ত্তব্য অবশ্যই প্রশ্নের সমাধান-চেষ্টা এবং এবিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে, কলহের আনুসঙ্গিক কারণ জানাইয়া ও যে মীমাংসা তাঁহাদিগের মতে ন্যায়-সঙ্গত ও অবস্থানুযায়ী সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহার সম্বন্ধে একটী বিবরণী রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা এই বিবরণীর সমর্থন হইতে পারে। যাহা হউক, মন্ত্রণা-সভা-রচিত বিবরণী সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইলে, সঙ্ঘের কোন সভ্য যদ্যপি, বিবরণীর সিদ্ধান্ত-অনুমোদনকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে চুক্তিভঙ্গ হইবে। ব্যবস্থাপক-সভার বিবরণী, মন্ত্রণা-সভাতে সঙ্ঘ-সভ্যের প্রতিনিধিবর্গদ্বারা অনুমোদিত হওয়া কিম্বা সঙ্ঘের অপরাপর সভ্যদিগের সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া একই কথা। দুই বিষয়েই সর্ব্ব-সম্মতির উদ্দেশ্যে বিবাদী পক্ষগণের ভোট পরিগণিত হয় না।

অধিকন্তু, কোন শান্তি-সন্ধির সর্ত্তানুসারে সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা মীমাংসার ব্যবস্থা থাকিলে, চুক্তি-অনুযায়ী মন্ত্রণা কিম্বা ব্যবস্থাপক-সভা সেই ভাবে মীমাংসা গ্রহণ করিতে পারেন। এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে নানাবিধ সর্ত্ত আছে, যাহাতে মন্ত্রণা-সভা সম্পূর্ণ কিম্বা ন্যূনাধিক সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা অনুমোদিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে।

একচিত্ততা-বিধি রাষ্ট্র-সভ্যগণের জাতীয় একচ্ছত্রতাকে রক্ষা করিবার জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহার ব্যবহার হইতে পারে না। আবার বলিতেছি বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ মহারাষ্ট্র নহে। প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতির প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্র-সঙ্ঘকে কূট-রাজনীতি-কৌশলীর চরিত্র দান করে ও ব্যবস্থাপক সভা হইতে পার্লামেণ্টের পার্থক্য দেখাইয়া দেয়।



জ ভার আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-বৈঠকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি

র আর্থার ফ্রম, সার অতুল চ্যাটার্জ্জি, সার লুইস্ কারশ, লালা লাজপত রা

পরামর্শ দান।

ব্যবস্থাপক-সভা কেবল মাত্র পরামর্শ বা নিজমত ব্যক্ত করিবেন এবং কোন মীমাংসা করিবেন না, এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, সেই সকল বিষয়ে একচিত্ততা-বিধি প্রযোজ্য হইবে না। এইরূপ উক্তিকে প্রস্তাব বলিয়া বিবৃত করা না হইলেও পরামর্শ বলা হইয়াছে। ইহা নিছক সংখ্যা-বাহুল্যের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারিবে। আইন-অনুযায়ী ইহার কোন মূল্য নাই, কিংবা ইহা অবশ্যপালনীয় নহে; কিন্তু ইহাতে সঙ্ঘের সংখ্যা-বাহুল্যের প্রকাশিত মত ও নৈতিক শক্তি বিদ্যমান।

১। ব্যবস্থাপক সভা।

গঠন ও অধিবেশন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ব্যবস্থাপক-সভা সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যগণের প্রতিনিধিসমষ্টি। প্রতি রাষ্ট্র-সভ্য নরনারী লইয়া তিনটীর বেশী প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন না। এবং এই তিনটী প্রতিনিধি মিলিয়া মাত্র একটী ভোটের অধিকারী। ইহাদের সহিত উপ-প্রতিনিধি, বিশেষ-কার্য্য-বিশারদ ও কর্ম্মসচিবগণ কার্য্য করিতে পারে।

জেনেভা কিংবা অন্য কোন স্থিরীকৃত স্থানে প্রতিবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন হয়। ইহার সাধারণ অধিবেশন প্রায় একমাস ধরিয়া চলে। পূর্ব্ব-অধিবেশনের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী অথবা সংখ্যা-বাহুল্যের সমর্থনে স্থিরীকৃত মন্ত্রণা-সভার অনুরোধে ইহার আরও অধিবেশন হইতে পারে। এমনকি সংখ্যা-বাহুল্যের সমর্থনে একাধিক সভ্যের অনুরোধে ইহার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যাইতে পারে।

ব্যবস্থাপক-সভার বৈশিষ্ট্য।

নানা রাজ্যের প্রতিনিধি-বিশিষ্ট হইয়া, বর্ত্তমানে দ্রুত আদানপ্রদানের সুবিধা আয়ত্তাধীন হওয়াতে সেইসকল রাজ্যের অবিরত সংস্পর্শে আসিয়া, ব্যবস্থাপক-সভা নানা রাজ্যের মত অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রতিফলিত করে। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র যে-কোন রাষ্ট্রই এই সভাতে একটী ভোটের অধিকারী। যদি পৃথিবীর সমস্ত জাতিই ইহার প্রতিনিধি হইত এবং সব-সময়েই সর্ব্বসম্মতি-সুলভ হইত, তাহা হইলে ব্যবস্থাপকসভার শক্তি হইত অসীম। কিন্তু প্রকৃতই ইহা সব-সময়ে সম্ভবপর নহে—এবং পৃথিবীর সমগ্রজাতিই এখনও সঙ্ঘ-গত হয় নাই। কার্য্যকরী আলোচনার পক্ষে ইহা বিশালতর; নৈরাশ্য-বাদিগণ মনে করিতে পারেন যে, ইহার বিশালতাই ইহাকে নিশ্চেষ্ট ও সহায়হীন করিয়া ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিবে। বাস্তবিকপক্ষে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক-সভা যথার্থ ক্ষমতাশালী। ইহার কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিলে এবিষয়ে কিছু ধারণা লাভ করা যাইবে।

ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার কার্য্যপ্রণালীর ঐক্য।

ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার কার্য্য-শক্তির ঐক্যসম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সহিত স্থায়ী আন্তর্জাতিক-বিচারালয়ের সভ্য-নির্ব্বাচন-বিষয়ও অবশ্যযুক্ত হইবে। সভ্যগণ দুইটী মণ্ডলীদ্বারা যে সকল নিয়মাবলী-অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন তাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক-সভার বিশেষ ক্ষমতা।

ইহার বিশেষ শক্তির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশিষ্টতম :—

ইহা নূতন সভ্যকে প্রবেশাধিকার দান করিতে পারে।

ইহা কিছুকাল অন্তর মন্ত্রণা-সভার অস্থায়ি-সভ্য নির্ব্বাচন করে।

ইহা সঙ্ঘের আয়-ব্যয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করে; সুতরাং, ইহার প্রভাব সঙ্ঘের নানা মণ্ডলীর উপর অনুভূত হয়। বাজার-সম্ভ্রম (Credit) দান বন্ধ করিয়া ইহা অননুমোদিত কার্য্য-ক্ষমতা রোধ করিতে পারে।

ইহা প্রত্যেক রাষ্ট্র-সভাকে সঙ্ঘের ব্যয়ভারের যতটা অংশ বহন করিতে হইবে, তাহা রীতিমত মাপিয়া ভাগ করিয়া দেয়।

যেসকল চুক্তি অপ্রযোজ্য হইয়াছে, সেগুলি ইহা সঙ্ঘের সভ্যগণকে পুনর্বিবেচনা করিবার, অথবা যেসকল আন্তর্জাতিক অবস্থার অধিষ্ঠানের জন্য জগতের শান্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া সম্ভব, সেগুলি বিবেচনা করিবার আদেশ দিতে পারে।

মন্ত্রণা-সভা বিবরণী দাখিল করিলে, তাহা আলোচনা করিবার সময় ইহা বিগত বৎসরের কার্য্যাবলীর পুনরালোচনা করে এবং মন্ত্রণা-সভা ও দপ্তরখানাকে পর বৎসরের জন্য উপদেশ দেয়।

ইহা চুক্তির সংশোধনও করিতে পারে।

চুক্তি-সংশোধন।

ভবিষ্যতে সঙ্ঘটী কি রূপ লইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত, চুক্তি হইতে পূর্ব্বেই পাওয়া সম্ভব নহে। কার্য্যপদ্ধতি-সম্বন্ধে যেসকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে চুক্তিতে তাহা উক্ত হয় নাই—ব্যবস্থাপক-সভাকেই নিয়ম-তন্ত্রের (constitution) সংশোধন করিতে হয়। সংশোধন-

গুলি ব্যবস্থাপক-সভাদ্বারা গৃহীত হইলেও, সেগুলি মন্ত্রণা-সভার সমস্ত রাষ্ট্র-সভ্যের দ্বারা ও সঙ্ঘ-রাষ্ট্রসভ্যের সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এইরূপে পাঁচটী সংশোধনকার্য্য সম্পাদন হওয়া সত্ত্বেও সঙ্ঘের সাধারণ কার্য্যপদ্ধতির বিশেষ কিছু রূপান্তর হয় নাই।

ব্যবস্থাপকসভার অধিবেশন-কার্য্য-তালিকা।

কার্য্য-তালিকার প্রথমে, মন্ত্রণা-সভার কার্য্যবিবরণী, দপ্তরখানার কার্য্যাবলী এবং বিগত বৎসরে ব্যবস্থাপক-সভার নিষ্পত্তি পালন করিবার জন্য যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশিত হয়। ব্যবস্থাপক-সভা গত অধিবেশনে যেসকল বিষয় ইহার ভিতর গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছিল, মন্ত্রণা-সভা কিংবা সঙ্ঘের কোনও সভ্য যেসকল বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা, এবং আয়-ব্যয়ের লিখিত হিসাব ইহার ভিতর উক্ত হয়।

কার্য্য-পদ্ধতি।

মন্ত্রণা-সভার নিযুক্ত সভাপতির সভাপতিত্বে কিছুকালের জন্য ব্যবস্থাপক-সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহা সভাপতি ও সহকারী নির্ব্বাচন করে, কার্য্যতালিকায় উক্ত সমস্যাগুলি ছয়টী বৃহৎ সমিতির ভিতরে ভাগ করে, এই সমিতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটী করিয়া প্রতিনিধি আছেন। তৎপরে ইহা মন্ত্রণা-সভার বিবরণীর সাধারণ আলোচনা আরম্ভ করে।

সমিতিগুলি :

ছয়টী সমিতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন।

১। নিয়মতন্ত্র ও আইন-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি।

২। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গঠন-প্রণালী।

৩। অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ।

৪। আয়-ব্যয়ের সূচী ও অন্তঃশাসন-সম্পর্কিত সমস্যা।

৫। সামাজিক সমস্যা।

৬। রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী।

সঙ্ঘের বিভিন্ন মণ্ডলী যেসমস্ত বিবরণী প্রদান করেন, এবং যেসমস্ত প্রস্তাব কোনও রাষ্ট্র-সভ্যের দ্বারা উত্থাপিত হয়, ব্যবস্থাপক-সভা সেই সম্বন্ধে এইসকল সমিতিকে জানান। সমিতি একজন "র‍্যাপোর্তুর্" (২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নিযুক্ত করেন। তিনি ব্যবস্থাপক-সভার নিকট আলোচনা ও মীমাংসার বার্ত্তা পাঠান। ব্যবস্থাপক-সভা এইরূপে চরম প্রস্তাব পাইয়া আলোচনা অথবা বিনালোচনায় তাহা গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ করেন।

ভাষা :

সঙ্ঘের সরকারী ভাষা ইংরাজি এবং ফরাসী। এক ভাষার বক্তৃতা অন্যটীতে পরিবর্ত্তিত করা হয়। যাঁহারা ব্যবস্থাপক-সভায় প্রথম বার উপস্থিত হন, তাঁহাদের নিকট দ্বিভাষীর কার্য্যকুশলতা সামান্য বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। এই দুইটী ভাষার একটীকেই যে ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। প্রত্যেক প্রতিনিধি যে-ভাষায় ইচ্ছা বক্তৃতা দিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে বক্তাকে তাঁহার বক্তৃতা

এই দুইটী সরকারী ভাষার একটীতে রূপান্তরিত করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এবং বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দ্বিভাষী তৎক্ষণাৎ সেই বক্তৃতা পূর্ব্ব বিষয়ের মত এক ভাষা হইতে অপর ভাষাটীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে।

ব্যবস্থাপক-সভার প্রভাব।

জাতীয় পার্লামেণ্ট ও ব্যবস্থাপক-সভার সাদৃশ্য কতটা সত্য এখন তাহা প্রতীত হইতেছে। ইহার অনুপম বৈশিষ্ট্য, কার্য্য-পদ্ধতির উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে ইহার জগদ্ব্যাপী প্রসারতার উপর। ইহা রাজনৈতিক ও কৃষ্টি-সম্প্রদায়ের নর-নারীকে সরল সাহচর্য্যে গ্রথিত করিয়া, যাহাতে তাহাদিগের জাতিগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসকল খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত ও আলোচিত হইতে পারে, তাহার সুযোগ-বিধান করে। তাহা ছাড়া, ইহার আলোচনা শুনিবার জন্য সংবাদপত্রের বহুসংখ্যক লেখক উপস্থিত থাকেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা অন্ততঃ চারিশত হইবে। সংবাদ-সংগ্রহের সমস্ত সুযোগ তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। তাঁহাদিগের টেলিগ্রাম ও প্রবন্ধগুলি জগতের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত ও সমালোচিত হয়। সর্ব্বত্র জন-মত জেনেভার আলোচনা গভীর মনোযোগের সহিত হৃদয়ঙ্গম করে, বিশেষ করিয়া যদি সেই আলোচনাগুলি শান্তি এবং নিঃশঙ্কতা-স্থাপন-সম্বন্ধীয় হয়। রাজনীতিকগণ, যাঁহারা এই আলোচনায় যোগ দেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের কথা, ইঙ্গিত, এমনকি তাঁহাদের নীরবতাও সমস্ত দেশে প্রচারিত হইবে—সে দেশ সঙ্ঘের সভ্য হউক আর না হউক। সঙ্ঘের ব্যবস্থাপক-সভা ক্রমশঃ সভ্য জগতের ধ্বনি-ক্ষেপণীতে পরিণত হইতেছে।

২। মন্ত্রণা-সভা।

গঠন।

সাধারণতঃ জেনেভাতেই প্রতি চার মাস অন্তর—জানুয়ারী, মে, ও সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু আকস্মিক প্রয়োজনে যেকোন সময়ে ইহা আহূত হইতে পারে। ইহাতে সভ্য-সংখ্যা চৌদ্দটী। ইহার পাঁচটী স্থায়ী সভ্য। সেগুলি পৃথিবী জুড়িয়া যাঁহাদিগের আদান-প্রদান রহিয়াছে, তাঁহারা—ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, গ্রেট্‌ব্রীটেন্, ইটালী ও জাপান। অবশিষ্ট নয়টী অস্থায়ি-সভ্য। সেগুলি সঙ্ঘের অপরাপর সভ্য-সমষ্টির মধ্য হইতে ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

মন্ত্রণা-সভার অধুনাতন গঠন, ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যখন জার্ম্মাণি সঙ্ঘে যোগদান করে, সেই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময় হইতেই জার্ম্মাণি স্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছে। নয়টী অস্থায়ী সভ্যাসন পূর্ণ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিবৎসর তিনটী সভ্য নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকে তিন বৎসর ধরিয়া সভ্যপদে আসীন থাকেন। অবসর-গ্রহণেচ্ছু রাষ্ট্রের অনুরোধে, ব্যবস্থাপক-সভা, সংখ্যা-বাহুল্যের তিন ভাগের দুই ভাগের অনুমোদন লইয়া, পুনর্নির্ব্বাচনের অধিকার দান না করিলে, অবসর-গ্রহণেচ্ছু সভ্য তাঁহার কার্য্য-সময় শেষ হওয়ার পর তিন বৎসরে মধ্যে পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

আন্তর্জাতিক বিষয়ে মন্ত্রণা-সভার মর্য্যাদা বাড়িতেছে বলিয়া রাষ্ট্র-সভ্যদিগের ভিতর অস্থায়ী সভ্যাসনের জন্য তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। পৃথিবীর নানা অংশ হইতে সম্ভবপক্ষে অধিকতম প্রতিনিধি সংগ্রহই নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য।

মন্ত্রণা-সভার শক্তি।

মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাপক-সভার ভিতর যেসমস্ত শক্তি সমভাবে বর্ত্তমান, সেগুলির পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই; মন্ত্রণা-সভা ইহার প্রধান কর্ত্তব্য—বিবাদের মীমাংসা-বিধানের জন্য যেসমস্ত বিধি-ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে, সেগুলি আমরা পরে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিব। ইহার বিশেষক্ষমতা-সম্বন্ধেই আমরা এখানে কৌতূহলী। মন্ত্রণা-সভার বিশেষ ক্ষমতাগুলি—কতক চুক্তির ও কতক শান্তি-সন্ধির বলে প্রযোজ্য হয়।

চুক্তির বলে মন্ত্রণা-সভা :—

(ক) যুদ্ধোপকরণ কমাইবার জন্য কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করা,

(খ) যেসমস্ত দেশের অধিবাসী এখনও স্বায়ত্তশাসনে সক্ষম নহে, সেইসকল দেশের "অর্পিত-ক্ষমতা"-বিশিষ্ট জাতির কার্য্যাবলী-পর্য্যবেক্ষণ,

(গ) দপ্তরখানায় প্রধান কর্ম্ম-সচিব-কর্তৃক নিয়োগের অনুমোদন—সম্বন্ধে দায়ী।

শান্তি-সন্ধিগুলির বলে :—

(ক) মন্ত্রণা-সভা 'সার' (Saar) রাজ্যের ন্যাস-রক্ষক(trustee)-রূপে, সেইদেশ শাসনের ভার-অর্পিত বৈঠকের সভ্য নিযুক্ত করেন এবং তিন মাস অন্তর সেই বৈঠকের নিকট হইতে বিবরণী প্রাপ্ত হন। মন্ত্রণা-সভার 'সার'-সম্বন্ধীয় নিষ্পত্তিগুলি সংখ্যা-বাহুল্যের ভোট লইয়া স্থির হয়। ১৯৩৫ সনে এই কার্য্যের শেষ হইবে। তখন নিখিল নির্ব্বাচক-দিগের মতানুসারে ইহার পদমর্য্যাদা স্থির হইবে।

(খ) মন্ত্রণা-সভা সঙ্ঘের আশ্রিত স্বাধীন নগর ড্যান্‌জিগের জন্য হাই-কমিশনর নিযুক্ত করেন এবং স্বাধীন নগর ও পোলাণ্ডের ভিতর বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি করেন।

(গ) যেসকল দেশ মন্ত্রণা-সভার তত্ত্বাবধান-গ্রহণে রাজি হইয়াছে,

সেই সকল দেশে ইহা সংখ্যা-লঘিষ্ঠদিগের (minority) সংরক্ষণ-বিষয়ে সজাগ থাকে। এইসকল জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্ম্মগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর শ্রদ্ধাপ্রবর্ত্তনের ভার মন্ত্রণা-সভার উপর। সংখ্যায় ইহারা ত্রিশ কিংবা চল্লিশ কোটি হইবে।

এইরূপ নানাদিকে মন্ত্রণা-সভার কার্য্যাবলী ব্যবস্থাপক-সভার মন্তব্যের অন্তর্গত।

কার্য্যপদ্ধতি।

প্রত্যেক অধিবেশনেই মন্ত্রণা-সভার সভাপতি পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ণানুক্রমিক ভাবে একটী দেশ অপর দেশের পরে সভাপতিত্ব পায়।

কার্য্যপদ্ধতি অত্যন্ত সরল। মন্ত্রণা-সভা, একটী সভ্যের উপর কার্য্য-তালিকার প্রত্যেক দফার ভার অর্পণ করেন। সেই ভারপ্রাপ্ত সভ্যকে "র‍্যাপোর্‌তুর্‌" বলে। কথাটী ফরাসীভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে। কার্য্য-তালিকার উত্থাপিত বিষয়ে যেদেশের স্বার্থ থাকে না, সম্ভবমত সেই দেশ হইতেই র‍্যাপোর্‌তুর্‌-নির্ব্বাচন করা হয়। র‍্যাপোর্‌তুর্‌ দপ্তর-খানা হইতে আবশ্যকীয় সাহায্য লইয়া, তাঁহার উক্তি প্রস্তুত করেন এবং মন্ত্রণা-সভার বিবেচনার জন্য, সেই বিষয়ে নিজ মতের আভাস দিয়া উহা দাখিল করেন।

সাধারণ নিয়মে প্রকাশ্যভাবে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে গুপ্তভাবেও ইহার অধিবেশন হয়। যাহা হউক সভা-বিবরণী সব সময়েই প্রকাশিত হয়।

ঘ। শাসনের মুখপাত্র—স্থায়ী দপ্তর-খানা।

দপ্তরখানা।

চুক্তির ৩ ও ৬ নং সর্ত্ত-অনুসারে স্থায়ী দপ্তরখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ইহা সঙ্ঘের সিভিল্ সার্ভিস্। সঙ্ঘের কার্য্যপদ্ধতি ও রাষ্ট্রের ভিতর সাদৃশ্য স্থাপন করিতে যাইলে, সর্ব্বদা যে অসুবিধা আসিয়া পড়ে, ইহা মনে রাখিয়া, ইহা কোন জাতীয় শাসনপ্রণালী-বদ্ধ সরকারী আফিসের সহিত মোটামুটীভাবে তুলনীয় হইতে পারে। প্রধান কর্ম্ম-সচিবের আজ্ঞাধীন নানাস্তরের প্রায় ছয়শত কর্ম্মচারী ইহাতে আছে।

প্রধান-কর্ম্ম-সচিব ৷

চুক্তির একটী পরিশিষ্টে সার্ এরিক্ ড্রামণ্ড (Sir Eric Drummond) প্রথম প্রধান-কর্ম্মসচিব বলিয়া অভিহিত হন। ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপক-সভায় সংখ্যা-বাহুল্যের অনুমোদনে মন্ত্রণাসভা-কর্ত্তৃক প্রধান-কর্ম্মসচিব নিয়োজিত হইবে।

ইনি ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার প্রধান কর্ম্মসচিব।

মন্ত্রণা-সভার মতানুযায়ী ইনি দপ্তর-খানার-সভ্য মনোনীত করেন।

দপ্তর-খানার কর্ত্তব্য ৷

একটী সহকারী কর্ম্ম-সচিব (Deputy Secretary-General) ও তিনটী অধীন কর্ম্ম-সচিব (Under-Secretary), প্রধান কর্ম্ম-সচিবকে সাহায্য করিবার জন্য বর্ত্তমান।

দপ্তর-খানার কর্ম্মচারিবর্গ আন্তর্জাতিক কর্ম্মচারী। কেবলমাত্র প্রধান কর্ম্ম-সচিবের নিকট তাঁহারা দায়ী থাকেন। অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাঁহারা আদেশ প্রাপ্ত না হইতেও পারেন—এমনকি তাঁহাদের নিজ রাজ-সরকারের নিকট হইতেও। কর্ত্তব্য-সাধনকালে ইঁহারা কূট-সরকারী-রাজনীতি-কৌশলীর সুবিধা ও বিশেষ অধিকার ভোগ করেন।

দপ্তর-খানাটী নানাভাগে বিভক্ত; কোনটী পরিচালকের ও কোনটী

কার্য্য-কর্ত্তার অধীনে। প্রত্যেক বিভাগ নানা দেশের কর্ম্মচারীতে পূর্ণ; কারণ দপ্তর-খানার সভ্যগণ জাতি-হিসাবে বিভক্ত না হইয়া করণীয় কার্য্যাবলী-অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যেসকল সমিতি বা সম্প্রদায়ের বিষয় গবেষণা করা হইবে, ইহার প্রত্যেক বিভাগ সেসকলের দপ্তরখানারূপে কার্য্য করে। দপ্তরখানার প্রধান বিভাগগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

রাজনৈতিক বিভাগ।

অর্থ-নৈতিক ও ধন-সংক্রান্ত বিভাগ।

বহন-সৌকর্য্য-বিভাগ।

শাসন-বৈঠক (সার' ও ড্যান্‌জিগ্‌) ও সংখ্যা-লঘিষ্ঠ-সম্প্রদায়বিভাগ।

অর্পিত-ক্ষমতা-বিভাগ।

অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ।

স্বাস্থ্য-বিভাগ।

সামাজিক-সমস্যা ও আফিমের ব্যবসা-বিভাগ।

কৃষ্টি-সহকারিতা ও আন্তর্জাতিক-দপ্তর-বিভাগ।

আইন-বিভাগ।

সমাচার-বিভাগ।

এইসকল বিভাগের নামগুলি হইতেই তাহাদের কার্য্যসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আইন-বিভাগ, অন্য বিভাগগুলির আইন-উপদেষ্টার কার্য্য করে এবং চুক্তির ১৮নং সর্ত্ত-অনুযায়ী সন্ধিগুলি পুঁথিগত ও প্রকাশিত করে। দপ্তরখানাতে চুম্বক-লেখা, অনুবাদকার্য্য, প্রকাশ-কার্য্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। সঙ্ঘে উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নগুলির আলোচনার জন্য, দপ্তরখানা কেবলমাত্র তথ্য ও পরিসংখ্যান গ্রহণ না করিয়া, সকল প্রকার আবশ্যকীয় সমাচার ও যেসকল ভ্রমাত্মক ও সূক্ষ্মকারণ

আন্তর্জাতিক প্রশ্নের উপর প্রায়ই প্রভাব বিস্তার করে, তাহার সুনিশ্চিত মীমাংসাও সংগ্রহ করে। এখানে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ-পত্রের মতামত সম্যগ্‌ভাবে পর্য্যালোচিত হইলেও যেসমস্ত গোষ্ঠীতে লোকমতের নানা ছায়া প্রতিফলিত হয়, সেসকল গোষ্ঠীর লক্ষ্যের প্রতিও অমনোযোগিতা প্রদর্শিত হয় না। যেমন, ভূতপূর্ব্ব সৈনিকসম্প্রদায়, রাজনৈতিক কিংবা ধর্ম্মমতের ভিতর পার্থক্য না রাখিয়া শ্রমজীবীদিগের কার্য্য-পদ্ধতি, নারী-সঙ্ঘ, সেবক-সমিতি, বিশ্বপ্রীতি-সংবর্দ্ধন সমিতি, বিজ্ঞান-সমিতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়—ইহার লক্ষ্য। বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাচারই যথেষ্ট নহে। যে নরনারীর হিত-সাধনের জন্য প্রধানত সঙ্ঘের স্থিতি, তাহাদিগের ব্যক্তিগত-সম্বন্ধেও সঙ্ঘের সহানুভূতি থাকিবে।

দপ্তরখানা শুধু সংবাদ সংগ্রহ করেনা, বিতরণও করে। একশতের অধিক সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি-কার্য্যালয় স্থায়িভাবে জেনেভাতে উপস্থিত রহিয়াছে। এই কয়েক বৎসরে পঞ্চাশটীর বেশী বিভিন্ন দেশ হইতে, প্রায় এক হাজার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রতিনিধিরূপে, বারশতের অধিক সংবাদ-দাতাগণ জেনেভা পরিদর্শন করিয়াছেন। দপ্তরখানার ঘোষণাপত্রগুলি কেবলমাত্র তথ্যদ্বারা পরিপূর্ণ। তাহা হইতে "মাল-মসলা" লইয়া লেখকগণ নিজ নিজ পাঠক-অনুযায়ী লেখা নির্ব্বাচন করেন।

ঘোষণা-পত্র ও প্রয়োজনীয় সম্মেলনের বিবরণীর অবিকৃত প্রকাশ ব্যতীতও দপ্তর-খানা সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর একটি মাসিক চুম্বক প্রকাশিত করে। প্রতিবৎসর ইহা একটী সাধারণ সমালোচনা বাহির করে এবং সময়ে সময়ে, যেসমস্ত পুস্তিকাতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে সঙ্ঘের কার্য্যগতির বিবৃতি আছে, সেগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করে। যেসকল খাঁটী

ও আনুপূর্ব্বিক সংবাদের উপর চিন্তাশীল জনমতের সমর্থন নির্ভর করে, সেইসকল সংবাদ-দান সঙ্ঘের অন্যতম কার্য্য। বহির্জগতের সহিত এই ধারাবাহিক সাহচর্য্য গড়িয়া তুলিবার জন্য দপ্তর-খানায় একটী বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে—সমাচার বিভাগ।

দপ্তর-খানার অধিকাংশ কর্ত্তব্যই জাতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের করণীয় কার্য্যের মত। তাহারা সমস্ত সভা ও বৈঠকের কার্য্যসূচী প্রস্তুত করে, গৃহীত মীমাংসা কার্য্যে পরিণত করে এবং বিভিন্ন দেশের ভিতর স্থায়ী আদান-প্রদান গড়িয়া তুলে।

প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী হইতে হইলে, দৃঢ়তার যেসমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন, দপ্তর-খানা বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সেই গুণাবলী দান করিয়াছে। সঙ্ঘের যেন ইহা স্মরণশক্তি।

৬। সহায়ক-কার্য্য-পরিষৎ।

উদ্দেশ্য ঃ

সঙ্ঘ-কার্য্যে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধীনতন মণ্ডলীর বিষয়ে ধারণা না হইলে সঙ্ঘ-সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা সম্পূর্ণ হইবে না। এইগুলি সহায়ক মণ্ডলীবিশেষ। ইহাদের সৃষ্টি আন্তর্জাতিক সহকারিতার প্রয়োজনীয় বিকাশ সূচিত করে। তাহাদিগের কতকগুলি চিরস্থায়ী এবং যেসমস্ত বিষয়ে সঙ্ঘের কর্ম্মপদ্ধতি ধারাবাহিক, তাহাতে হস্তক্ষেপ করে। ক্ষণিক অসুবিধা হইতে মুক্তির জন্য অপরগুলির সৃষ্টি হয়। এবং মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়।

বিশেষ কার্য্যকরী-মণ্ডলী হইতে মন্ত্রণা-সমিতিগুলির পার্থক্য রাখিতে হইবে।

বিশেষ কার্য্যকরী পরিষৎ।

বিশেষকার্য্যকরী-পরিষৎ তিনটী :—

অর্থনৈতিক এবং ধন-সংক্রান্ত পরিষৎ।

বহন-সৌকর্য্য-পরিষৎ (Transit)।

স্বাস্থ্য-পরিষৎ।

আধুনিক জগতে এমন অনেকগুলি অর্থনৈতিক, ধনসংক্রান্ত ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সমস্যা বর্ত্তমান, যাহাদ্বারা রাষ্ট্রীয় কলহের সৃষ্টি হইতে পারে, সঙ্ঘের এই গোষ্ঠীগুলির ভিতর দিয়া সেইসকল সমস্যা প্রথমতঃ বিভিন্নদেশীয় বিশেষ বিশারদদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এই বিশারদগণ কার্য্যকরী মীমাংসা আবিষ্কার করিতে একত্র মিলিত হন। এবিষয়ে তাঁহাদিগের সফলতার সম্ভাবনাও বেশী, কারণ, তাঁহাদিগের আলোচনা নিরপেক্ষতার আব্-হাওয়ার ভিতর আচরিত হয়।

এইসকল পরিষদে ও বৈঠকে সঙ্ঘের কার্য্য সারাবৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। এই স্থানেই সমস্ত দেশের পণ্ডিতগণ মিলিত হন, জাতিদিগের ভিতর নূতন মিত্রতা-বন্ধন স্থাপিত হয় এবং পুরাতন বন্ধন দৃঢ়তর হয়। বিশেষ-প্রশ্নগুলি আলোচনা করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ এখানে বিশেষজ্ঞের সহিত মিলিত হন; এই বিশেষ-প্রশ্নগুলি-সম্বন্ধেই আন্তর্জাতিক মতের একতা লাভ করা সহজ। যদিও এইসকল সম্মেলনের মূল্য কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞরাই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, তথাপি কয়েকটী উদাহরণ, (যাহা পরে উল্লিখিত হইয়াছে) এই কার্য্য, যেগুলি জেনেভাতে অবাধে ও সহজ ভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আভাস দিবে।



মঁাসিয়ে ব্রিয়াঁ,　　মিঃ ম্যাকডনাল্ড,　　ডাঃ ষ্ট্রাসম্যান,　　মিঃ হেণ্ডারসন্

মন্ত্রণা-সমিতি।

মন্ত্রণা-সমিতিগুলি হয় চিরস্থায়ী, না হয় ক্ষণস্থায়ী। নিম্নলিখিত সমিতিগুলি প্রধান চিরস্থায়ী সমিতি :—

সামরিক, নৌবিভাগ ও বিমান-চারণসম্বন্ধীয় বৈঠক।

অর্পিত-ক্ষমতা বৈঠক।

শিশু ও যুবজন-সংরক্ষণ-বৈঠক।

আফিম ও অন্যান্য বিপদ্-সঙ্কুল ভেষজ বৈঠক।

কৃষ্টি-সহকারিতা সমিতি।

এই সকল সমিতির প্রশ্ন-মীমাংসার শক্তি নাই; কিন্তু ইহারা সঙ্ঘের রাজনৈতিক মুখপাত্রদিগের নিকট দাখিল করিবার জন্য উপকরণ প্রস্তুত করে।

প্রতিবৎসর একমাস ধরিয়া ব্যবস্থাপক-সভার বৈঠক হয়। মন্ত্রণা-সভার বৎসরে তিনবার বৈঠক হয় এবং প্রতিবার এক সপ্তাহ ধরিয়া অধিবেশন চলে। যাহা হউক, সঙ্ঘের কার্য্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং প্রত্যক্ষভাবে ইহা সাধিতও হয়। প্রায়ই এমন কোন সপ্তাহ যায় না, যাহার ভিতর কোন সহায়ক মণ্ডলীর বৈঠক না হইয়াছে।

এই সকল সমিতির সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা।

(Elasticity)

১৯২৭ সনে প্রকাশিত বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বাৎসরিক পুস্তকের সার্ এরিক্ ড্রামণ্ড-লিখিত মুখবন্ধের অংশটীর নিম্নে পুনরুল্লেখ ছাড়া এইসকল বিভিন্ন সমিতির বৈচিত্র্য আমরা ভালভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিব না।

"সঙ্ঘের কার্য্যপদ্ধতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করা অভ্যাস না থাকিলে, এই বাৎসরিক পুস্তকের পাঠক, এই সঙ্ঘের অধীনে যেসমস্ত

মণ্ডলী কার্য্য করিয়াছে এবং করে, তাহাদের সংখ্যা ও প্রকার-ভেদ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। একটী প্রাণবান্ প্রতিষ্ঠান, যাহা সর্ব্বদাই ইহার সুচির সমিতিগুলির দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-বিষয়ে অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তুত, কিংবা পূর্ব্বজ্ঞাত কৌশল অনুসরণ করিয়া ও অসীম পরিবর্ত্তনে সক্ষম থাকিয়া, স্থায়ী পরিষৎগুলির নাগালের বাহিরের সমস্যাও মীমাংসা করিতে সক্ষম—পাঠক তাহার প্রকৃতি দেখিতে পাইবেন।"

১। বিশেষ-কার্য্যকরী পরিষৎ।

(ক) অর্থনৈতিক ও ধন-সংক্রান্ত সমিতি।

গঠন-প্রণালী ঃ

১৯২০ সনে ব্রাসেল্‌স্ এর আন্তর্জাতিক ধন-সংক্রান্ত বৈঠকের ফলে এই সমিতি স্থাপিত হয়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—ধনসংক্রান্ত সমিতি ও অর্থনৈতিক সমিতি। প্রত্যেক সমিতি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে অখণ্ড বৈঠকে মিলিত হয়। এই সমিতির সভ্যেরা তাঁহাদের রাজ্যের সরকারী প্রতিনিধি নহেন। তাঁহারা বিশেষজ্ঞ হিসাবে মন্ত্রণাসভা-কর্তৃক মনোনীত হন। তাঁহাদিগের ভিতর উচ্চ কর্ম্মচারিবর্গ, বৃহৎ ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ, কারবারের সভাপতিবর্গ, পরিসংখ্যান-বিশারদ ইত্যাদি, যাঁহারা ব্যবসা-জগতে উচ্চপদের অধিকারী থাকিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে সঙ্ঘের সাহায্য করিতেছেন। এই সমিতির দপ্তর-খানা, সঙ্ঘ-দপ্তরখানার অর্থনৈতিক ও ধন-সংক্রান্ত বিভাগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

কর্ত্তব্য ঃ

অর্থনৈতিক ও ধন-সংক্রান্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আরও অনেকগুলি সমিতি ও উপ-সমিতি আছে, সেগুলি সংখ্যার বহুলতা-হেতু এখানে উল্লেখ

করা শক্ত। তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে সঙ্ঘ-গত নানাবিধ অর্থ-নৈতিক ও আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি প্রণিধান করে। যেসকল দেশে, যুদ্ধের ফলে বাজার-সম্ভ্রম ও মুদ্রা-পদ্ধতি (Currency) বিশেষ ঘা খাইয়াছে, সেইসকল দেশের ধন-নীতির পুনর্গঠনের, এবং সংগ্রাম-বিধ্বস্ত স্থানগুলিতে সহস্র সহস্র আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থানের পরিকল্পনা, এই সমিতিই করিয়াছে।

এইসকল পরিকল্পনার জন্যই আন্তর্জাতিক ঋণ-গ্রহণের সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল। এই ঋণের পরিমাণ এখন ১,৭০০ কোটি সুবর্ণ ফ্রাঁ।

জেনেভাতে ১৯২৭ সনে আহূত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন, জগতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে একটী কার্য্যসূচী প্রস্তুত করে; বাণিজ্য, শ্রমশিল্প ও কৃষি-সম্বন্ধীয় প্রশ্নে, ইহার মীমাংসা-অনুযায়ী কর্ম্ম-প্রগতি-তত্ত্বাবধানের জন্য, ইহার উপদেশ-অনুসারে মন্ত্রণা-সভা একটী বিশেষ পরামর্শ-সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

(খ) আদান-প্রদান ও বহন-সৌকর্য্য পরিষৎ।

গঠন-প্রণালী ঃ

চুক্তি-কর্ত্তারা বুঝিয়াছিলেন যে কিরূপে মহাসমর সারা পৃথিবীতে জাতিদিগের ভিতর পরস্পর অর্থনৈতিক নির্ভরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিশেষতঃ ইউরোপে, যেখানে সাম্রাজ্যসকল ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে, তাহারা অর্থনৈতিক ভাবে স্বপর্য্যাপ্ত হইবার পক্ষে বিশেষ ছোট হইলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর।

আমরা যে-পরিষদের বিষয় আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহা ১৯২১ সনে ব্রাসেলোনাতে আদান-প্রদান ও বহন-সৌকর্য্য-সম্বন্ধে সাধারণ বৈঠক শেষ হইলে, ব্যবস্থাপক-সভার ইচ্ছানুসারে প্রথম সাধারণ অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণা-সমিতি, সাধারণ বৈঠক ও একটী দপ্তরখানা ইহাতে আছে। সেগুলি সঙ্ঘ-দপ্তরখানার বহন-সৌকর্য্য বিভাগ হইতে রচিত।

মন্ত্রণা-সমিতি।

ইহাতে মন্ত্রণা-সভার স্থায়ি-সভ্যগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্যদিগের ভিতর হইতে সাধারণ বৈঠক-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ আছেন।

এই সমিতি আদান-প্রদান ও বহন-সৌকর্য্য-সম্বন্ধে স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করিবার এবং কলহসমূহ আপোষে নিষ্পত্তি করিবার বিধিব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করে। সাধারণ বৈঠকের কার্য্যও এই সমিতি প্রস্তুত করে। এই সমিতির কর্ত্তব্যগুলি প্রধানতঃ বিশিষ্ট-বিষয়-গত হইলেও সকল সময়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক-শূন্য নহে। উদাহরণস্বরূপ ড্যানিউব্ নদের কথা ধরা যাইতে পারে। ঐ নদের নৌবাহ্যতা, খালের উপর আলো ও বয়ার বন্দোবস্ত, খালের কপাট, বাঁধ, জাহাজ-ঘাট, বন্দর প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ—বিশেষবিদ্‌দিগের দ্বারা মীমাংসিত হইবার যোগ্য। কিন্তু সাতটী বিভিন্ন দেশের সীমানা কিংবা ভিতর দিয়া ড্যানিউব্ প্রবাহিত। ইহাদের এই নদ-সংক্রান্ত স্বার্থসমূহ সম্ভবতঃ পরস্পর-বিরোধী এবং তাহাদিগের ভার রাজনীতিকুশলীদিগের উপর ন্যস্ত। এই নদের জীবনরক্ষা ও তৎ-তীরবর্ত্তী অধিবাসিবৃন্দের উপযুক্ত ব্যবস্থা সকলপক্ষের গ্রহণীয় করিতে হইলে, যেসমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিতে

হয়, তাহার কতকগুলি কেবলমাত্র গঠনতন্ত্রগত, এবং অপরগুলির রাজনীতিক মূল্য অবিসংবাদী।

আন্তর্জাতিক বহন-সৌকর্য্য প্রণিধানের জন্য যুদ্ধের পূর্ব্বে স্থাপিত গোষ্ঠীগুলির উচ্ছেদসাধন এই সমিতি করে নাই বরং তাহাদের কার্য্যাবলীর সঙ্গতিসাধনে যত্ন লইয়াছে ও তাহাদের মীমাংসায় আরও শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে—যেমন ড্যানিউব্ নদটীর বিষয়ে।

অধীনস্থ কার্য্যমণ্ডলী।

যেসকল সুচির এবং অচির সমিতিগুলি সহায়ক সমিতির উপর নির্ভর করে, তাহাদের সকলগুলি পর্য্যালোচনা করা অনাবশ্যকীয় ও ক্লান্তিকর। যাহা হউক বহন-সৌকর্য্য-সমিতির অধস্তন সমিতি ও বৈঠকগুলির কেবলমাত্র একটী তালিকাই, আন্তর্জাতিক-সহকারিতা-বৃদ্ধিকল্পে সঙ্ঘের বিধি-কৌশল, পুঙ্খানুপুঙ্খতার প্রতি ইহার লক্ষ্য, বিশেষ কার্য্যপ্রণালী অনুবর্ত্তনে ইহার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব, এবং কার্য্য-বৈচিত্র্যে ইহার সুসঙ্গতি-সম্বন্ধে আভাস দান করিতে পারে।

সাধারণ-বৈঠক।

সঙ্ঘের মন্ত্রণা-সভাদ্বারা আহূত হইলে, সাধারণ-বৈঠকের অধিবেশন হয়। ইহাতে রাষ্ট্র-সভ্যের প্রতিনিধিগণ আছেন ও ইঁহাদের প্রতিভূ এবং বিশেষজ্ঞগণও থাকেন। যে রাষ্ট্র, সঙ্ঘের সভ্য নহেন, সঙ্ঘ তাঁহাকেও এই বৈঠকে যোগদানের নিমন্ত্রণ করিতে পারেন।

সঙ্ঘের ব্যবস্থাপক-সভার অনুরূপই ইহার কার্য্য-পদ্ধতি। এই বৈঠক-কৃত প্রস্তাবগুলি, ব্যবস্থাপক-সভা অথবা মন্ত্রণা-সভার অনুমোদন পাইলে, আন্তর্জাতিক চুক্তি, মীমাংসা কিংবা রাজ্যগুলিকে দেয় উপদেশে পরিণতি লাভ করিতে পারে।

(গ) স্বাস্থ্য-পরিষৎ।

গঠন-প্রণালী ঃ

নিখিল-স্বাস্থ্য-সমিতি Office international d'hygiene publique নামধারী একটি ভূতপূর্ব্ব সম্মেলনের সহযোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বিশেষত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী, দ্রুত-সঙ্ঘটনশীল ও ক্ষিপ্র-আদানপ্রদানপূর্ণ পৃথিবীতে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য-পরিষদের ভিতর বর্ত্তমান ঃ—

Office international d'hygiene publique (আন্তর্জাতিক সাধারণ-স্বাস্থ্য-আফিস)-এর সৃষ্ট পরামর্শ-সভা।

স্বাস্থ্যসমিতি—যাহার বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র জেনেভাতে।

দপ্তরখানা—ইহা সঙ্ঘের দপ্তরখানার স্বাস্থ্য-বিভাগ লইয়া বর্ত্তমান।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েট্ প্রজাতন্ত্র-সম্মেলনের মত রাষ্ট্রগুলি যাহারা সঙ্ঘের সভ্য নহেন, তাঁহারাও স্থির করিয়াছেন যে স্বাস্থ্যবিষয়ে সহকারিতা রাজনীতিক বিবেচনার দ্বারা চাপিয়া রাখিবেন না; সেইজন্য তাঁহারাও স্বাস্থ্য-পরিষদে যোগ দিয়াছেন।

কর্ত্তব্য ঃ

স্বাস্থ্য-সমিতির কার্য্য গভীর গঠন-তন্ত্র-গত হইলেও বিধানগুলি বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক সহকারিতার সম্ভবপরতা দেখাইয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অবধান করা ও কিরূপে তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে, এবিষয়ে বিধান দেওয়ার জন্য এই সমিতি মন্ত্রণা-সভার অনুমোদন লইয়া একটী ম্যালেরিয়া-বৈঠক নিয়োজিত করিয়াছে। এই বৈঠকের সভ্যগণ সকলেই নিজ নিজ

দেশের ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞ। কতিপয় রাষ্ট্রের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া, ইঁহারা প্যালেস্‌টাইন, স্পেন, যুক্ত-রাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া, ইটালী, বুল্‌গেরিয়া, গ্রীস্‌ ও সোভিয়েট্‌-প্রজাতন্ত্র সম্মেলন প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করিয়া আসেন। তাঁহারা স্থান-বর্ত্তী হইয়া, যে সকল অবস্থায় ম্যালেরিয়া পরিণতি লাভ করে, সে সকল অবস্থা, তদ্দেশীয় লোকের আচার ও প্রথা, যেসকল মশা ম্যালেরিয়ার সংক্রামকতা বহন করে, তাহাদিগের স্বভাব এবং ঐ রোগের সহিত সংগ্রামের নানা উপায় অবধান করিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন দেশের পরীক্ষা-ফল তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন ও সেবিষয়ে একটি সাধারণ বিবরণী লিখিয়াছেন। তাহা স্বাস্থ্য-সমিতির নিকট প্রদত্ত ও মন্ত্রণা-সভার অনুমতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বিবরণী এখন পৃথিবীর সমস্ত স্বাস্থ্যবিদের নিকট আছে। পৃথিবী-ব্যাপী রোগের সহিত সংগ্রামে সাহায্যের জন্য এইরূপে আন্তর্জাতিক সহকারিতার আবেদন করা হয়।

স্বাস্থ্য-সমিতির অন্য কার্য্যাবলী ইহার সাপ্তাহিক বিবরণী হইতে প্রতীত হয়। জানিত কেন্দ্র-সমূহ, যেখান হইতে সংক্রামক রোগগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে, সে কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক বন্দরের প্লেগ্‌, কলেরা ও বসন্ত রোগের তালিকা এই সাপ্তাহিক বিবরণীতে দেওয়া হয়। এইরূপ বিপদ্‌-সঙ্কুল স্থানে—সিঙাপুরে সঙ্ঘ যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে, তাহা প্রয়োজনমত সমস্ত বন্দরের স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীদের বিশেষ অবগতির জন্য, যেসমস্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রচারিত করে। এই সংবাদের ভিতর প্লেগ-সংক্রামিত ইঁদুরের বর্ণনাও থাকে। কারণ প্লেগের বীজাণু যাহা জাহাজ-গামী ইঁদুরের গাত্রস্থ উৎকৃণগুলিকে সংক্রামিত করে, তাহা আন্তর্জাতিক সীমান্তের বাধা মানে না।

২। মন্ত্রণা-সমিতি

(ক) অস্ত্র-নিয়ঃ

সমস্যা ঃ

চুক্তির ৮নং সর্ত্তে যুদ্ধোপকরণ কমাইবার সম্বন্ধে সভ্যদিগের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে।

এই সর্ত্তের প্রথম প্যারা গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘের সভ্যগণ এই বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন যে ঃ—

১। শান্তি-রক্ষা-কল্পে জাতীয় যুদ্ধোপকরণ কোন একটী অল্পতম পরিমাণ পর্য্যন্ত কমান প্রয়োজন।

২। জাতীয় নির্ব্বিঘ্নতার সহিত এই অল্পতম পরিমাণের সামঞ্জস্য থাকিবে (এই কারণে সভ্যগণ অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-সমস্যা, নানা দেশের সমস্যার সহিত এক করিয়া অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হন)।

৩। আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা, বিশেষতঃ, যেসকল বাধ্য-বাধকতা চুক্তির ১৬নং সর্ত্তে আছে, কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের প্রবর্ত্তনের সহিত এই অল্পতম পরিমাণের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

এইগুলিই সঙ্ঘের আলোচ্য সমস্যার সাধারণ বর্ণনা।

ব্যবস্থা ঃ

সমস্যানিষ্পত্তির জন্য চুক্তি-অনুমোদিত ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

"মন্ত্রণা-সভা প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও তাহাদিগের অবস্থার সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া, নানা রাজ্যের পর্য্যালোচনা ও কার্য্যার্থে এইরূপ অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা ব্যক্ত করিবেন।

"এইরূপ পরিকল্পনাগুলি অন্ততঃ দশবৎসর অন্তর একবার পুনরালোচিত ও সংশোধিত হইবে।"

অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-সম্মেলনের উদ্যোগাত্মক বৈঠক ও মধ্যস্থতা ও নিঃশঙ্কতা সমিতি।

সুতরাং মন্ত্রণা-সভা বহুবিধ মন্ত্রণা-মণ্ডলীর হস্তে অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সর্ব্বপ্রকার অনুসন্ধানের ভার দিয়াছেন। এইসকল মণ্ডলীর ভিতর নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ;

(ক) উদ্যোগাত্মক মজলিস ও উপ-মজলিসের প্রধান কর্ত্তব্য যুদ্ধোপকরণ কমান ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটী লিখিত চুক্তি প্রস্তুত করা। তাহা এরূপ যত্নের সহিত কৃত হইয়াছিল, যে যুদ্ধোপকরণ কমান ও অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে প্রথম বৈঠকই কৃতকার্য্যতার সূচনা করিয়াছে। এই মজলিসে মন্ত্রণা-সভার রাষ্ট্রসভাগণের প্রতিনিধি ও অন্যান্য রাষ্ট্র—যাঁহারা সঙ্ঘের সভাপদে বৃত এবং বৃত নহেন, তাঁহাদিগের প্রতিনিধিবর্গও আছেন। ইঁহাদিগের সহকারিতা বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনটী দেশ সঙ্ঘ-সভ্য না হইয়াও এই মজলিসে যোগ দিয়াছেন—আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য, সোভিয়েট্ প্রজা-তন্ত্র সম্মেলন এবং তুর্কী।

(খ) মধ্যস্থ এবং নিঃশঙ্কতা-সমিতি, চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের দেয় সাধারণ নিঃশঙ্কতা, এবং যে-জাতিগণ দাবী করেন যে চুক্তি-অনুযায়ী তাঁহাদিগের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও অবস্থা লক্ষণীয় হওয়া উচিত, তাঁহাদিগের আপনাপন নিঃশঙ্কতা বৃদ্ধি করিবার উপায় অনুসন্ধান করে। উদ্যোগাত্মক মজলিসে যেসমস্ত রাষ্ট্র আছেন তাঁহারা সকলেই এই সমিতিতে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এইরূপে বিবাদ-রোধ ও মীমাংসার সহিত শান্তি গড়িয়া তুলিবার সমস্যা অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-সমস্যার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই শীর্ষলিপির ভিতর সঙ্ঘের কার্য্যাবলী অল্পভাবে সু-জানিত-সূত্রে বর্ণনা করা যাইতে পারে—"মধ্যস্থতা, নিঃশঙ্কীকরণ ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ।" এই তিনটী শব্দের পরস্পরের উপর নির্ভরতা-সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এখানে এই-মাত্র বলা প্রয়োজন, যে, "মধ্যস্থতা" শব্দের সাধারণ ব্যবহার ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা—শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি—আন্তর্জাতিক-বিবাদ-নিষ্পত্তির উপায়-হিসাবে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে ত্যাগ করা সম্ভব করিতে পারে। প্রতিবেশীদের ইচ্ছা কতটা শান্তি-অনুপ্রাণিত, তাহার উপর অন্য রাষ্ট্রের নিঃশঙ্কতা নির্ভর করে। এবং রাষ্ট্রগুলি বিবাদ-মীমাংসাকল্পে শক্তির সাহায্য না নিয়া, স্বেচ্ছায় অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সেই ইচ্ছা সুব্যক্ত করিতে পারেন। সঙ্ঘের সভ্য-রাষ্ট্রের নিঃশঙ্কতা, সংগ্রামনিরোধ-সম্বন্ধে সঙ্ঘের কর্ম্মকুশলতার যোগ্যতা-বিষয়ে তাহার বিশ্বাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কারণ, কোন দেশ চুক্তি অমান্য করিয়া, শক্তির সহায়তা লইবার কল্পনা করিলে, ভয়প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। এবং এই দেশ বাধ্যতা-মূলক আইনের ভয়কে তুচ্ছ করিলে, তদাক্রান্ত দেশকে সাহায্য দিতে হইবে। শেষতঃ চুক্তি-উক্ত অল্পতম পরিমাণ-পর্য্যন্ত যুদ্ধোপকরণ কমানর উপর জাতির নিঃশঙ্কতা নির্ভর করে। কারণ, যুদ্ধোপকরণবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা শান্তির অন্তরায়।

সামরিক, নৌবিভাগীয় ও বৈমানিক সমস্যার জন্য স্থায়ী মন্ত্রণা-বৈঠক।

চুক্তির ৯নং সর্ত্ত মন্ত্রণা-সভাকে সাধারণতঃ "সামরিক, নৌবিভাগীয়,

ও বৈমানিক বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটী স্থায়ী বৈঠকের গঠন-প্রণালীর নির্ব্বন্ধ করিতেছে। মন্ত্রণা-সভার প্রত্যেক রাষ্ট্র-সভ্যের একটী করিয়া সামরিক, নৌবিভাগীয় ও বৈমানিক প্রতিনিধি এই বৈঠকে আছেন। তাঁহারা নিজ নিজ সাম্রাজ্য হইতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-বিভাগ ঃ

সঙ্ঘের দপ্তরখানার অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-বিভাগ এইসকল সমিতির দপ্তর-খানার কার্য্য করে। চুক্তির ৮নং সর্ত্তের শেষ প্যারা-অনুযায়ী সঙ্ঘের সভ্য হউক না হউক, বিভিন্ন শক্তির যুদ্ধোপকরণ-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদগ্রহণ এবং যুদ্ধোপকরণ-সম্বন্ধে বাৎসরিক পুস্তকে তাহার প্রকাশও এই বিভাগের কাজ। এই পুস্তকখানি প্রতিবৎসর প্রকাশিত হয় এবং ইহাতে প্রায় ৮৮০ খানি পৃষ্ঠা থাকে।

(খ) অপর রাজ্যের অভিভাবকরূপে কার্য্য করিবার জন্য অর্পিত ক্ষমতা।

অর্পিতক্ষমতা-চালিত রাজ্য ঃ

এমন গুটীকয়েক রাজ্য আছে, যুদ্ধের ফলে তাহারা, যে রাষ্ট্রগুলি তাহাদের পূর্ব্বে শাসন করিত, তাহাদের একচ্ছত্রতা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের অধিবাসীরা এখনও আধুনিক জগতের শ্রমসাধ্য অবস্থার ভিতর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই।

চুক্তির ২২ সর্ত্তে উক্ত হইয়াছে যে, যেসকল উন্নত জাতি তাহার সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা, ও ভৌগোলিক অবস্থান-বলে এই দায়িত্বগ্রহণে

সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং তাহা গ্রহণেও ইচ্ছুক, তাহাদিগের হস্তে এইসকল রাজ্যের ভার ন্যস্ত হইবে। এই অভিভাবকতা সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা "অর্পিত-ক্ষমতা" হিসাবে অনুষ্ঠিত হইবে।

বৈঠক।

অর্পিত-ক্ষমতার নির্দ্দেশ পালন-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রণা-সভাকে পরামর্শ দিবার জন্য স্থায়ী-অর্পিত-ক্ষমতা-বৈঠকের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে এগার জন সভ্য থাকিবেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশকেই অর্পিত-ক্ষমতাহীন শক্তির অধিবাসী হইতে হইবে। যতদিন তাঁহারা বৈঠকের সভ্য থাকিবেন, ততদিন নিজ রাজ-সরকারে এমন কোন চাকুরী গ্রহণ করিবেন না, যাহাতে তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যের কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে হয়।

অর্পিত-ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রগণ—গ্রেট্‌ব্রীটেন্, ফ্রান্স্, অষ্ট্রালিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, বেলজিয়াম্, এবং সম্মিলিত দক্ষিণ-আফ্রিকা,—যে বাৎসরিক বিবরণী মন্ত্রণা-সভার নিকট পাঠাইয়া থাকেন, এই বৈঠক তাহা অবধান করেন। ইহা অর্পিত-ক্ষমতা-পরিচালিত রাজ্যের অধিবাসীদের আবেদনও পর্য্যালোচনা করিতে পারেন। অর্পিত-ক্ষমতা-পরিচালিত রাজ্য-সমষ্টিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং আরও যেসমস্ত সমস্যা উঠিতে পারে, বৈঠকের বিবরণীতে সমস্তই থাকে। ইহা প্রথমে মন্ত্রণা-সভার নিকট দাখিল করা হয়, এবং পরে তাহা প্রকাশ করা হয়। অধিবাসিগণের সংরক্ষণের জন্যই এই প্রকাশ। শাসকবর্গ ইহা হইতে বহুমূল্য সমাচারও পাইয়া থাকেন।

সঙ্ঘ-দপ্তরখানার অর্পিত-ক্ষমতা-বিভাগ এই বৈঠকের দপ্তর-খানার কার্য্য করে।

(গ) সামাজিক ও লোকহিতকর ক্রিয়াশীলতা।

যুদ্ধের পূর্ব্বে যেসকল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল, তাহাদিগের নিকট, বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ সামাজিক ও লোক-হিত-কর ক্রিয়াশীলতার দ্বারা অবাধে আবেদন করিয়াছেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্য নহে, এইরূপ কতকগুলি রাজ্যও এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল। চুক্তির ২৩নং সর্ত্তে বিশেষভাবে বর্ণিত কর্ত্তব্যগুলি ছাড়াও অশ্লীল-সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ব্যবসাতে বাধাদান, দাসত্ব প্রথার শেষ চিহ্নের বিলোপসাধন, যুদ্ধে গৃহহীন শরণাগতের দুঃখমোচন এবং গৃহে ফিরিবার উপায়হীন যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে পুনঃ প্রেরণ বিষয়গুলিও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট।

আফিম ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসার উচ্ছেদসাধনের জন্য সঙ্ঘ সর্ব্বদাই চুক্তির স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। উৎপাদক ও অনুৎপাদক দেশগুলি, নিজ নিজ স্বার্থের বিভিন্নতার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা একমত না হইলেও এইসকল ভেষজের অসদ্ব্যবহার-বিষয়ে সমস্ত রাজ্যই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

নারী ও শিশুর ব্যবসার উচ্ছেদসাধনের জন্য বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ঠিক একই বিধি অবলম্বন করিয়াছেন। যেখানেই মন্ত্রণা ও ব্যবস্থাপক-সভার দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্রিয়া সমীচীন বোধ হইয়াছে—সেখানেই শিশু ও যুবজনের সংরক্ষণ ও হিতবর্দ্ধনের জন্য ইহা সত্বর উপায় অনুশীলন করিয়াছেন।

দুইটী স্থায়ী সমিতির একটী আফিমের ব্যবসাবিষয়ে ও অপরটী শিশু ও যুবজনের সংরক্ষণ ও হিতসাধনে হস্তক্ষেপ করে। বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দপ্তরখানার সামাজিক-বিভাগ এই সকল সমিতির দপ্তরখানা। তাহারা

স্বাস্থ্য-পরিষৎ হইতে বিভিন্ন হইলেও ইহার সহিত ও আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা—রাজ্যসমষ্টির দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তি পালিত হইতেছে কিনা। তাহারা অপরাপর মন্ত্রণা-সমিতির মত ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার বিবেচনার জন্য সমাচার সংগ্রহ এবং প্রস্তাবও প্রস্তুত করে।

(ঘ) কৃষ্টি-সহকারিতা-সমিতি।

গঠন।

গণিতশাস্ত্রবিদ্, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী রাষ্ট্র কিংবা জাতির বাধা মানে না। যে জ্যোতিষিক জাতিগত উদ্দেশ্যে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবীক্ষণ করিবেন, তিনি জাতীয়তার ভ্রান্ত প্রমাণ স্বরূপ।

কৃষ্টি-সহকারিতাসম্বন্ধে প্রশ্নগুলি বিবেচনা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃষ্টিসম্বন্ধের পরিণতির জন্য, মন্ত্রণা-সভা দ্বারা এই সমিতির উদ্বোধন হয়। ইহাতে পনরটী সভ্য আছেন। তাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্পকলায় পারদর্শী। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পণ্ডিতগণ জাতিনির্ব্বিশেষে সাহচর্য্যে আসিবেন। এইরূপ সাহচর্য্যই বিজ্ঞান ও শান্তি-বিষয়ে বিশেষ সুফল সূচনা করিবে।

কর্ত্তব্য।

বিভিন্ন জাতির ভিতর জ্ঞান এবং ধারণার বিনিময়-বর্দ্ধন ও বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় কার্য্যের উন্নতি-অনুশীলন এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষ্টি ও

কলাকুশল-আদান-প্রদান-বিষয়ে, ইহা ছাত্র ও পণ্ডিতগণ যাহাতে অন্য দেশের সারবান্ উৎকর্ষতার সহিত পরিচিত হইতে পারেন, তাহার জন্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে ইহা সমস্ত সমাচার লইয়া গ্রন্থ-বিবরণী প্রস্তুত করে, যাহাতে একদৃষ্টিতে বিভিন্ন-বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট পুস্তক এবং রচনাবলী-সম্বন্ধে পূর্ণ আভাস পাওয়া যাইতে পারে, এজন্য সমাচার-গুলিকে সর্ব্বশ্রেণীভুক্ত করার বিশেষ উপায়ও ইহা প্রণিধান করে। এবং অবিখ্যাত ভাষায় লিখিত সারবান্ প্রবন্ধগুলি বহুব্যাপক ভাষাতে পরিবর্ত্তিত করিয়া সুগম করিতে চেষ্টা করে। একটী সমিতি—কলা ও সাহিত্য-সমিতি—কলাকৌশল ও সাহিত্যিক উৎকর্ষতার বিস্তৃতি প্রবর্ত্তন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহকারিতা, আন্তর্জাতিক-অনুভূতিবর্দ্ধনের প্রকৃষ্টতম উপায় বলিয়া সমিতিকর্ত্তৃক বিবেচিত হয়। তদনুসারে ইহা বিভিন্ন দেশের ভিতর অধ্যাপক ও ছাত্রের বিনিময়ের সুবিধা ও আন্তর্জাতিক ছাত্র-পরিষদের মধ্য দিয়া সহকারিতার উৎসাহ দেয়।

বুদ্ধিসম্বন্ধীয় কার্য্যাবস্থার উন্নতিকল্পে, এই সমিতি, সাহিত্য ও শিল্পদ্রব্যের সংরক্ষণ-সম্বন্ধে অবধারণ করেন! এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মিলন লক্ষিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের জন্য এখনও সংরক্ষণের আয়োজন হয় নাই। সমিতির মতে এই আয়োজন সম্ভব এবং কর্ত্তব্য। এইজন্য বিশেষবিদ্ উপ-সমিতি গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা বুদ্ধি, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান-বিষয়-সংক্রান্ত সম্পত্তিগুলির সংরক্ষণ-সমস্যা আলোচিত হইতে পারে। সমস্ত মানসিক শ্রমজীবিগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য, এই সমিতি আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষদের সহিত সহযোগিতা করে, কারণ অপর শ্রমশিল্পীদের ন্যায় ইহারাও কার্য্যের জন্য ন্যায্য পুরস্কারের অধিকারী। কোন দেশে যখনই বিশেষভাবে

কৃষ্টি-জীবনের উপর ভীতি প্রদর্শিত হইয়াছে, বা যুদ্ধের ফলে মানসিক শ্রমশিল্পিগণ দুর্গতিতে পড়িয়াছে, কিংবা উদাহরণস্বরূপ দুর্ঘটনাবশতঃ কোনও বৃহৎ গ্রন্থাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সমিতি তখনই মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকার—কলাকৌশল, বিজ্ঞান ও শিক্ষার উদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক সহানুভূতির নিকট আবেদন করিয়াছে।

ব্যবস্থাপক-সভার অনুরোধে কৃষ্টিসহকারিতা-সমিতি বিশারদদিগের একটী উপ-সমিতি আহ্বান করিয়াছেন। ইঁহারা সঙ্ঘের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে যুবজনকে দীক্ষিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় অনুশীলন করিবেন।

কৃষ্টি-সহকারিতা-সমিতির সহযোগে সমস্ত পৃথিবীতে অনেকগুলি জাতীয় সমিতি জালের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যেই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক সমিতি সমাচার সংগ্রহ ও বিতরণের কেন্দ্রস্বরূপ কার্য্য কবিবে এবং জেনেভাতে সঙ্ঘের সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রাখিবে।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দপ্তর-খানার এই বিভাগই এই সমিতির দপ্তর-খানার কার্য্য করে।

কৃষ্টি-সহকারিতার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠানটী ফরাসী রাজসরকারকর্তৃক ১৯২৫ সনে সৃষ্টি লাভ করিয়া সঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীন হয়। প্যারি-নগরীতে ইহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। ইহা কৃষ্টি-সহকারিতা-সমিতির মীমাংসাগুলি প্রস্তুত ও কার্য্যে পরিণত করে। কৃষ্টি-সহকারিতা-সমিতি এই প্রতিষ্ঠানের শাসক।

প্রতিষ্ঠানটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। (সাহিত্যিক সম্পর্ক, কলা-



বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নব-গৃহ।

কৌশলবিষয়ে সম্পর্ক, আইন ও বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধ ও সমাচার)। প্রয়োজনমতে বিশারদের পরামর্শ লইয়া ইহা সমিতি নির্দ্দেশিত সমস্যাগুলির অনুসন্ধান করে। দপ্তরখানার ন্যায় ইহার কর্ম্মচারিবৃন্দ আন্তর্জাতিক।

ব্যক্তিগত আইন একীকরণ ও শিক্ষণীয় চলচ্চিত্রের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

সঙ্ঘের নির্দ্দেশ-অনুসারে ইটালীর রাজ-সরকার দ্বারা রোম নগরে আরও দুইটী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হইয়াছে। এই দুইটী ব্যক্তিগত আইন-একীকরণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায় চলচ্চিত্র-সম্বন্ধে পরিদর্শনের জন্য প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক-কৃষ্টিসহকারিতা-সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, কার্য্য করিবার জন্য শেষের প্রতিষ্ঠানটী ঈপ্সিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়মাণ বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ—জীবনীশক্তি পূর্ণ অঙ্গ।

সঙ্ঘ-যন্ত্রের প্রধান অংশগুলির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য-মূলক নীতি-বুদ্ধিগুলি উক্ত এবং বিধি-ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যাহা

হউক এই পর্য্যালোচনা এপর্য্যন্ত কাল্পনিক ও অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিশাল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ অবগতির জন্য ইহাকে উপযুক্ত আবেষ্টনে স্থাপিত করিতে হইবে; এবং জীবনী-শক্তিপূর্ণ অঙ্গরূপে দেখাইতে হইবে।

ক। আবেষ্টন।

নরনারী, যাঁহারা সঙ্ঘের কার্য্যে সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদিগকে জগতের সমস্ত অংশ ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিক স্তর হইতে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের চাকুরী কাহারও স্থায়ী, কাহারও বা অস্থায়ী। এই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ হইতে রাজনৈতিক, রাজনীতি-কুশলী, ধনী, সর্ব্বপ্রকার বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক, শিক্ষক, সংবাদপত্রের লেখক ও শ্রমজীবি-সম্প্রদায় এইখানে মিলিত হইয়াছেন।

ইউরোপ, আমেরিকা, প্রাচ্যদেশ, আফ্রিকাবাসী, ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন চিন্তা-অনুপ্রাণিত নরনারী একটী নগরীতে মিলিত হন। ইঁহারা পরস্পর-বিরোধী ধারণা ও মত সঙ্গে করিয়া আনেন। বিভিন্ন ভাষাবাদী, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া, সাহচর্য্য-সহায়ক সুবিধায় বঞ্চিত ইঁহারা প্রতিকূল-আদর্শ লইয়া আগমন করেন এবং সেই জন্য প্রথমতঃ অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন, যে তাঁহারা কেবলমাত্র নিজের দেশ ও নিজ রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। এইসকল বিভিন্ন ও অসঙ্গতি-বিশিষ্ট মানসিক গতিকে একনিষ্ঠতার সহিত ও কার্য্যকরী ভাবে সহযোগিতা-গ্রহণে প্রবৃত্ত করানই সঙ্ঘের সমস্যা।

এইসকল প্রতিকূল-আদর্শধারী মানবদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত-সম্বন্ধ দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইঁহাদের স্বার্থের ঐক্য ও জ্ঞান, পরস্পর আদান-প্রদান-রূপ শৃঙ্খলের যেন প্রথম বন্ধনী।

যাহার ভিতর সভাগুলির অধিবেশন হয়, সেই বাস্তব পারিপার্শ্বিক অবস্থাও প্রভাবশূন্য নহে। পল্লীর শোভা! সমস্ত ঐতিহাসিক অতীত জেনেভার নামে যেন প্রতিফলিত হইয়া উঠে! ক্ষুদ্র প্রদেশের সেই গৌরবময় সাধারণ-তন্ত্র!—যে সুইজারল্যাণ্ড, শান্তি ও স্বাধীনতা-প্রীতির জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির আদর্শস্বরূপ, জেনেভা তাহারই একটী ক্যান্টন্। সেই সেনক-সঙ্ঘের খ্যাতি,—যাহার পতাকা অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আহতদিগের প্রাণে আশার ঝাণ্ডা উড়াইয়াছে, ও ভীষণ সংগ্রামের সময়েও মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়াছে!—এইসমস্ত প্রভাব মনে গভীর চিন্তা, শান্তি ও অনুভূতির উদ্রেক করে এবং স্মরণ করাইয়া দেয় দানবীশক্তি সবসময়েই জগৎ শাসন করে না।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ অল্পদিনের হইলেও ইতিমধ্যেই ইহা গৌরবময় অতীত ও আভিজাত্যের অধিকারী। ক্রমশঃ সঙ্ঘ-প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া ইহার কার্য্যাবলীর ভিতর মিশ্রিত হইতেছে। প্রতিনিধিগণ সংস্কার-গৃহে (Salle de la Reformation) আসন গ্রহণ করিয়াই ইহার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া যান।

খ। ব্যবস্থাপক-সভা।

বিলাস-হীন সভাকক্ষটী সম্পূর্ণ অসজ্জিত। কোন অলঙ্কার সেখানে নাই। একটী সুবৃহৎ চতুষ্কোণ-কক্ষে প্রতিনিধিগণের জন্য স্কুল-ডেস্ক্ ও সাধারণ চেয়ার সজ্জিত। কক্ষের প্রান্তভাগে একটী মঞ্চের উপর সাধারণ টেবিল্; তাহার পশ্চাতে সভাপতির ডেস্ক্। মঞ্চের পার্শ্বে কর্ম্ম-সচিব, অনুবাদক ও সর্টহ্যাণ্ড্ লেখকদিগের বসিবার স্থান; কক্ষের চারি পাশ জুড়িয়া গ্যালারী, দর্শক ও সংবাদপত্র-সেবীদিগের জন্য।

বৈঠকের জন্য ভাড়া করা একটী সংলগ্ন হোটেল উপস্থিতমত প্রস্তুত একটী দরজার দ্বারা ব্যবস্থাপক-সভা-কক্ষের সহিত যুক্ত। সভাপতির অধীনতন ও দপ্তর-খানার কর্ম্মচারিবৃন্দকে এইখানে বাসস্থান দেওয়া হয়। ইহা হইতে বহুদূরে হ্রদের অপর পার্শ্বে স্থায়ী-দপ্তর-খানার গৃহ।

শীঘ্রই সঙ্ঘের যোগ্য একটী গৃহ নির্ম্মিত হইবে। সেখানে সুবিধার সহিত সঙ্ঘ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু সেই গৃহটী, যতই সৌন্দর্য্যময়, যতই সজ্জিত হউক না কেন, যাঁহারা সঙ্ঘের সহিত ইহার প্রারম্ভ হইতেই কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা, যেখানে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস-মিলিত আব্‌হাওয়ার ভিতর ব্যবস্থাপক-সভার প্রথম বৈঠক হইয়াছিল, সেই অসজ্জিত কক্ষটীকে ভুলিতে পারিবেন না।

১৯২৪সনে ব্রেজিল-বাসী ব্যবহারজ্ঞ মঁস্যিয়ে রাউল ফার্নাদেঁ (M. Raul Fernandes) নিম্নলিখিত বাক্যে ব্যবস্থাপক-সভার প্রাধান্য ও শক্যতা সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছেন।

"অবিচারকে নিন্দা করিতে, ষড়্‌যন্ত্র পূর্ব্ব হইতে ব্যর্থ করিতে, ন্যায্য অধিকারের স্বপক্ষে লোকমত প্রস্তুত করিতে, ব্যবস্থাপক-সভার মঞ্চের ন্যায়, কোন পুস্তক, কোন সংবাদপত্র ও কোন রাজনৈতিক কুশলপূর্ণ আদান-প্রদান মূল্যবান্ নহে। বক্তাকে সেখানে চুয়ান্নটী দেশকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিতে হইবে। তাহাদিগের উনপঞ্চাশ জন বিশেষ-প্রতিনিধিরূপে সেখানে আসীন; ও সাম্রাজ্যের তিন জন প্রধান কর্ত্তা এবং পনরটী বৈদেশিক সচিব সেখানে উপস্থিত। দুই শতের অধিক সংবাদপত্র-সেবী জেনেভা হইতে সমাচার, মন্তব্য ও আদর্শ সমস্ত সভ্য-জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং বহু শান্তি-পরিষৎ—বিশেষ করিয়া যুক্ত-রাজ্য হইতে প্রতিনিধি ও লেখক পাঠাইয়া-

ছিলেন। ব্যবস্থাপক-সভা-বিহিত সমাচার, পরিমাণ ও সদ্‌গুণের দিক্ দিয়া অতুলনীয়। প্রবল গণতন্ত্র-বিশিষ্ট-রাজ্যে, জনমতদ্বারা অনুষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত ক্ষমতা হইতে যেসমস্ত ফলের আশা করা যায়, ইহা সে সমস্তই আনিবে।

"ইহা-ব্যতীত ব্যবস্থাপক-সভা ক্ষুদ্র-দেশের রাজনীতিকগণকে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী প্রভাব-বিস্তারে সক্ষম করে। এই সক্ষমতা সঙ্ঘের ভিতর ব্যতীত অপর কোথাও সম্ভব নহে। যে বুদ্ধি, যে অভিজ্ঞতা ও চরিত্র কেবল বৃহৎ দেশেরই একচেটিয়া নহে, তাহা সংসদের কার্য্যে লাগাইবার জন্য ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রদিগকে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। প্রতিনিধিত্বে সাম্য রহিয়াছে, ভোটের অধিকারেও সাম্য পরিস্ফুট, সাম্যই পর্য্যালোচনার বৈশিষ্ট্য। পঞ্চান্নটী রাজ্য ইহার বিচারক —সমগ্র সভ্য-জগৎ ইহার শ্রোতৃমণ্ডলী।"

গ। মন্ত্রণা-সভা।

দুইটী উদাহরণ।

সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিধি-ব্যবস্থাগুলি মন্ত্রণা-সভার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উত্তমরূপে পর্য্যালোচিত হইতে পারিবে। এই যন্ত্রের নানা অংশের কার্য্যপদ্ধতি-সম্বন্ধে কিছু আভাস দিবার জন্য দুইটী সমস্যার কাল্পনিক বর্ণনা-বিশিষ্ট ধারার ভিতর দিয়া অনুসরণ করা হইবে।

প্রথমটী ধন-সংক্রান্ত সমস্যা, যাহা রাষ্ট্রদিগের ভিতর সহকারিতা আহ্বান করে। দ্বিতীয়টী দুইটী দেশের বিবাদে মধ্যস্থতা-সম্বন্ধীয়।

১। ধন-সংক্রান্ত সমস্যা।

প্রয়োগ ঃ

বহুদেশের মধ্যে একটী দেশ সংগ্রামে যন্ত্রণা-ভোগ করিয়াছে, তাহা অর্থের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে, ঋণ শোধ দিতে, এবং ইহাদের অধিবাসীদিগের পরিমিত রোজগারের আদর্শ নির্দ্দেশ করিতে বিশেষ কাঠিন্য অনুভব করিল, এবং ইহা সঙ্ঘের প্রধান-সচিবের সহায়তায়, সঙ্ঘের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিল।

দপ্তর-খানার কার্য্য ঃ

মন্ত্রণা-সভার অনুমতি লইয়া এই প্রশ্ন উপযুক্ত সমিতির হস্তে ন্যস্ত হইল এবং প্রধানকর্ম্মসচিব ধন-বিভাগকে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহের আদেশ দিলেন। এই বিভাগ কার্য্য আরম্ভ করিল এবং ধন-সংক্রান্ত সমিতির বিশেষ সভ্যগণ, দপ্তরখানার এই উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত সভ্যদের সহায়তা গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করেন। ইহা কয়েক মাস ধরিয়া চলিতে পারে। অবশেষে তাঁহারা ধনসমিতির নিকট একটী বিবরণী দাখিল করিলেন।

ধনসংক্রান্ত সমিতি ঃ

মন্ত্রণাসভার বৈঠকের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই সমিতির অধিবেশন হইল। সেই বিবরণী-অনুযায়ী সমিতির সেই অনুরোধের সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়া মন্ত্রণা-সভার বিবেচনার জন্য, নিজ বিবরণী প্রস্তুত করিল। সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিনিধি, ইহার মধ্যে সমিতি, দপ্তরখানা, এবং

মন্ত্রণাসভার সভ্যদিগের সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাকেন এবং নিজ দেশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার সমস্ত সুযোগ প্রাপ্ত হন।

মন্ত্রণাসভার অধিবেশন।

এই সমাচারের ভিত্তিতে মন্ত্রণাসভা সাধারণ-অধিবেশনে আবেদনটি বিবেচনা করে। সুবৃহৎ কক্ষটি প্রায় দুইশত দর্শক ও সংবাদপত্রসেবীতে পরিপূর্ণ। বৃহৎ টেবিলের চারিপাশে অশ্বখুরাকারে মন্ত্রণাসভা উপবিষ্ট। বামপার্শ্বে প্রধান-কর্ম্মসচিবকে লইয়া মধ্যভাগে সভাপতি বিদ্যমান। সঙ্ঘের আবেদনকারী দেশের প্রতিনিধি মন্ত্রণাসভার সভ্য-হিসাবে উপবিষ্ট। ধন-সংক্রান্ত সমিতির সভাপতিও উপস্থিত।

মন্ত্রণা-সভার নিযুক্ত "র্যাপোর্‌তুর্‌" প্রশ্নটি উপস্থিত করেন। তিনি, ধন-সমিতি যে মীমাংসায় উন্নীত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। ধন-সমিতি কতিপয় বিধি-ব্যবস্থাসম্বন্ধে মন্ত্রণা দেন। এই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র, তাহা প্রয়োগে নিজদেশে আয়-ব্যয়ের হিসাবের সমতুলাতা, প্রচলিত মুদ্রা-সম্বন্ধীয় স্থায়িত্ব এবং ঘরে-বাহিরের বাজার-সম্ভ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। র্যাপোর্‌তুর্‌ মন্ত্রণাসভায় ধন-বিশারদদিগের মীমাংসা গ্রহণের প্রস্তাব করেন এবং সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তাঁহার রাজ্যের পক্ষ হইতে, এই কার্য্যসূচী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না।

ধনসংক্রান্ত অবস্থা-পুনর্গঠনের জন্য সূচী-নিহিত কার্য্যের সম্পাদন।

ঐ রাজ্য ইহার নিকট প্রেরিত কার্য্য-সূচী গ্রহণ করিলে এবং

তদনুযায়ী আইন-প্রবর্ত্তনে কৃতকার্য্য হইলে, এই গৃহীত কার্য্যসূচী সঙ্ঘের সহিত গভীর চুক্তিরূপে পরিণত হয়। দুই পক্ষের সুবিধার্থে এই সকল চুক্তির নির্ব্বাহ পর্য্যবেক্ষণের জন্য, কোনও ব্যক্তি বা বৈঠক নিযুক্ত করা সময়ে সময়ে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, যেসকল সাম্রাজ্য সঙ্ঘের নিকট এইরূপে আবেদন করিয়াছেন এবং সঙ্ঘের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধনসংক্রান্ত অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বাজার-সম্ভ্রম পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং যেসকল ধনসংক্রান্ত-বাজার সঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাদের কার্য্যদক্ষতার উপর বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকটে আবশ্যকীয় ঋণ পাইয়া, যেসকল বিপদ্ একসময়ে দুস্তর বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা হইতে রক্ষালাভ করিয়াছেন।

জেনেভার বিধি-ব্যবস্থা :

সঙ্ঘের কার্য্যে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা এই উদাহরণে যথেষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছে। খাঁটী সমাচারের নিরপেক্ষ সংগ্রহ, উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতদিগের পরামর্শ ও নির্দ্দিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া দুর্গত জাতিকে সাহায্য-দানে উৎসুক গোষ্ঠীদ্বারা সাধারণ পর্য্যালোচনা, ইহার প্রমাণ দিতেছে।

এইরূপ বিষয়ে উন্মুক্ত বিরোধের সম্ভাবনা নাই। আজকাল কোনও সভ্যজাতি, অপরকে হৃতসর্ব্বস্ব ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেখিতে চায় না। কিন্তু মন্ত্রণা-সভার সমক্ষে বিবাদ-সম্পর্কিত সমস্যা আনয়ন করিবার বিধি ও যে ভাবে মন্ত্রণাসভা সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহা কঠিন সমস্যার অবতারণা করে।

২। বিবাদ।

প্রথমাবস্থা।

কল্পনা করা যাক যে, দুইটী শক্তির ভিতর সাংঘাতিক কলহের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্ভবতঃ সীমান্ত প্রদেশ ভাল করিয়া নির্ণীত হয় নাই অথবা তাহার নির্ণয় গৃহীত হয় নাই। কূট-নীতির আদান-প্রদান বহুদিন চলিয়া বন্ধ হইয়াছে। হঠাৎ একটী বিষম ঘটনা অগ্নি জ্বালিবার সূচনা করিল। উভয় দেশের অধিবাসী বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষভাবে সেই সময় আসিতেছে, যখন 'আগ্নেয়াস্ত্রগুলি অনল-বর্ষণ করিবে'। পুরান রীতি-অনুযায়ী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

চুক্তির প্রয়োগ।

সঙ্ঘের সভ্যগণ একমত হইয়াছেন যে "বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সেই বিষয়টী মধ্যস্থতার জন্য কিংবা আইনদ্বারা মীমাংসা বা মন্ত্রণা-সভার অনুসন্ধানের জন্য দাখিল করিবেন।" তাঁহারা আরও চুক্তি করিয়াছেন যে, "মধ্যস্থদিগের বা আইনজ্ঞদিগের মীমাংসা কিংবা মন্ত্রণাসভার বিবরণীর পরে, তিনমাস না অতীত হইলে, তাঁহারা যুদ্ধের সাহায্য লইবেন না।"

সুতরাং কোন রাষ্ট্র-সভ্য, সঙ্ঘে কলহবিষয় না দাখিল করিয়া যুদ্ধের সাহায্য লইলে তাঁহার পক্ষে চুক্তিভঙ্গ হইবে। এবং তাঁহার বিষয়ে ১৬নং সর্ত্ত প্রয়োগ করা সুগম হইবে। যাহা অনুযায়ী বাধকতার অর্থনৈতিক বিধি ও প্রয়োজন মতে, শক্তি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত সঙ্ঘ নিজের পক্ষ হইতেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এবং ১১নং সর্ত্ত-বলে প্রধান কর্ম্মসচিব, সঙ্ঘের কোন সভ্যের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

জেনেভাতে আবেদন।

কল্পনা করা যাক্, যে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের একটী, চুক্তির ১৫নং সর্ত্ত-অনুসারে, সঙ্ঘের নিকট কলহ-বিষয় দাখিল করিয়াছে। দপ্তর-খানাকে বিজ্ঞাপিত করা হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণাসভার সভাপতির সংস্পর্শে আসে এবং সভাপতি বিবাদী সাম্রাজ্য-দুটীকে যত শীঘ্র সম্ভব জ্ঞাত করেন যে, বিষয়টি মন্ত্রণাসভায় সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত এরূপ কখনও হয় নাই যে, কোনও সাম্রাজ্য মন্ত্রণাসভার সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ পাইয়াও আসেন নাই।

প্রয়োজন হইলে অবিলম্বে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং যে সভাগুলিতে ঐ প্রশ্ন পর্য্যালোচিত হইবে তাহাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যদ্বয়কে প্রতিনিধি পাঠাইতে নিমন্ত্রণ করা হয়। কলহরতদের একটী রাষ্ট্রসভ্য হইলে, অপরটি মন্ত্রণাসভায় কলহ বিষয় দাখিল করিতে সম্মত হইলে, তিনিও রাষ্ট্রসভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

মন্ত্রণাসভার কার্য্য।

দপ্তরখানার রাজনীতিক বিভাগ এই সমস্যার অনুশীলন করেন। প্রয়োজন হইলে, মন্ত্রণাসভা ঐ দেশদুইটার সাময়িক সম্মতি লাভ করিয়া সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সেই স্থানে গিয়া অবস্থা-নির্ণয়ের জন্য বৈঠক-সভ্যদিগকে প্রেরণ করে। অনুসন্ধান শেষ হইলে মন্ত্রণা-সভা একই ভাবে উপবেশন করেন ও বিষয় উত্থাপনের জন্য একটী র‍্যাপোর্তুর্ নিযুক্ত করেন।

যখন দুইপক্ষে মত-দ্বৈত উপস্থিত হয়; উভয়েই আপনাপন যুক্তিকে ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। মন্ত্রণা-সভা এইরূপ দুইটী সাম্রাজ্যের ভিতর মতের ঐক্য আনিতে পারিলেই বলিতে হইবে, ইহা সমস্যার উত্তম

মীমাংসাই করিয়াছে। এইরূপ মতের ঐক্য সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রণা-সভা সংখ্যা-বহুলতা বা সর্ব্বসম্মতি-সমর্থনে গৃহীত (বিবাদী কোন পক্ষই ভোট দিবার অধিকারী নহে) বিবরণী প্রকাশ করেন—তাহাতে যেসকল মীমাংসা তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা থাকে।

সর্ব্বসম্মত মীমাংসা।

মীমাংসা সর্ব্বসম্মত হইলে, কোনও দেশ তাহাকে অস্বীকার করিয়া সংগ্রামের শরণ লইলে, তাহার পক্ষে সমগ্র সঙ্ঘের সভ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করা হইবে। সঙ্ঘের সভ্যবর্গ ইহার সহিত ব্যবসা ও ধনসংক্রান্ত সম্বন্ধ ছেদন করিবেন এবং নিজ নিজ অধিবাসীদের সহিত চুক্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সমস্ত আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিবেন। এবং সঙ্ঘের চুক্তি-সংরক্ষণকল্পে ব্যবহারযোগ্য সশস্ত্র সেনানীর জন্য সঙ্ঘের সভ্যগণ প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে কতটা সামরিক, নৌবিভাগীয় ও বৈমানিক শক্তি দিতে পারিবেন, তাহা সমুদায় সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যকে জ্ঞাত করা মন্ত্রণা-সভার কর্ত্তব্য।

এখানে এই বিষয়ে সঙ্ঘ যুদ্ধের সাংঘাতিক ফল রোধ করিবার জন্য যুদ্ধাভিযান সম্ভব কিনা চিন্তা করিতেছেন। সংগ্রামকল্পী জাতীয় দল-পতিদিগের উপর এই ভয় প্রদর্শন কিরূপ ফলদায়ী, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে।

সংখ্যাবাহুল্যের দ্বারা মীমাংসা।

মীমাংসা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইলে, সঙ্ঘের সভ্যগণ অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গতি বজায় রাখিবার জন্য যেসকল কার্য্য তাঁহাদিগের বিবেচনায় প্রয়োজনীয়, তাহা সম্পাদনের দাবী রাখেন। এইরূপ আকস্মিক ব্যাপারেও

কলহ-সংশ্লিষ্ট দেশসমুদায় মন্ত্রণা-সভার বিবরণী-প্রকাশের পরে, তিনমাস গত না হইলে কোনও ক্রমেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে না।

ভবিষ্যৎ এবং অতীত।

ভবিষ্যতে দেখা যাইবে, সঙ্ঘ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিধি-ব্যবস্থাবলী মানুষের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং জাতিদিগের কঠিন সমস্যার সময়ে যখন প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান, মধ্যস্থতা ও আইনের মীমাংসাগুলি অপ্রযোজ্য ও বিফল বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন ইহা সমস্যা-সমাধানে কতটা কার্য্যকরী ও স্বাভাবিক পদ্ধতিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইতিহাস পুনর্ব্বার লিখিবার উচ্চাশা প্রকাশ না করিয়া, ইহা আলোচনার যোগ্য যে, সঙ্ঘ উপস্থিত থাকিলে এবং অল্প গুরুতর বিষয় মীমাংসা করিয়া ইহা যে রক্তপাত-রোধ ও জগতে শান্তিরক্ষণ করিবার কার্য্যকরী অস্ত্র, এইরূপ প্রমাণিত হইলে, ১৯১৪ সনের ব্যাপার কোন দিকে গড়াইত!

তৃতীয় খণ্ড।

স্বাধীন সম্প্রদায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ—স্থায়ী-আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

ক—উৎপত্তি।

হেগের সালিসি বিচারালয়।

রাষ্ট্রদিগের মধ্যে বিবাদ-নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়-সৃষ্টির মতলব নূতন নয়। অতীতের মধ্যে বেশী দূর না গিয়াই ইহা স্মরণে আনিতে পারা যায়, বহু পূর্ব্বে ১৮৯৯ অব্দে দ্বিতীয় জার নিকোলাসের প্রস্তাবে হেগে একটি 'বৈঠক' বসিয়াছিল। ইহা শান্তিপ্রিয় নরনারীর মনে আশার স্বপ্ন জাগাইয়াছিল। এইরূপে হেগের সালিসি বিচারালয়ের উৎপত্তি। ইহা সমস্ত ঐতিহাসিক পাঠ্য পুস্তকেই বিবৃত আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে এই বিচারালয় আন্তর্জাতিক সালিসি জ্ঞানের বিস্তৃতি গঠন করিয়া শান্তির গৌরব বাড়াইয়াছে।

যেসকল গোষ্ঠীর বিষয় এখানে আমরা আলোচনা করিতেছি তাহা বৈশিষ্ট্যে হেগ্ বিচারালয় হইতে বিভিন্ন হইলেও ইহাকে ছাড়াইয়া যায় নাই। সাম্রাজ্যগুলি নিজের ইচ্ছানুসারে বিবাদ-মীমাংসার ভার এই বিচারালয়ের কিংবা নিজ নির্ব্বাচিত অপর কোনও বিচারকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করিতে পারেন।

চুক্তির ১৪নং সর্ত্ত।

চুক্তির ১৪নং সর্ত্তে স্থায়ী-আন্তর্জাতিক-বিচারালয়ের গঠনপ্রণালী বর্ত্তমান।

এই সর্ত্তানুসারে স্থায়ী আন্তর্জাতিক-বিচারালয়-স্থাপনার জন্য মন্ত্রণা-সভা একটি আদর্শ প্রস্তুত করিয়া সঙ্ঘের সভ্যদিগের নিকট তাহা গ্রহণের জন্য দাখিল করিবেন। আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে কোন কলহ বিবাদী-পক্ষগণদ্বারা ইহার নিকট দাখিল করা হইবে। বিচারালয় তৎ-সম্বন্ধে শ্রবণ ও নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবে। মন্ত্রণা-সভা বা ব্যবস্থাপক সভা ইহার নিকট কোনও বিবাদ বা প্রশ্ন পাঠাইলে, বিচারালয় সে বিষয়েও পরামর্শ দান করিতে পারেন।

বিচারালয়ের গঠনপ্রণালী

মন্ত্রণা-সভা, আন্তর্জাতিক গঠনপ্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য অবিলম্বে বিভিন্নজাতীয় দশটী সুশিক্ষিত ব্যবহার-নবীশ নিযুক্ত করেন, তাহা মন্ত্রণা-সভাতে ১৯২০ সনের শরৎকালে দাখিল হয়। মন্ত্রণা-সভা তাহার কিছু সংশোধন করিয়া ব্যবস্থাপক-সভার নিকট তাহা প্রেরণ করেন। এই সভা ঐ গঠনপ্রণালী ও বিচারালয়ের 'বিশেষবিধি' (Statute of the Court) ১৯২০ সনের ১৩ই ডিসেম্বর অনুমোদন করেন। সেই সময়ে ইহা লিখিত হয় যে ঐ বিশেষবিধি সঙ্ঘে সভ্যগণের সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা অনুমোদিত না হইলে আইনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

সুতরাং স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এই বিশেষবিধি, বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ব্যবস্থাপক-সভার অনুমোদন পাইয়া বিশেষ সন্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রায় চল্লিশটি রাষ্ট্র এই বিশেষ সন্ধি মানিয়া চলেন।

১৯২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এই বিশেষবিধি যথেষ্টসংখ্যক সাম্রাজ্য-

দ্বারা অনুমোদিত হওয়াতে, বিচারকবর্গ নির্ব্বাচিত হইলেন। এবং ১৯২২ সনের জানুয়ারী মাসে এই বিচারালয়ের প্রথম বৈঠক বসে এবং কার্য্যপদ্ধতির নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয়।

খ। গোষ্ঠীবদ্ধতা।

গঠন:

হেগের শান্তি-প্রাসাদে স্থায়ী-আন্তর্জাতিক-বিচারালয়ের অধিবেশন হয়। এই প্রাসাদটি মিঃ এ্যানড্রু কারনেগী ও কতিপয় রাজ্যদত্ত অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে পনরজন বিচারক ও চারিজন সহকারী বিচারক আছেন।

কলহ-মীমাংসাকালে বিবাদী পক্ষের জাতি-অনুযায়ী যদি কোন বিচারক বিচারালয়ে বিদ্যমান না থাকেন, তাহা হইলে প্রতিপক্ষ একজন করিয়া বিচারক নির্দ্দেশ কিংবা নির্ব্বাচন করিতে পারেন।

বিশেষবিধির সর্ত্ত-অনুসারে, স্থায়ী-আন্তর্জাতিক-বিচারালয়, একটী স্বাধীন বিচারকমণ্ডলী। জাতির দিকে লক্ষ্য না দিয়া, সুচরিত্র ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করা হয়। যে গুণাবলী নিজ নিজ দেশে আইনের উচ্চতম পদে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রয়োজন হয়, ইঁহারা সেইসকল গুণের অধিকারী। কিংবা ইহাঁরা আন্তর্জাতিক আইন-সম্বন্ধে কৃতিত্বপূর্ণ বিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ।

১৯২১ সন হইতে নিম্নলিখিত দেশসমূহ হইতে বিচারকবর্গ নিযুক্ত হইয়াছেন। বেল্‌জিয়ম, চীন, কোলাম্বিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, গ্রেট্‌ব্রীট্‌ন, ইটালী, জাপান, নেদারল্যাণ্ড্‌স্‌, পোল্যাণ্ড্‌, রুম্যানিয়া, স্যাল্‌ভাডোর, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড্‌ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য। *

---

* সহকারী-বিচারক—অষ্ট্রিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড্‌, পর্ত্তুগ্যাল্‌ ও যুগোস্লাভিয়া হইতে নিযুক্ত।

সুতরাং এই বিচারালয়ে বিভিন্ন-আইন-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত আছেন। বিভিন্ন জাতির আইনপ্রণালীতে ইঁহারা অভিজ্ঞ।

বিচারক নির্ব্বাচন ঃ

বিচারকবর্গ নয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং পুনর্নির্ব্বাচিতও হইতে পারেন। রাজনৈতিক প্রভাবের প্রচেষ্টা-প্রতিরোধকল্পে প্রবর্ত্তিত বিধান-অনুযায়ী প্রস্তাবিত পদপ্রার্থীদের মধ্য হইতে তাঁহারা মনোনীত হন। প্রত্যেক দেশে বর্ত্তমান স্বাধীন ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ-মণ্ডলের দ্বারা পদপ্রার্থিগণ মনোনীত হন। ইহাছাড়া প্রধানতম বিচারলয়, আইনের স্কুল ও ফ্যাকালটি ও আইনসম্বন্ধীয় বিদ্যালয়গুলির পরামর্শ এ বিষয়ে গ্রহণ করা হয়।

এইরূপে পদপ্রার্থীদের তালিকানুযায়ী ব্যবস্থাপক-সভা ও মন্ত্রণা-সভা ভিন্নভাবে নির্ব্বাচনে মনঃসংযোগ করেন। নির্ব্বাচিত হইতে হইলে, পদপ্রার্থীকে মন্ত্রণা-সভা ও ব্যবস্থাপক-সভার সংখ্যাবাহুল্যদ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। নির্ব্বাচনের এইরূপ বিধি জটিল হইলেও, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র দেশগুলির স্বার্থরক্ষাকল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (বৃহৎ দেশ, স্থায়ী ভাবে মন্ত্রণা-সভাতে উপস্থিত থাকেন)।

বিচারালয় তিন বৎসরের জন্য সভাপতি ও সহকারি-সভাপতি-নির্ব্বাচন এবং নিজের রেজিষ্ট্রার ও ডেপুটি রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করেন। সভাপতি এবং রেজিষ্ট্রার হেগে বাস করেন।

বিচারালয়ের সহকারিগণ ঃ

শ্রমজীবিসম্বন্ধীয় সমস্যায় বিচারকবর্গ চারিটি বিশদবিদ্-সহকারীর সাহায্য পাইয়া থাকেন। এই সহকারীদিগের ভোট্ দিবার অধিকার নাই। প্রতিযোগী স্বার্থের ন্যায়সঙ্গত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা মনোনীত হইয়া থাকেন।

বহন-সৌকর্য্য এবং আদান-প্রদান ব্যাপারে ও বিভিন্নপক্ষ ইচ্ছা করিলে বিচারালয়ের অনুমতিতে, এই একই বিধান প্রযোজ্য।

স্থায়িত্ব ঃ

বিচারালয়ের সরকারী আখ্যায় উক্ত "স্থায়ী" কথাটি বিশেষ করিয়া প্রয়োজনীয়। ইহা সালিসি বিচারক-মণ্ডলীর মত নহে, যে, যে-অবস্থাতে ইহার জন্ম সেই অবস্থার অন্তর্ধানের সঙ্গেই অন্তর্হিত হইবে! ইহা ন্যায়বিচারের আদালত, যাহাতে বিভিন্ন পক্ষ সর্ব্ব সময়েই আবেদন করিতে পারেন। ইহাতে পেশাদার বিচারক দীর্ঘ কালের জন্য নিযুক্ত হয়েন এবং যে বিচারক ইহার সভাপতি, তিনি ইহার আয়ত্তাধীনে স্থায়ীভাবে হেগবাসী হন। প্রতিবৎসর ১৫ই জুন বিচারালয় সাধারণ বৈঠক বসান। কিন্তু অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন হইলেই সভা আহূত হইতে পারে। আট বৎসরে ইহার আঠারটি অধিবেশন হইয়াছে। ইহা উদ্দেশ্যগত পদ্ধতি কিংবা অনির্দ্ধারিত আইন প্রয়োগ করে না। এই স্থায়িত্ব ও স্থিতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রত্যক্ষভাবে বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইবে যদি ১৯২৯ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবমত ছুটীর অল্প কয়দিন ছাড়া সব সময়েই স্থায়ীভাবে সভার অধিবেশন হয়।

গ। কার্য্যাবলী

বিচারালয়ের কার্য্য দুই প্রকার—মন্ত্রণা ও বিচার সম্বন্ধীয়—

মন্ত্রণা কার্য্য ঃ

চুক্তির ১৪ নং নিয়মানুসারে অনুরুদ্ধ হইলে বিচারালয়, ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভাতে, নিজ মত ব্যক্ত করেন। বিচারের রায়ের ন্যায় এইমত পালনীয় নহে।

বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী।

এই বিচারালয়ে বিভিন্ন পক্ষের মোকদ্দমা দাখিল করিবার ইচ্ছার উপর ইহার এলেকার প্রসারতা নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই ইচ্ছা প্রকাশ করা যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে বিবাদ উপস্থিত হইলে, বিচারালয়ের মীমাংসা অবশ্যপালনীয় হয়। অপরপক্ষে কলহ সূচিত হইলে, কেবলমাত্র প্রয়োজনমতে বিভিন্ন পক্ষের ইচ্ছা প্রকাশিত হইতে পারে।

সুতরাং যখন বিভিন্ন পক্ষ একমত হইয়া চুক্তি করেন, তাহাদিগের কলহ এই বিচারালয়ে উপস্থিত করিবেন, তখনই বিচারালয়ের অধিকার বাধ্যতামূলক হয়। উদাহরণস্বরূপ—সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়, অর্পিতক্ষমতা-সংক্রান্ত বিষয়, শ্রমশিল্পি-সম্প্রদায়, বহন-সৌকর্য্য ও আদান-প্রদান-সম্পর্কিত কলহবিষয়ে, এইরূপ ঘটিয়া থাকে। (শেষের দুইটী আকস্মিক কার্য্যের জন্য বিশেষজ্ঞ সহকারী বিচারকের সাহায্য দরকার হয়—ইহা আমরা দেখিয়াছি)।

বিচারালয়ে বিশেষবিধির ভিতর "ইচ্ছাধীন সর্ত্তের" বিশেষত্বের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। যেসকল সাম্রাজ্য ঐ সর্ত্ত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি-সম্বন্ধে কোনও আইনগত বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বিচারালয়ে তাহা দাখিল করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক) সন্ধির ব্যাখ্যা।

(খ) আন্তর্জাতিক আইনসম্বন্ধে প্রশ্ন।

(গ) এরূপ কোন তথ্য, যাহার স্থিতিতে আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্য ভঙ্গ হইতে পারে।



কৃষি-সহকারিতা-সমিতি।

(ঘ) আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্যভঙ্গের জন্য দেয় প্রতিবিধানের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

বিচারালয়ের মীমাংসার ভিত্তি-আইন।

আইন-অনুযায়ী এবং বস্তুতঃ বিচারালয় সক্ষম। এখনও পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। তাহা হইলে বিচারকমণ্ডলী কোন্ আইন প্রয়োগ করেন? সেগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি—ইহা বিবাদি-পক্ষদিগের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পালিত নিয়ম প্রবর্ত্তিত করে। সাধারণ চলিত বিধিগুলি, কিরূপ ভাবে গ্রাহ্য হয়, তাহার সাক্ষ্য-স্বরূপ আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি, সভ্যজগতে প্রচলিত আইনের সাধারণ নীতি, এবং কিয়ৎ অংশ বর্জ্জন করিয়া বিচারকদিগের অনুজ্ঞা আইনস্বরূপ গৃহীত হয়।

বিচারালয়ের প্রত্যেক মীমাংসা কেবলমাত্র সেই বিষয়েরই নিষ্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় এবং ভবিষ্যতে ইহা নজিররূপে প্রযোজ্য হয় না। ইহা সত্ত্বেও বিচারের রায় ও অভিমতগুলি একটি মামলা-আইনের সমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহা হইতেই বিধিবদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন গঠিত হইয়া উঠিবে।

কাহারা বিচার প্রার্থনা করিতে পারেন?

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, পরামর্শ উদ্দেশ্যে, বিচারালয় সঙ্ঘের ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার জন্য উন্মুক্ত।

যেসকল সর্ত্তে বিচারালয় রাষ্ট্রগণের নিকট উন্মুক্ত, সেগুলি বিশেষ-

বিধি-অনুসারে, সঙ্ঘের মন্ত্রণা-সভাদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ১৯২২ সনে মন্ত্রণাসভা-গৃহীত প্রস্তাবে এই সর্ত্তগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে যে দেশ এই বিচারালয়ের আজ্ঞাকে শ্রদ্ধা করে, ইহা তাহার নিকটই উন্মুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষৎ।

ক। উৎপত্তি।

ইহার অগ্রদূতমণ্ডলী।

শ্রমিকদিগের ফলদায়ী আন্তর্জাতিক সংরক্ষণের পরিকল্পনা একেবারেই নূতন নহে। যাহা হউক, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন যন্ত্রগৌরবে শ্রমশিল্পের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, এই পরিকল্পনা তাহাপেক্ষা অতীতের নহে। কিন্তু ১৯০০সনে প্যারী নগরীতে শ্রমশিল্পীদের আইন-ঘটিত সংরক্ষণহেতু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়; এবং ১৯০৬ ও ১৯১৩ সনে বার্ণে ইহার দুইটি সরকারী অধিবেশন বসে, তাহাতে আন্তর্জাতিক চুক্তির লিপি প্রস্তুত হয়।

অন্যগুলির মত ইহার ভিতরও যুদ্ধের দারুণ সংঘর্ষ এরূপ পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল যে, যুদ্ধশেষে একটী নূতন ইমারত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতে হইয়াছে; এবং তাহার ভিত্তি শান্তি-সন্ধির ভিতর অবস্থান করিতেছে।

যুদ্ধের সামাজিক ফল।

যুদ্ধ কেবলমাত্র সীমান্ত-প্রদেশের পরিবর্ত্তন ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার রূপান্তর করে নাই ; ইহা দারুণ সামাজিক অশান্তিরও সৃষ্টি করিয়াছে। চার বৎসর ধরিয়া জীবনের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ হইয়াছিল। সমস্ত অবস্থার লোক একই বিপদের ভয়ে একত্রিত হইয়াছে। অসংখ্য ব্যক্তি দৈনিক কার্য্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, নিজ রাজ্যের বহুল চেষ্টা সত্ত্বেও সপরিবারে ভীষণ আর্থিক দুর্গতি ভোগ করিয়াছে। ১৯১৭ সনে তারতম্য-বিশিষ্ট গভীরতার সহিত প্রত্যেক দেশে যেসকল বিদ্রোহসূচক শোভা-যাত্রা হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। যখন শান্তি সংসাধিত হইতেছে সেই সময়ে এইসকল অসন্তোষের সূচনা উপেক্ষা করা অসাধারণ বুদ্ধি-হীনতার কার্য্য হইত, এবং শ্রমশিল্পিজগৎকে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও বিশ্বাসঘাতক দলপতির প্রবঞ্চনাপূর্ণ ইঙ্গিতের অধীন করিতে পারিত।

ইহা অকৃতজ্ঞতার কার্য্যও হইত। সমগ্র যুধ্যমান দেশে যেসকল শ্রমজীবীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাতে রাখা হইয়াছিল, যুধ্যমান জাতির বিপুল চাহিদা মিটাইবার জন্য দারুণ পরিশ্রমকল্পে আহ্বান মাত্রেই তাহারা সাড়া দিয়াছে। সেই দুর্য্যোগে বহু শ্রমিক তত্ত্বাবধানবিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, বিপদাপদ্-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া, ইহার দোষগুলি অবধারণ করিয়া, তাহার ত্রুটি-সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিল। একতার অনুভূতি এবং সহকারিতার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে জ্ঞান অনেকের মনের ভিতর বিকশিত হইয়া, কতিপয় শ্রমশিল্পিসম্প্রদায়কে বিদ্রোহ অপেক্ষা সংস্কারের দিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

রাজ্যগুলি এই অবস্থা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই ১৯১৯ সনে বার্ণে শ্রমিকসঙ্ঘের বৈঠকেই তাহার অভিব্যক্তি

হয়। নিয়োগকারী ও নিযুক্তদিগের সহকারিতার ভিত্তিতে গঠিত একটী আন্তর্জাতিক সামাজিক নীতি অবধারিত হইল।

শান্তি ঃ

নীতি এখন কার্য্যগত করিতে হইবে। ১৯১৯ সনে ২৫শে জানুয়ারী এই সভাতে, শান্তি-বৈঠক আন্তর্জাতিক শ্রম-সংক্রান্ত আইনের ভবিষ্যৎ পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটী বৈঠক নিযুক্ত করেন; এবং ইহাকে পরামর্শ দেন যে, "ইঁহারা আন্তর্জাতিক দিক্ দিয়া নিয়োগের অবস্থা নিরূপণ করিবেন; এবং যেসকল বিষয় নিয়োগ প্রভাবিত করে, সেইসকল বিষয়-সম্ভূত কার্য্যে একতা-সংগ্রহের উপযোগী উপায় বিবেচনা করিবেন ও বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের সহযোগিতায় ও ইহার পরামর্শ-অনুসারে এই অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা চালাইবার জন্য একটী স্থায়ী প্রতিনিধি-মণ্ডলীর গঠন-পদ্ধতির বিষয় ব্যক্ত করিবেন।"

এই বৈঠকে পনরটী সভ্য ছিলেন। সমগ্র-জগদ্ব্যাপী পণ্য-স্বার্থপূর্ণ রাজ্যের দুইটী করিয়া এবং "বিশেষ স্বার্থপূর্ণ" সমস্ত জাতির জন্য পাঁচটী প্রতিনিধি সভ্য থাকেন। ইঁহাদিগের সহিত বিশেষতথ্য-সম্বন্ধে পরামর্শ-দাতাগণও ছিলেন।

শ্রমিক অধিকার-পত্র ঃ

বৈঠকের কার্য্যফল দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। স্থায়ী আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আইন-সম্প্রদায়, যাহাকে পরে আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষৎ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহার গঠনলিপি এবং নীতি-ঘোষণার পর্য্যায়গুলি।

এই সকল দলিল লইয়াই ভার্সাই-সন্ধির ত্রয়োদশ খণ্ড পূর্ণ। এই-গুলির প্রায় সমস্তই যুধ্যমান জাতির ভিতর সন্ধিস্থাপনকালে পুনরাবৃত্ত

হইয়াছে। ইহার ভূমিকা প্রায়ই শ্রমিক-অধিকারপত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

ভূমিকা ঃ

যেহেতু বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপন করা, এবং এইরূপ শান্তি কেবলমাত্র সামাজিক ন্যায়সঙ্গতির ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইতে পারে ;

এবং যেহেতু শ্রমিকের উপস্থিত অবস্থা এরূপ সঙ্কটময় যে, তদ্দ্বারা বহুলোক অবিচার, ক্লেশ ও দুর্গতি ভোগ করিতেছে। ইহাতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়াতে জগতের সঙ্গতি ও শান্তি বিপদ্‌গ্রস্ত। এই সকল অবস্থার উন্নতি করা বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ অধিকতম-ভাবে কার্য্যদিবস ও সপ্তাহগুলি স্থির করিয়া, কার্য্যঘণ্টাসম্বন্ধে ও শ্রমিক সরবরাহ-সম্বন্ধে আইন-প্রবর্ত্তন, বেকার সমস্যার সমাধান, প্রাণধারণোপ-যুক্ত রোজগারের অনুষ্ঠান, নিয়োগ-গত ব্যাধি ও আঘাত হইতে সংরক্ষণ, যুবজন, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের রক্ষা, বার্দ্ধক্যের অক্ষমতা ও আঘাতের জন্য অর্থব্যবস্থা, বিদেশে কার্য্যরত দেশান্তর্জাত-শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণ। সম্মেলনবিষয়ে স্বাধীনতা-নীতির স্বীকৃতি, ব্যবসা ও যন্ত্রশিল্পগত শিক্ষা ও ব্যবস্থার অনুষ্ঠান।

যেহেতু শ্রমিকসম্বন্ধে কল্যাণ-জনক অবস্থার প্রবর্ত্তনে কোন জাতির অকৃতকার্য্যতা অপর জাতিসমূহ, যাঁহারা নিজ দেশের অবস্থা উন্নত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে বাধা দেয় ;

এই শ্রেষ্ঠচুক্তিকারি-সম্প্রদায় মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের দ্বারা বিচলিত হইয়া, পৃথিবীতে চিরন্তন শান্তিপ্রতিষ্ঠা-কল্পে নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত হইলেন।

"নিম্নলিখিত" অর্থে—আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষৎ।

নয়টী লক্ষণ।

ইহা পর্য্যালোচনা এবং ইহার কার্য্য-পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, যে নয়টী লক্ষণ ঘোষণাটীকে সম্পূর্ণ করিয়াছে, সেগুলি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। এগুলি নীতি এবং বিধির সমষ্টি। শ্রেষ্ঠ চুক্তিকারি-সম্প্রদায়ের মতে ইহার প্রয়োজন গভীর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

১। শ্রমিকবর্গ কেবলমাত্র পণ্য বলিয়া গণ্য হইবে না—ইহা পথ-প্রদর্শক নীতি।

২। আইনগত সমস্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিয়োগকারী ও নিযুক্তদিগের গোষ্ঠীবদ্ধতার অধিকার।

৩। দেশ ও কাল অনুযায়ী জীবনের প্রয়োজনীয় ধারা বিচার করিয়া, সেই পরিমাণে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বেতন দান।

৪। দিনে আট ঘণ্টা ও সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরিশ্রম কার্য্যের ধারারূপে বিবেচিত হইয়া, যেখানে ইহা এখনও প্রচলিত হয় নাই সেই দেশে ইহার প্রবর্ত্তন।

৫। সম্ভবমতে রবিবার-সমেত সপ্তাহে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম-সময় নির্দ্ধারণরীতি গ্রহণ।

৬। শিশুশ্রমের উচ্ছেদসাধন এবং যাহাতে তাহাদিগের শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও শারীরিক পরিপুষ্টির ব্যাঘাত না হয়, তাহার জন্য যুবজনের শ্রমের উপর প্রতিবন্ধক-স্থাপন।

৭। একই মূল্যের কার্য্যে নর এবং নারী সমান বেতনের যোগ্য—এই নীতি।

৮। প্রত্যেক দেশ নিজ দেশের আইনগত শ্রমজীবী অধিবাসীদের

প্রতি আর্থিক ব্যবহারের সাম্য-সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রাখিয়া, শ্রমজীবীদিগের অবস্থা-সম্পর্কিত ধারা আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত করিবেন।

৯। নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংরক্ষণ-কল্পে আইন ও নিয়মাবলীর পালন সুনিশ্চিত করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র অনুসন্ধানবিধির ব্যবস্থা করিবেন। এবং এই বিষয়ে নারীও যোগ দিতে পারেন।

শ্রেষ্ঠ চুক্তিকারি-সম্প্রদায় "এইসকল বিধি ও নীতিগুলি যে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত—তাহার দাবী না রাখিয়া কেবলমাত্র এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই গুলি বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নীতির পথ-প্রদর্শক হিসাবে উত্তম-রূপেই উপযুক্ত।"

আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষদ্।

এইসকল নীতির প্রয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষদ্ই দায়ী। ইহার সভ্যগণ প্রথমতঃ এবং মুখ্যভাবে সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্য। কারণ, কোন দেশ বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘে যোগদান করিলে, তাহাকে শ্রমশিল্পি-পরিষদেও যোগ দিতে হইবে। ইহা বলা প্রয়োজন যে, জার্ম্মাণি ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত সঙ্ঘের সভ্যপদের জন্য আবেদন না করিলেও, ১৯১৯ সনেই, আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেন; এবং ব্রেজিল সঙ্ঘ হইতে সভ্যপদ প্রত্যাহার করিলেও আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষদের সভ্য থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিষদের দুইটী প্রধান মুখপাত্র আছে। আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-বৈঠক ও আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিস (International Labour Office, briefly known as I. L. O.) সেগুলি বিভিন্নভাবে বিবেচিত হইবে।

খ। আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-বৈঠক

বৈশিষ্ট্য ঃ

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘে ব্যবস্থাপক-সভার যে স্থান, আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-বৈঠক, আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষদে সেই স্থানের অধিকারী। গোষ্ঠী দুইটীরই জেনেভাতে কিংবা অপর কোন মনোনীত স্থানে, বৎসরে অন্ততঃ একবার এবং প্রয়োজন হইলে প্রায়শঃ অধিবেশন হয়। শান্তির সংরক্ষণ-কল্পে দুইটীই নিয়োজিত। কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভা যেরূপ কেবলমাত্র রাজনীতিক শান্তির সহিত সংশ্লিষ্ট, শ্রমশিল্পী-বৈঠকের কার্য্য সেইরূপ-সামাজিক-শান্তি-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। সুতরাং গঠন এবং বিধিব্যবস্থা-বিষয়েও শ্রমশিল্পী-বৈঠক ও ব্যবস্থাপক-সভার ভিতর অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে।

গঠন ঃ

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ব্যবস্থাপক-সভা রাষ্ট্র-সভ্যগণের প্রতিনিধিপূর্ণ। এই প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ রাজ্যকর্ত্তৃক বাধ্যতা-মূলক উপদেশাধীন হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাই ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যদিগের পদমর্য্যাদার সম-ভাব।

আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষদের ছাপ্পান্নটী রাষ্ট্র-সভ্য প্রত্যেকে চারিজন প্রতিনিধি পাঠান। কিন্তু এই চারিজনের দুইজন রাজ-সরকারের প্রতিনিধি; অন্য দুইজনের একটি নিয়োগকারী ও অপরটী শ্রমিকদিগের প্রতিনিধি। নিয়োগকারী ও শ্রমিকদিগের প্রতিনিধিদুইটি রাজ্যসমূহ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইঁহাদিগের নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রতিদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়োগকারীদিগের ও শ্রমিকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে



জেনেভার হ্রদ।

পরামর্শ গৃহীত হয়। চারিজনের প্রত্যেকেই পৃথক্‌ভাবে ভোট দেন এবং ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব হইতে স্বাধীন।

শ্রমজীবি-জগতে নিয়োগকারী ও শ্রমজীবীদিগের ভিতর কলহ যত বার সংঘটিত হয়, বিভিন্ন দেশের ভিতর বিবাদ তত অধিক হয় না। সুতরাং প্রতিনিধিগণ জাতি-অনুসারে গোষ্ঠীবদ্ধ না হইয়া সামাজিক শ্রেণী-অনুযায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। যেমনতেমন ভাবে বলিতে হইলে, নিয়োগকারী ও শ্রমিকগণ দুইটি বিভিন্ন দলভুক্ত হন। এইখানেই বৈঠকের দক্ষিণ ও বামপক্ষ নিরূপিত হইতেছে। এই দুইটীর মধ্যভাগে সরকারী প্রতিনিধিবর্গ মিত্রতার জন্য কার্য্যরত একটী কেন্দ্র গড়িতে পারেন।

বৈঠকের কার্য্য।

শ্রমিকদিগের অবস্থা-সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক-নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তন বৈঠকের কার্য্য। প্রতি অধিবেশনে আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-কার্য্যালয়ের শাসক-বর্গ-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বাচিত প্রশ্নগুলি, ইহার সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। এই আফিসের বিষয় পরে উক্ত হইবে। বৈঠক এই প্রশ্নসম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং "শ্রমশিল্প-বিধি" বা "দলিলগত পরামর্শের" দ্বারা উহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পান। এই দুইটী কথা পরে বিবৃত হইবে।

বৈঠক ও ব্যবস্থাপক-সভাতে ভোট দেওয়া বিধিগুলির ভিতর পার্থক্য-সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করা সমীচীন। ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপক-সভার মীমাংসাগুলি একমত হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-বৈঠকে সাধারণ প্রস্তাব ও পরামর্শ দুই বিষয়ে সংখ্যাবাহুল্য-নিয়ম প্রযোজ্য হয়। কেবলমাত্র বিশেষচুক্তি-সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম অনুসৃত হয়; ইহা সংখ্যাবাহুল্যের তিনভাগের দুইভাগ দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

ভাষা।

বৈঠকে ও আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিসের সরকারী ভাষা এবং সঙ্ঘের দুইটী সরকারী ভাষা একই—ইংরাজি ও ফরাসী। বেশীর ভাগ বক্তাই এই দুইটি ভাষার যে-কোন একটী ব্যবহার করেন, কিন্তু যে-কোন বক্তা নিজ ইচ্ছামত যে-কোনও ভাষা বলিতে পারেন। আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিস, নিজ সংস্থানমত দুইটী সরকারী ভাষায় তাহা পরিবর্ত্তনের আয়োজন করেন।

শ্রমশিল্প-বিধি।

শ্রমশিল্পবিধি আন্তর্জাতিক বিশেষ চুক্তি। শান্তি-সন্ধি-অনুযায়ী, যে সকল রাজ্য ইহার অনুমোদন করিবে, তাহাদিগের দ্বারা ইহা অবশ্যম্ভাবিরূপে প্রয়োজ্য। সুতরাং সুবিধামত তাঁহাদিগকে নিজ নিজ আইনের সংস্কার করিতে হইবে। যদি কোন রাষ্ট্র ইহার ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে ইহার অনুমোদন করিয়াছেন এরূপ যে-কোন রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষদের নিকট নালিশ জানাইতে পারিবেন। আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-বৈঠকের এবং আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিসের শাসক-মণ্ডলীর রাষ্ট্র-প্রতিনিধিবর্গেরও সেই অধিকার আছে। শ্রমশিল্পবিধি-গুলি আইনরূপে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই অনুমোদিত হইতে হইবে। এই অনুমোদন সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এবং রাজ্যের ভাল-মন্দ বিচার-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

১৯১৯ ও ১৯২৯ সনের মধ্যে বৈঠক সাতাশটী লিখিত-বিধি গ্রহণ করেন। ইহার ভিতর শ্রমশিল্পে ফস্‌ফরাসের ব্যবহার-রোধকল্পে বার্ণে অনুষ্ঠিত বিধিটীও আছে। এই বিধিটী, বৈঠক ১৯১৯ সনে ইহার প্রথম অধিবেশনে অনুমোদন করেন। আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পিপরিষৎ–

সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শ্রমশিল্প-প্রধান দেশগুলি লইয়া বত্রিশটী রাজ্য ১৯২৯ সনের ১লা ডিসেম্বরের ভিতরেই এইসকল লিখিত বিধির কতকগুলির অনুমোদন করিয়াছিল। ঐ দিনে আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিস শাদা ফস্‌ফরাস-সম্বন্ধীয় বিধির বিষয় লইয়া ৪০৪টী অনুমোদন পুথি-গত করিয়াছিল।

সাধারণতঃ অনুমোদন না হইলেই যে বিধি প্রযোজ্য হইবে না এরূপ নহে। কার্য্যক্ষেত্রে নিজ-স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য কোন কোন দেশ, বিধিগুলির কোন কোনটী, এখনও অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অননুমোদিত বিধির আদর্শ-প্রভাবে ঐসকল দেশের আইন সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঐসকল দেশে শ্রমিক কার্য্য-সময় দিনে আটঘণ্টা করা হইয়াছে। ১৯১৯ সনে ওয়াশিংটনে বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে এই বিষয়ে যে বিধি গৃহীত হয়, তাহা এখনও সমগ্র রাষ্ট্রকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। কিন্তু অনেক দেশ যে-সমস্ত আইনের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সেগুলি শ্রমশিল্প-বিধির উক্তি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ না করিলেও আদর্শে ইহার মত।

দলীলগত পরামর্শ।

ইহা দলীলগত নিয়মাবলী, যেগুলিকে বৈঠক ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন, এবং তাহার প্রয়োগের পরামর্শ দেন। এই সকল, পরামর্শ-গ্রহণকারী রাষ্ট্রদিগের নিকট অপরিহার্য্য হইলেও, যে-রাষ্ট্র কেবলমাত্র ইহা গ্রহণ করে কিন্তু প্রয়োগ করে না, তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলিতে পারে না।

নিম্নে এইরূপ পরামর্শের উদাহরণ দেওয়া হইল।

১৯২৪ সনে ষষ্ঠ অধিবেশনে বৈঠক একটী দীর্ঘ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমর্থন করেন। দিনে আটঘণ্টা কার্য্যের প্রচলন হওয়াতে,

শ্রমিকদিগের অবসর সময় বাড়িয়াছে। সেই সময়ের ভিতর শ্রমিকদিগকে শিক্ষা এবং আনন্দ দান করিবার জন্য উপযুক্ত সুযোগের কিরূপে সুব্যবস্থা হইতে পারে, এই পরামর্শ সেই সম্বন্ধীয়। আটঘণ্টা-বিধি ইহার অনুমোদনকারী রাজ্যের নিকট পালনীয়। ঐ ভাব কিন্তু ইহার অতিরিক্ত পরামর্শ-বিষয়ে প্রযোজ্য নহে—ইহা কেবল মন্ত্রণাবিশেষ। এই পরামর্শ ইহার গ্রহণকারী দেশের জাতীয় আইনকে প্রভাবিত করিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার নহে।

গ। আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিস।

ইহার প্রকৃতি ও প্রধান কার্য্য-ক্ষেত্র।

আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিস মোটের উপর বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের স্থায়ী দপ্তর-খানার অনুরূপ। আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিস জেনেভাতে একটী সুবৃহৎ গৃহে প্রতিষ্ঠিত। এই অট্টালিকা, ইহার বিশেষ ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত ও ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য-অনুযায়ী সজ্জিত। ইহার প্রধান কক্ষগুলি সজ্জিত করিতে নানা রাজ্য যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে, ইহাকে অনায়াসেই অট্টালিকা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রধান ঘরগুলি, শাসকমণ্ডলী, সমিতিসমূহ ও অপেক্ষাকৃত প্রধান কর্ম্মচারীদিগের আফিস।

শাসনের সুবিধার জন্য এই গৃহটীর নির্ম্মাণ-শৃঙ্খলা, সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থাগত সম্পাদন এবং তাহার ভিতরের অবিরাম কর্ম্মানুসরণ-সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে, 'কারখানা'ই ইহার ভাল আখ্যা বলিয়া মনে হয়।

আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পি-পরিষদের প্রথম কার্য্য, বাৎসরিক আন্তর্জাতিক বৈঠকের আয়োজন করা; কিন্তু ইহার কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ নহে।

শাসক-মণ্ডলী ঃ

চব্বিশটী সভ্য-সমন্বিত শাসক-মণ্ডলী দ্বারা শ্রমশিল্পী-আফিস পরিচালিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে বারজন সরকারী প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিগণের আটজন স্থায়ি-সভ্যরূপে শ্রমশিল্প-প্রধান-রাষ্ট্রের (বেল্‌জিয়াম, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, গ্রেটব্রীটেন্, ভারতবর্ষ, ইটালী ও জাপান) প্রতিনিধিত্ব করেন। অপর চারিজন স্থায়ী নন। ইঁহারা বিধি-অনুযায়ী তিন বৎসরের জন্য অপরাপর রাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত হন। এই মণ্ডলীর সহিত মন্ত্রণা-সভার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। কিন্তু এই দুই মণ্ডলীর গঠনপ্রণালীর মূল পার্থক্য এই যে, সাধারণ সভ্যগণও একটী নীতি-অনুসারে ইহাতে নিযুক্ত হন। বৈঠকের বিষয়-বর্ণনাকালে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদিগের ছয়জন নিয়োগকারি-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং ছয়জন শ্রমিক সম্প্রদায়ের। এই দুইটী বিভাগ জাতীয়-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন না; বৈঠকের নিয়োগকারী ও শ্রমিকদিগের প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করেন।

শাসক-মণ্ডলী ইহার কার্য্য-সময় পূর্ণ তিন বৎসরের জন্য ইহার সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। নূতন শাসক-মণ্ডলী নির্ব্বাচিত হইলেও পুরান সভাপতি পুনরায় নির্ব্বাচিত হইতে পারেন।

তিনমাসে একবার শাসক-মণ্ডলীর অধিবেশন হয়। এই মণ্ডলী আন্তর্জাতিক শ্রম-শিল্পী-আফিসের পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং আফিসের কার্য্যের বিবরণী তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করেন। এই মণ্ডলী আয়-ব্যয়ের হিসাব সমর্থন করেন, ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য সাধারণ

বৈঠকের সভ্য নিযুক্ত করেন এবং ইঁহার দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-বৈঠকের কার্য্য-তালিকা নিরূপিত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিসের গঠন।

আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিস একটী পরিচালকের অধীন। ইনি আন্তর্জাতিক বৈঠকেরও প্রধান-কর্ম্মসচিব।

এই আফিসের পত্তন হইতেই একটী ফরাসী ভদ্রলোক ম্যঁসিয়ে অ্যাল্‌বার্ট্ টমাস্ ইহার পরিচালক ছিলেন। কল্পনাগুলি কার্য্যগত করিবার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল।

আফিসের কর্ম্মচারিবৃন্দ পরিচালককর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। নীতি-অনুসারে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার দ্বারা শ্রমশিল্পি-পরিষদের সভ্য-দেশ-সমূহ হইতে ইহাদিগকে গ্রহণ করা হয়।

আফিসের দুইটী উদ্দেশ্য।

শ্রমিক-অধিকার-পত্রের লেখা-অনুযায়ী আন্তর্জাতিক-শ্রমশিল্পী-আফিস দুইটী উদ্দেশ্যের জন্য স্থাপিত হয়। বৈঠকের কার্য্যতালিকা দাখিল করিবার জন্য শাসকবর্গের উপযুক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা ও তাহার উপর বিশেষত্বপূর্ণ বিবরণী প্রস্তুত করা এবং অবশেষে বৈঠকে দাখিল করিবার জন্য বিধি এবং পরামর্শগুলি লিপিবদ্ধ করা।

পৃথিবীর সমগ্র দেশের শ্রমিকদিগের অবস্থা-সম্বন্ধে সম্ভবমত সকল সমাচার-সংগ্রহ ও তাহার সমন্বয় করিয়া সুপ্রচারিত করাও এই আফিসের কর্ত্তব্য।

ইহার তিনটী কার্য্য।

সুতরাং শ্রমশিল্পী-আফিসের তিনটি অত্যাবশ্যক কার্য্য আছে।

ইহা রাজ্যগুলিকে বৈঠকের জন্য প্রস্তুত করিতে তাহাদিগের সহিত মনোভাবের আদান-প্রদান করে এবং বিধি ও পরামর্শ-লিপি প্রস্তুত করিয়া অবিলম্বে তাহার অনুমোদন-সংগ্রহের চেষ্টা করে। এই ইহার রাজনীতি-কুশলতা-বিশিষ্ট কার্য্য।

নিয়োগকারী ও শ্রমিকদিগের মণ্ডলী, এবং সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সামাজিক মণ্ডলীর সহিত সম্প্রীতিস্থাপন ইহার কার্য্য; কারণ তাহাদিগের সহিত পরামর্শ ও তাহাদিগকে সমাচারদান ইহার কর্ত্তব্য।

শেষতঃ ইহার গবেষণা-মূলক কার্য্য রহিয়াছে। তাহা অধিকারপত্র দ্বারা কর্ত্তব্য-রূপে ইহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের অবস্থা তুলনা করিয়া ও তাৎপর্য্য এবং অর্থনৈতিক ও শ্রমশিল্প-সম্বন্ধীয় সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করিয়া ইঁহারা বৈঠকে প্রশ্নাবলী দাখিল করেন বলিয়া এই বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার সম্ভব হয়, ও বৈঠকের মীমাংসার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

আফিসের কর্ম্মকুশলতা।

কার্য্যের এই তিনটি ধারা, সুবৃহৎ ক্ষেত্র জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। শ্রমসংক্রান্ত এমন কিছু নাই, তাহা হস্তসাধ্য হউক কিংবা বুদ্ধিবিষয়ক হউক, যাহা শ্রমশিল্পী-আফিসের কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে। পরিসংখ্যান, শ্রমিকসম্বন্ধীয় আইন, বেতন, কার্য্য-সময়, শ্রমিকের ছুটি, নিশা-শ্রম, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের নিয়োগ, দেশান্তর্জাত-শ্রমিক, ব্যবসাগত-শিক্ষা, যন্ত্রগত-শিক্ষা, অবসরের সদ্ব্যবহার, শ্রমশিল্পগত-স্বাস্থ্য, শ্রমশিল্পগত দুর্ঘটনা, নিয়োগের সুবিধা, বেকার-সমস্যা, বাসার্থে স্বদেশত্যাগ, সামাজিক

বীমা-পদ্ধতি—অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্যার ভিতর, এইগুলির উপর আফিসকে হস্তক্ষেপ করিতে বলা হয়, এবং এইগুলি ইহার সামর্থ্যের ভিতর পড়ে।

গোষ্ঠী-বদ্ধতা।

আফিসের ভিতরের কার্য্যপদ্ধতি, উল্লিখিত প্রধান কার্য্য-বিভাগগুলি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পরিচালকের আজ্ঞায় এবং সহকারী পরিচালক ও নিজস্ব কর্ম্মচারিবৃন্দ, যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কোন রাজ্যের সরকারি বিভাগের কর্ত্তার নিজস্ব কর্ম্মচারিগণের ন্যায়, তাঁহাদের সহকারিতায়, ইহা সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত তিনটি কার্য্য-অনুযায়ী তিনটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে। প্রত্যেক বিভাগে কতিপয় শাখা কিংবা কার্য্য-বিধি আছে, তাহাদিগের প্রধানগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রাজনীতি-কৌশলী-বিভাগে শাসকমণ্ডলী, শ্রমশিল্প-বিধি-শাখা, বৈঠক-শাখা, শ্রমজীবি-বিভাগ ও আইন-বিভাগ অধিষ্ঠান করিতেছে।

সমাচার ও সম্প্রীতি বিভাগে রহিয়াছে, শ্রমিক ও নিয়োগকারী সম্প্রদায় ও সমবায়-সমিতির সহিত সম্পর্কের জন্য শাখা এবং পৃথিবীর প্রধান নগরীগুলিতে শ্রমশিল্পী-আফিস কর্ত্তৃক রক্ষিত সংবাদদাতাগণের ও অনুরূপ আফিসের সহিত সম্বন্ধের জন্য শাখা, পুস্তকাগার এবং সংবাদপত্র হইতে সংবাদ কাটিয়া রাখা।

গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক বিভাগ ছয়টী শাখায় বিভক্ত। (১) পরিসংখ্যান এবং বেতন; (২) শ্রমসম্বন্ধীয় আইন এবং কার্য্যসময়; শ্রমিকের অধিকার; (৩) বুদ্ধিগত শ্রমিক, শ্রমিকের অবসর এবং বাসস্থানব্যবস্থা, ব্যবসাগত শিক্ষা, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের সংরক্ষণ; (৪) সামাজিক-

প্রশ্নসমন্বিত অর্থনৈতিক সমস্যা; (৫) বেকারসমস্যা; শ্রমিক-বিনিময় এবং দেশান্তরগমন; (৬) সামাজিক-বীমা এবং চারিটী বিষয়:—কৃষিশ্রমিক, শ্রমশিল্পগতস্বাস্থ্য, শ্রমশিল্পগত দুর্ঘটনা-সংরোধ, সোভিয়েট-প্রজাতন্ত্র-সম্মেলনের সামাজিক গোষ্ঠীবদ্ধতা।

চতুর্থবিভাগ সাধারণ কার্য্যপদ্ধতিবিভাগ বলিয়া পরিচিত। ইহার দুইটী প্রধান শাখা আছে:—শাসনশাখা—ইহা কর্ম্মচারিবৃন্দ, সরবরাহ, আয়ব্যয়সংক্রান্ত-কর্তৃত্ব, সর্টহ্যাণ্ড-লেখকদিগের বিভাগ ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ করে; সম্পাদকীয় শাখা—ইহা নিজেই একটি প্রকাশক গৃহ; ইহা বহুসংখ্যাক সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশিত করে। এইগুলি শুধু দুইটী সরকারী ভাষাতেই প্রণীত হয় না; জার্ম্মাণ ভাষাতে ও সময়ে সময়ে অন্যভাষাতেও লিখিত হয়।

ঘ। সহায়ক-মণ্ডলী।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের মত, শ্রমশিল্পিপরিষৎ কতকগুলি অস্থায়ী এবং স্থায়ী সহায়কমণ্ডলী দ্বারা অনুপূরিত হইয়াছে। এইগুলি বৈঠক কিংবা সমিতি বলিয়া পরিচিত। উল্লেখের সুবিধার জন্য এই মণ্ডলীসমূহের প্রকৃতি এবং কর্ত্তব্যের সংক্ষেপে বর্ণনা প্রয়োজন।

দেশান্তরগমন-সংক্রান্ত সমিতি।

রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ, নিয়োগকারী ও শ্রমজীবিমণ্ডলীসমূহ এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিশারদগণ লইয়া এই সমিতির গঠন। বৈঠকে দাখিলের উপযোগী প্রশ্নগুলির আবশ্যকীয় অনুশীলন ইহা করে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৯২৬ সনে জাহাজস্থ স্বদেশত্যাগীদের পরীক্ষার কঠোরতা হ্রাস করা সম্বন্ধে প্রশ্নটী দেশান্তরগমন-সমিতিতে আলোচিত হইবার পরে তবে বৈঠকে দাখিল করা হয়।

যুক্ত-সামুদ্রিক-বৈঠক।

ইহাতে আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিসের শাসকবর্গের সভাপতি ও দুইটি সহকারী সভাপতি এবং অর্ণবপোত-অধিকারী ও নাবিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপে কতগুলি সভ্য আছেন। বৈঠকের পূর্ব্বতন অধিবেশনে দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে আফিস হইতে নির্দ্দেশিত প্রশ্নগুলিতে ইহা হস্তক্ষেপ করে। ১৯২৬সালে সামুদ্রিক প্রশ্নাবলী-আলোচনার জন্য বৈঠকের একটা অধিবেশন হয়।

দেশান্তর্জাতশ্রমিক-বৈঠক।

এই বৈঠকে আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিস হইতে নিযুক্ত ত্রয়োদশটি বিশারদ আছেন। কোন সমস্যা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিলে ইঁহারা নিজমত ব্যক্ত করেন। যখন আফিস স্থির করে যে শাসক-মণ্ডলীতে দেশান্তর্জাত-শ্রমিক ও ঔপনিবেশিক-শ্রমিক-সম্বন্ধে একটি সমস্যা দাখিল করিবার সময় হইয়াছে, তখন ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করা হয়।

শ্রমশিল্প-বিধিপ্রচলন বৈঠক।

শান্তিসন্ধির ৪০৮নং সর্ত্ত-অনুসারে যেসকল রাষ্ট্র চুক্তিগত-বিধি অনুমোদন করিয়াছেন, তাঁহারা চুক্তিগত-বিধির সর্ত্ত-অনুসারে জাতীয় আইনের ধারা যতটা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিসে একটা বাৎসরিক বিবরণী দিতে হইবে। আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিসের পরিচালককর্ত্তৃক নিযুক্ত একটা বিশারদের বৈঠক এই বিবরণী পরীক্ষা করেন এবং এই বিবরণীর ভিত্তিতে একটা সাধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিয়া আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-বৈঠকের প্রতি-অধিবেশনে দাখিল করেন।

শ্রমিক-পরিসংখ্যাত্মক সম্মেলন ঃ

ইহা পূর্ব্ববর্ণিত মণ্ডলীর ন্যায় বৈঠক নহে। ইহা আফিস-কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে আহূত সম্মিলনী। যেসকল দেশ শ্রমিক-পরিসংখ্যান-সম্বন্ধে কার্য্য করেন, সেই সকল দেশের পরিসংখ্যান-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি ইহাতে বিদ্যমান। এই সম্মিলনীর কার্য্য শ্রমশিল্পী-আফিসের বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে সমাচার মণ্ডলীবর্গকে জ্ঞাত করা আফিসের কর্ত্তব্য, তাহার প্রায় সমস্তই, এবং যাহা তাহাদের দাবীর ন্যায়সঙ্গতি হিসাবে এবং ভবিষ্যৎ শ্রমশিল্পবিধির ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহা পরিসংখ্যানদ্বারা প্রমাণিত। প্রায় সব সময়েই, যখনই আফিসকে শ্রমিকের কোন উদ্দেশ্য-সম্পর্কিত পরিসংখ্যান-সংগ্রহের জন্য বলা হইয়াছে, তখনই ইহা প্রণিধান করিয়াছে—প্রত্যেক রাজ্যেরই সংখ্যা-সংগ্রহ একই পদ্ধতিতে করা হয় নাই এবং তাহাদিগের গৃহীত তথ্যগুলিরও ঐক্য নাই, সুতরাং সেগুলি তুলনীয় হইতে পারে না। শ্রমিক-পরি-সংখ্যাত্মক সম্মিলনীর সাহায্য লইয়া, শ্রমিকপরিসংখ্যান-সংগ্রহের ব্যবস্থা-গুলির একটি পদ্ধাতির প্রবর্ত্তন আফিসের উদ্দেশ্য।

বৈশিষ্ট্যগত বেকারসমস্যা-সমিতি ঃ

ইহাতে প্রধানতঃ শাসকমণ্ডলীর তিনটী সভ্য বর্ত্তমান। ইঁহারা যথাক্রমে নিয়োগকারি-মণ্ডলী, রাজ্য-মণ্ডলী ও শ্রমিক-মণ্ডলীর প্রতিনিধি। ইহার প্রধান কর্ত্তব্য সমগ্র পৃথিবীর বেকার-সমস্যা ও নিয়োগ-সম্বন্ধীয় অবস্থা, বেকার-অবস্থার কারণ এবং বেকার-সমস্যা-সঙ্কটের কঠোরতা দূরীভূত ও নিরাকরণকল্পে, শাসক-মণ্ডলীকে জ্ঞাতব্য ব্যবস্থাগুলির মাঝে মাঝে পরীক্ষা।

সামাজিক বীমা-সম্পর্কিত সংবাদ-সৌকর্য্য সমিতি ঃ

ইহা বিশারদদিগের সমিতি। জাতীয়তার দিকে দৃষ্টি না দিয়া গুণানুযায়ী আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিসের পরিচালনায় ইহার সভ্য নিযুক্ত হয়; এবং প্রয়োজন হইলে আফিস ইঁহাদের নিকট হইতে পরামর্শ প্রাপ্ত হয়। সামাজিক বীমা-সম্বন্ধে বিশেষ প্রশ্ন আলোচনা করিবার সময় আফিসের এ বিষয়ে আরও অধিক জানিবার প্রয়োজন হইলে, পরিচালক এই সমিতির বিশেষজ্ঞ সভ্যদিগের একটি সভা আহ্বান করেন।

শ্রমশিল্পগত-স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সংবাদ-সৌকর্য্য সমিতি ও নির্বিঘ্নতা-সম্বন্ধীয় উপসমিতি ঃ

শ্রমশিল্পগত স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সংবাদ-সৌকর্য্য সমিতি এবং সামাজিক বীমা-সম্পর্কিত সংবাদ-সৌকর্য্য সমিতির বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রণালী সমধর্ম্মী। ইহার একটী উপসমিতি বর্ত্তমান। ইহা প্রধানতঃ শ্রমশিল্পগত দুর্ঘটনা নিবারণ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং ইহারও একটি নির্বিঘ্নতাসম্বন্ধীয় উপসমিতি আছে। এই সমিতির অনুসন্ধানের কার্য্যতালিকা আফিস দ্বারাই প্রস্তুত হয়। কেবলমাত্র সামাজিক উদ্দেশ্যের নয়, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়াও এইসকল অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা যে কিরূপ অধিক, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, কারখানার স্বাস্থ্য এবং নিয়োগসূচিত ব্যাধিগুলির প্রতিষেধ ও নিরাময়তা যে কেবলমাত্র অবশ্যকরণীয় সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা নহে—ইহা কারখানাতে স্বাস্থ্যবান্ ও দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ সুনিশ্চিত করে। অধুনা শ্রমশিল্প-

গত দুর্ঘটনাদ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে এত বেশী জীবন বিনষ্ট হইতেছে, কোনও বৃহৎ সংগ্রামেও তাহা হয় না।

কৃষিসম্বন্ধে যুক্ত-পরামর্শ-সমিতি ঃ

এই সমিতির প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ ইহা একান্তভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিসের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা অপর একটী সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত আফিসকে কার্য্যকরী সহকারিতায় সক্ষম করে। এই প্রতিষ্ঠানটি—আন্তর্জাতিক কৃষি-প্রতিষ্ঠান—রোম নগরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং অন্ততঃ এখন ইহা বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ হইতে স্বাধীন। এই সমিতি শ্রমশিল্পী-আফিসের শাসকমণ্ডলী হইতে ছয়টি সভ্য ও আন্তর্জাতিক কৃষি-প্রতিষ্ঠান হইতে ছয়টি সভ্য গ্রহণ করিয়াছে। কৃষিকার্য্য-পরিচালনা (ইহা রোম-প্রতিষ্ঠানের অধীন) ও কৃষিশ্রমিক-সম্বন্ধীয় সমুদায় প্রশ্নে ইহা হস্তক্ষেপ করে। উদাহরণস্বরূপ অল্পদিন হইল যুদ্ধের পরে মধ্য এবং পূর্ব্ব-ইয়োরোপে সমগ্র দেশে ভূমিসম্পত্তি-বিষয়ক সংস্কার সাধিত হইলে, তাহাতে নিয়োজিত ব্যবস্থাবলী ও প্রাপ্তফলনির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক কৃষিপ্রতিষ্ঠান বিস্তারিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিসও কৃষিশ্রমিকদিগের উপর এই ভূমি-বিষয়ক সংস্কারের ফল-অবধারণ-উদ্দেশ্যে, সেই অনুসন্ধানে যোগদান করা স্থির করেন।

বুদ্ধিগত-শ্রমিক সম্পর্কিত পরামর্শ-সমিতি ঃ

আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষদে বুদ্ধিগত শ্রমিক-সম্পর্কিত পরামর্শ-সমিতি, রাষ্ট্রসঙ্ঘে কৃষ্টি-সহকারিতা-সমিতির অনুরূপ অংশ বলিয়া বিবৃত

হইতে পারে। কৃষ্টিসহকারিতা-সমিতির কার্য্য যেমন, যাহাতে সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিগত শ্রমিকগণ তাহাদের কার্য্যোপায় ও সহকারিতার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহা দেখা, তেমনই বুদ্ধিগত-শ্রমিক-সম্পর্কিত পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে—বুদ্ধিগত শ্রমিকদিগের আর্থিক উন্নতি, ন্যায্য পুরস্কার ও সুরুচিসম্পন্ন অবস্থা সুনিশ্চিত করিবার উপায় ও সুব্যবস্থা-সম্বন্ধে শ্রমশিল্পি-পরিষৎকে মন্ত্রণা দিবার জন্য। এই সমিতিতে আফিসের শাসকমণ্ডলীর তিনজন সভ্য, সঙ্ঘের কৃষ্টি-সহকারিতা-সমিতির দুইজন এবং বুদ্ধিগত-নিয়োগকারি-মণ্ডলীদিগের প্রতিনিধি সভ্য আছেন। এই সমিতিতে-সংশ্লিষ্ট-শ্রেণীভুক্তরাই সংখ্যাবহুল।

নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মন্ত্রণাসমিতি।

এই সমিতির প্রতিষ্ঠাকার্য্য চলিতেছে। ভবিষ্যতে ইহা নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিশেষত্বপূর্ণ অবস্থাগুলি আলোচনা করিবে।

অস্থায়ী সমিতিসমূহ।

এই সকল স্থায়ী সমিতি-ব্যতীত আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পী-আফিস্ বিশেষ উদ্দেশ্যে যে-কোনও সময়ে অস্থায়ী সমিতি গঠন করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৫ সনে আন্তর্জাতিক খনি-শ্রমিকের মৈত্রীবদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুরোধে শ্রমশিল্পী-বৈঠক কয়লার খনিতে শ্রমিকদিগের অবস্থার সাধারণ অনুসন্ধানের জন্য আফিসকে উপদেশ দেওয়াতে ইহা একটি খনিসমিতি গঠিত করে। শাসকমণ্ডলীর কতিপয় সভ্য এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিতে নানাজাতীয় বিশেষজ্ঞগণ ইহাতে ছিলেন।

আন্তর্জাতিক বিষয়ে কার্য্যাবলী সুবিচারের সহিত নির্বাচিত এবং

প্রসঙ্গানুকূল তথ্যের উপর স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য এইসকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমিতির আবশ্যক। কেবলমাত্র ইহাদের উল্লেখই আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পিপরিষদের কার্য্যাবলীর সূচী ও প্রকারভেদের ধারণা দিতে সমর্থ।

চতুর্থ খণ্ড।

সমন্বয়—ধারাবাহিকতা—বিকাশ।

সমন্বয়।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অভ্যন্তরস্থ নানাপ্রকার মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রের পরিমাণ-সম্বন্ধে আভাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাদিগের কার্য্য-ক্ষেত্র এরূপ বিস্তৃত ও পদ্ধতি এরূপ সঙ্কোচন-প্রসারণশীল যে, রাষ্ট্রসভ্যগণকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত যে-কোন সমস্যা বা সমস্যাসূচক কার্য্যের সমাধান তাহারা করিতে পারে। কিন্তু এই সঙ্কোচন-প্রসারণ-শীলতা ও প্রকারভেদ সমন্বয়কে কঠিন ও প্রয়োজনীয় করিয়া তুলে। রাষ্ট্রসভ্যগণ, মন্ত্রণাসভা ও আন্তর্জ্জাতিক শ্রমশিল্পি-সম্প্রদায়ের নিকট হেগের আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের পদমর্য্যাদার বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে; এক্ষণে মুখপাত্রগুলির পরস্পর-সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

মন্ত্রণাসভা ও অন্যান্য মণ্ডলীসমূহ।

মন্ত্রণাসভার উত্থাপিত প্রশ্নে বহন-সৌকর্য্য ও আদান-প্রদান-সম্বন্ধীয় সমস্যা উত্থিত হইলে, মন্ত্রণাসভা বহন-সৌকর্য্য-সমিতিকে আহ্বান করিতে পারেন। ইহার ধন কিংবা অর্থনৈতিক সম্পর্কিত প্রশ্ন অর্থনৈতিক ও ধনসংক্রান্ত-সমিতির নিকট প্রেরিত হয়। আইনের তর্ক উঠিলে স্থায়ি-বিচারালয়ের পরামর্শ গৃহীত হয়। সুতরাং মন্ত্রণসভা, আবশ্যকীয় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে—কোনও সমস্যা সমস্ত দিক্ দিয়া বিচারের ক্ষমতা লাভ করেন। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, এই নীতি আন্তর্জ্জাতিক

কলহে মীমাংসার সুবিধা দান করে। ইহা দেখা যাইবে যে, যেসকল মণ্ডলী মন্ত্রণা-সভা এবং ব্যবস্থাপক-সভার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, সেগুলির কার্য্য বিশেষ অর্থে মন্ত্রণাদান। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। বিস্তারিত অর্থেও ইহাদের কার্য্য পরামর্শদায়ী হইতে পারে, যখন ইহাঁরা কেবলমাত্র বিশেষ সমস্যাগুলি অবধারণ করেন।

বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের ভিতর সহকারিতা ঃ

তাহারা পরস্পরকে সাহায্যও করে। উদাহরণস্বরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকার-সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি বন্দরের আইনের সহিত জড়িত, সুতরাং স্বাস্থ্যসমিতি ও বহন-সৌকর্য্য-সমিতির ভিতর সহকারিতা করিতেই হইবে। মাদক দ্রব্যের অসদ্ব্যবহার-নিবারণ-কল্পে বিধিব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা করিতে যাইলেই, বহন-সৌকর্য্য ও চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি অবধান করিতে হইবে। তদনুসারে সময়ে সময়ে আফিম-সমিতি স্বাস্থ্য ও বহন-সৌকর্য্য সমিতিদ্বয়ের পরামর্শ গ্রহণ করে। বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মণ্ডলীগুলির ভিতর রীতিমত সাহচর্য্যের উদাহরণের মধ্যে ইহারাও দুইটী।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষৎ ঃ

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমশিল্পি-পরিষদের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া কৌতূহল জাগরিত করে। তাহারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিলিত হয়; কারণ প্রত্যেক অর্থনৈতিক প্রশ্নের এমন দিক্ আছে, যাহা জগতের শ্রমিক-সংক্রান্ত; এবং শ্রমিক-আইনগুলিরও অর্থনৈতিক দিক্ আছে। বেকার-সমস্যার অর্থনৈতিক কারণও তাহার অর্থনৈতিক নিরাময়গুলি বিবেচনা না করিয়া বেকার-সমস্যা অবধারণ করা অসম্ভব। আন্তর্জাতিক

শ্রমশিল্পী-আফিস সেই ভাবেই বেকার-সমস্যা অবধারণ করেন বলিয়া এই সকল অনুসন্ধানে শ্রমশিল্পি-পরিষৎ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অর্থনৈতিক সমিতির সহিত সহকারিতা করেন। সুতরাং ১৯২৭ সনের বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনের আয়োজনে শ্রমশিল্পি-পরিষৎ সাহায্য করিয়াছিল, এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল এবং ইহার পরামর্শগুলি কার্য্যগত করিবার জন্য যে মন্ত্রণাসমিতি গঠিত হয়, তাহাতে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে।

নানাদিকেই এই সহকারিতা সাধিত হয়, স্বভাবতঃ স্বাস্থ্য ও বুদ্ধিগত শ্রমবিষয়ে প্রশ্নাবলী-সম্বন্ধেও এই সহকারিতা প্রকাশ পায়। দেশান্তর্জাত শ্রমিক-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসার জন্য শ্রমশিল্পী-আফিসের একটি প্রতিনিধি অর্পিতক্ষমতা-বৈঠকে বর্ত্তমান। অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-সম্মেলনের জন্য উদ্যোগাত্মক বৈঠকের সহায়কমণ্ডলীদের একটি, যাহা যুদ্ধোপকরণ-নিয়ন্ত্রণ-সমস্যার কেবল-মাত্র অর্থ নৈতিক দিকে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতেও শ্রমশিল্পি-পরিষদের নিয়োগকারী ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধি আছেন। শ্রমশিল্পি-পরিষদের একটী প্রতিনিধি শিশুমঙ্গল-সমিতির কার্য্যে যোগ দেন।

প্রারাবাহিকতা ও বিকাশ।

এইসকল মণ্ডলীর কার্য্য, বিধিব্যবস্থার একটি অবিচ্ছন্ন ধারা প্রকাশ করিতেছে। সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যাই নিরপেক্ষভাবে যথাসম্ভব গৃহীত হয় এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমস্ত দিক্ দিয়াই ইহার পর্য্যালোচনা করা হয়। এইরূপে আন্তর্জাতিক বিষয়-সংক্রান্ত একটি জ্ঞানমণ্ডল প্রস্তুত হইতেছে—ইহা অভিজ্ঞতাদ্বারা পরীক্ষিত ও বিকশিত; কেবলমাত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতরে নহে, ইহা সমগ্র পৃথিবীর প্রাপ্তব্য।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত কার্য্য একটি স্থূল-উদাহরণস্বরূপ। ব্রাশেল্‌স্‌এ ধনসংক্রান্ত-বৈঠকে ইহা সূচিত হইয়া, রাষ্ট্রসঙ্ঘকৃত ধনসম্বন্ধীয়

অবস্থার পুনর্ঘটনের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। (Dawes plan), ডজ্-বিধি-পরিকল্পনাকারিগণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ-পদ্ধতিতে সংগৃহীত জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি, মধ্যস্থতা, ও নিঃশঙ্কতা-সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ধারাবাহিক কার্য্যের প্রয়োজনীয়তার উদাহরণ, ঐ "লোকার্ণ" চুক্তি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের যন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া ইহার আদান-প্রদান না হইলেও, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইহার কার্য্যের পথ পরিষ্কার করিয়া না দিলে এবং বর্ত্তমান না থাকিলে ইহা হইত না। এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্য পরবর্ত্তী আলোচনাগুলি প্রভাবিত করিয়াছে এবং তাহা হইতে জাতীয় নীতির যন্ত্রস্বরূপ যুদ্ধ-বর্জ্জনের জন্য "প্যারিস্-চুক্তি" স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

এইরূপে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় মতের উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রভাব নিত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ প্রভাবে বিস্ময়ের কিছু নাই। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাই প্রথম স্থায়ী সংগঠন। শ্রেণী এবং জাতির পুরাতন সংগ্রামের স্থানে ন্যায়সঙ্গতির উপর রাজনৈতিক ও সামাজিক শান্তি-প্রতিষ্ঠানকল্পে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে।

পরিশিষ্ট—এক।

বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তি-পত্র।

শ্রেষ্ঠ-চুক্তিকারি-সম্প্রদায়,

আন্তর্জাতিক সাহচর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিঃশঙ্কতা-স্থাপন-কল্পে—

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না, এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করিয়া, রাষ্ট্রগণের ভিতর সরল, ন্যায়সঙ্গত ও সম্মান-সূচক সম্পর্কের বিধান করিয়া,

আন্তর্জাতিক আইনই রাজ্যগুলির পরস্পর-সম্বন্ধ-নিরূপণের উপায়—এই বিবেচনা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া,

গঠিত জাতির পরস্পর আদান-প্রদানে সন্ধির বাধ্য-বাধকতাগুলির উপর একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা ও ন্যায়সঙ্গতি রাখিয়া,

এই রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তি-গ্রহণে সম্মত হইলেন।

সর্ত্ত—এক।

১। চুক্তির পরিশিষ্টে উল্লিখিত যেসকল রাজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিশ্বস্তভাবে চুক্তি মানিয়া চলিবেন, তাঁহাদিগকে মৌলিক সঙ্ঘ-সভ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই চুক্তি কার্য্যগত হইবার দুই মাসের মধ্যেই, তাঁহাদিগকে সঙ্ঘের দপ্তর-খানায়, বাধ্য-বাধকতার অঙ্গীকার-পত্র দাখিল করিতে হইবে। এই বিষয়ে অন্যান্য সভাকেও বিজ্ঞাপিত করা হইবে।

২। আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা মানিয়া চলিবেন এবং সেনা-সম্বন্ধীয়, নৌ-বিভাগ, বিমান-শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র-বিষয়ে সঙ্ঘের বিধান গ্রহণ করিবেন

—এইরূপ কার্য্যকরী জামিন দিলে, যে কোন সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসিত রাজ্য, সাধারণরাজ্য ও উপনিবেশ পরিশিষ্টে উল্লিখিত না হইলেও, ব্যবস্থাপক-সভার তিন ভাগের দুইভাগ সভ্যের সম্মতিতে সভ্যপদে বৃত হইতে পারিবেন।

৩। যে-কোনও রাষ্ট্র-সভ্য সঙ্ঘত্যাগ-ইচ্ছায় দুই বৎসরের নোটিশ দিয়া সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে পারেন, যদি তৎকালে ইহার আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ও চুক্তি-পত্রানুযায়ী বাধ্য-বাধকতাগুলি পূরণ হইয়া থাকে।

সর্ত্ত—দুই।

এই চুক্তি-অনুসারে ব্যবস্থাপক-সভা, মন্ত্রণা-সভা, ও স্থায়ী-দপ্তরখানার দ্বারা সঙ্ঘের কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

সর্ত্ত—তিন।

১। ব্যবস্থাপক-সভাতে সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যের প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন।

২। প্রয়োজন-অনুযায়ী স্থিরীকৃত সময়ে, মাঝে মাঝে ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন হইবে—এই অধিবেশন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-স্থানে কিংবা অপর কোন মনোনীত স্থানে হইতে পারে।

৩। ইহার অধিবেশনে, ব্যবস্থাপক-সভা, সঙ্ঘের কার্য্যক্ষমতার অধীন, কিংবা জগতের শান্তিকে শঙ্কিত করে এমন যে-কোন বিষয় চর্চ্চা করিতে পারেন।

৪। অধিবেশনে প্রত্যেক রাষ্ট্র-সভ্যই একটী ভোটের অধিকারী এবং কোন রাষ্ট্রই তিনটীর বেশী প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন না।

সর্ত্ত—চার।

১। মন্ত্রণা-সভাতে প্রধান মৈত্রীবদ্ধ ও সহযোগী শক্তিগুলির এবং অন্যান্য চারিটি সঙ্ঘ-সভ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের এইরূপ

সভ্য ব্যবস্থাপক-সভা নিজের ইচ্ছানুযায়ী মাঝে মাঝে মনোনীত করিবেন। ব্যবস্থাপক-সভা-কর্ত্তৃক সঙ্ঘের চারিটী রাষ্ট্র-সভ্য হইতে প্রতিনিধি মনোনীত না হওয়া পর্য্যন্ত—বেলজিয়াম্, ব্রেজিল, স্পেন, এবং গ্রীসের প্রতিনিধিবর্গ মন্ত্রণা-সভার সভ্য হইলেন।

২। ব্যবস্থাপক-সভার সংখ্যা-বাহুল্যের অনুমোদনে, মন্ত্রণা-সভা "উপরি" রাষ্ট্র-সভ্য মনোনীত করিতে পারেন ; এবং ইহাদের প্রতিনিধিবর্গ সর্ব্বদাই মন্ত্রণা-সভার সভ্য থাকিবেন। এইরূপ অনুমোদনে মন্ত্রণা-সভা নিজ সভ্যের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। (ব্যবস্থাপক-সভা, সংখ্যাবাহুল্যের তিনের দুইভাগ দ্বারা মন্ত্রণা-সভাতে অস্থায়ী সভ্য মনোনীত করা বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া সভ্যপদের স্থায়িত্ব ও পুনর্নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী স্থির করেন)।

৩। প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে—অন্ততঃ বৎসরে একবার, সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-স্থানে কিংবা অপর কোন মনোনীত স্থানে, মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইবে।

৪। ইহার অধিবেশনে মন্ত্রণা-সভা, সঙ্ঘের কার্য্য-ক্ষমতার অধীন ও যাহা শান্তির হানি করে, এমন কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

৫। অধিবেশনে সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যের কোনও বিশেষ স্বার্থ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার আলোচিত হইলে, মন্ত্রণা-সভা এই স্বার্থ-বিজড়িত সভ্যের প্রতিনিধিকে সেই অধিবেশনে মন্ত্রণা-সভার সভ্যরূপে নিমন্ত্রণ করিবেন।

৬। অধিবেশনে মন্ত্রণা-সভার সভ্য যে কোন রাষ্ট্রের একটী ভোট থাকিবে এবং একজনের বেশী প্রতিনিধি থাকিবে না।

সর্ত্ত—পাঁচ।

১। চুক্তি কিংবা সন্ধির সর্ত্তে উক্ত বিশেষবিধানব্যতীত, সব



বিশ্ব রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দপ্তরখানা।

(Secretariat of The League of Nations)

সময়েই ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে যে-কোনও মীমাংসা গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বসম্মতির প্রয়োজন।

২। ব্যবস্থাপক কিংবা মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে, বিশেষ-বিষয়-অনুসন্ধানের জন্য সমিতির নিয়োগ ও সভার অন্য সকল কার্য্যপদ্ধতি ব্যবস্থাপক বা মন্ত্রণা-সভাকর্ত্তৃক বিহিত এবং সভায় উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা মীমাংসিত হইবে।

৩। ব্যবস্থাপক এবং মন্ত্রণা-সভা, উভয়েরই অধিবেশন, আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতির দ্বারা আহূত হইবে।

সর্ত্ত—ছয়।

১। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-স্থানে স্থায়ী-দপ্তরখানা স্থাপিত হইবে। দপ্তরখানায় একজন প্রধান-কর্ম্মসচিব এবং প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য কর্ম্মসচিব ও কর্ম্মচারী থাকিবেন।

২। চুক্তির পরিশিষ্টে যাঁহার নাম উক্ত হইয়াছে (Sir Eric Drummond) তিনিই প্রথম প্রধান-কর্ম্ম-সচিব হইবেন। অতঃপর ব্যবস্থাপক-সভার সংখ্যা-বাহুল্যের অনুমোদনে মন্ত্রণা-সভাকর্ত্তৃক প্রধান-কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হইবেন।

৩। মন্ত্রণা-সভার অনুমোদনে, প্রধান কর্ম্ম-সচিব দপ্তরখানার জন্য অন্যান্য কর্ম্মসচিব ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন।

৪। প্রধান-কর্ম্মসচিব ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভা, উভয়েরই কর্ম্ম-সচিব হইবেন।

৫। সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যেরাই সঙ্ঘের যাবতীয় ব্যয় বহন করিবেন। কোন সভ্যকে কত অনুপাতে ব্যয় বহন করিতে হইবে, ব্যবস্থাপক-সভা তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

সর্ত্ত—সাত।

১। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-স্থান জেনেভাতেই নিরূপিত হইল।

২। যে কোন সময়েই মন্ত্রণা-সভা, সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা-স্থান অন্য জায়গায় স্থির করিতে পারিবেন।

৩। সঙ্ঘের ভিতর কিংবা তৎসংক্রান্ত যে-কোনও পদেই পুরুষ এবং নারীকে সম অনুপাতে নিযুক্ত করা হইবে।

৪। সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যের প্রতিনিধিগণ ও কর্ম্মচারিবৃন্দ সঙ্ঘ-বিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্তাবস্থায় বিশেষ-রাজনৈতিক-ক্ষমতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করিবেন।

৫। গৃহ কিংবা অন্যান্য সম্পত্তি, যাহা সঙ্ঘ কিংবা ইহার কর্ম্মচারী অথবা অধিবেশন-রত প্রতিনিধি দখল করিবেন, তাহা কেহ বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

সর্ত্ত—আট।

১। রাষ্ট্র-সভ্যগণের মতে, শান্তি-স্থাপনের প্রয়োজনে, জাতীয় নির্ব্বিঘ্নতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, জাতীয় অস্ত্রাদি নিম্নতম পরিমাণ পর্য্যন্ত কমাইতে হইবে। এবং সম্মিলিত কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা প্রয়োগ করিতে হইবে।

২। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য অবস্থানুসারে মন্ত্রণা-সভা অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে এরূপ পন্থা অবলম্বন করিবেন, যাহাতে রাষ্ট্রবর্গ তাহা বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন।

৩। এইসকল আদর্শ প্রতি দশ বৎসর অন্তর পুনর্ব্বিবেচিত ও সংশোধিত হইতে পারিবে।

৪। রাষ্ট্রবর্গ এই আদর্শ গ্রহণ করিলে, ইহার দ্বারা স্থিরীকৃত অস্ত্রাদির পরিমাণ, মন্ত্রণা-সভার অনুমোদন-ব্যতীত বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৫। সঙ্ঘ-সভ্যগণ একমত হইলেন যে, গুলি-বারুদ ও যুদ্ধের যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাণের অপ্রকাশ্য চেষ্টা বিশেষ আপত্তিজনক। এইরূপ নির্ম্মাণঘটিত কুফল কিরূপে বন্ধ করা যাইতে পারে, মন্ত্রণা-সভা সে-বিষয়ে উপদেশ দিবেন। ইহাতে অবশ্য যেসকল সঙ্ঘ-সভা নিজের নির্ব্বিঘ্নতার প্রয়োজনানুযায়ী অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারে না, তাহাদিগের সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইবে।

৬। সঙ্ঘ-সভ্যগণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ অস্ত্রাদির পরিমাণ, সেনানী, নৌবিভাগ ও বিমানচারিতাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা এবং যেসকল শ্রম-শিল্প যুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার অবস্থাসম্বন্ধে সমাচার বিনিময় করিবেন।

সর্ত্ত—নয়।

সর্ত্ত এক ও সর্ত্ত আট অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান, এবং নৌবিভাগীয়, সেনানী ও বিমানচারিতা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের বিষয়ে মন্ত্রণা-সভাতে পরামর্শ-দানের জন্য একটী স্থায়ী বৈঠক নিযুক্ত হইবে।

সর্ত্ত—দশ।

সঙ্ঘ-সভ্যগণ সম্মত হইলেন যে, সমস্ত রাষ্ট্র-সভ্যের দেশীয় দৃঢ়তাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা, ও তাহাদিগের রাজনীতিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখিবেন। এইরূপ আক্রমণকালে কিংবা আক্রমণের ভীতিপ্রদর্শনে কিরূপে বাধ্যবাধকতা সম্পূরণ হইতে পারে মন্ত্রণা-সভা সে বিষয়ে পরামর্শ দিবেন।

সর্ত্ত—এগারো ।

১। কোন যুদ্ধ বা ভীতিপ্রদর্শন, সঙ্ঘের সভাকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত না করিলেও, তাহা যে সঙ্ঘেরই বিবেচনার কার্য্য এবং সঙ্ঘ জাতির শান্তিকে নির্ব্বিঘ্ন করিবার জন্য নিজের বিবেচনানুযায়ী যেরূপ ভাবেই হউক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন—ইহার দ্বারা বিশেষ ভাবে তাহা উক্ত হইল। এইরূপ আকস্মিক ব্যাপারে সঙ্ঘের যে কোন সভ্যের অনুরোধে প্রধান কর্ম্ম-সচিব তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

২। ইহাও ঘোষিত হইল যে, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ করে এরূপ কোনও অবস্থার স্থিতি, যাহার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হয়, কিংবা যে সকল বিশিষ্ট আদান-প্রদানের উপর শান্তি নির্ভর করে তাহা ভঙ্গ হইলে, সেই বিষয়ে মন্ত্রণা অথবা ব্যবস্থাপক-সভার মনোযোগ আকর্ষণের মিত্রতা-নিবন্ধন অধিকার সমস্ত রাষ্ট্র-সভ্যেরই থাকিবে।

সর্ত্ত—বারো ।

১। সঙ্ঘ-সভ্যগণ সম্মত হইলেন যে, যাহা হইতে মিত্রতা ভঙ্গ হইতে পারে এইরূপ বিবাদ তাঁহাদিগের ভিতর উপস্থিত হইলে, তাঁহারা ঐ বিবাদ সালিসিতে, কিংবা আদালতের বিচারে কিংবা মন্ত্রণা-সভার অনুসন্ধানের জন্য দাখিল করিবেন। এবং তাঁহারা সালিসির বিধান, আদালতের বিচার ও মন্ত্রণা-সভার বিবরণী দানের পর তিন মাস অতীত না হইলে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না—এই বিষয়েও সম্মতি দান করিলেন।

২। এই সর্ত্তানুযায়ী যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, সালিসি-বিধান

কিংবা আদালতের বিচার ন্যায্য সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করিতে হইবে এবং বিবাদ দাখিলের ছয় মাসের মধ্যেই মন্ত্রণা-সভার বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

সর্ত্ত—তেরো।

১। সভ্য-সভ্যগণ সম্মত হইলেন যে, যখনই কোন বিবাদ উপস্থিত হইবে, যাহা সালিসি কিংবা আদালতে বিচারের যোগ্য এবং যাহা কূট-রাজনীতির দ্বারা সুচারুভাবে মীমাংসিত হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ বিবাদ সালিসি কিংবা আদালতে বিচারের জন্য দাখিল করিবেন।

২। সন্ধি-বিশ্লেষণ লইয়া বিবাদ, আন্তর্জাতিক-আইন-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, ও আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতার ভঙ্গ সূচনা করে, এমন কোন তথ্যের উপস্থিতি—এইগুলি সালিসি কিংবা আদালত-বিচারের জন্য দাখিলের যোগ্য ;

৩। এই সকল বিবাদ মীমাংসার জন্য, স্থায়ী-আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইহা চৌদ্দ নং সর্ত্ত-অনুসারে স্থাপিত হইয়াছে ; কিংবা বিবাদী পক্ষগণ স্থিরীকৃত বা তাহাদের মধ্যে স্থিত কোনও বিশেষ বিধি-অনুসারে প্রস্তুত বিচার সভার নিকটেও এই বিবাদ মীমাংসার জন্য দাখিল করা যাইতে পরে।

৪। সভ্য-সভ্যগণ সম্মত হইলেন, যে, তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে এইরূপ মীমাংসা-অনুযায়ী কার্য্য করিবেন এবং যে রাষ্ট্র এই বিধি মানিয়া চলিবে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন না। এই মীমাংসা-অনুযায়ী কার্য্য না করিলে অতঃপর মন্ত্রণা-সভা বিধান দান করিবেন।

সর্ত্ত—চৌদ্দ।

মন্ত্রণা-সভা, স্থায়ী-আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আদর্শ প্রস্তুত করিয়া তাহার অনুমোদনের জন্য সঙ্ঘ-সভ্যাগণের নিকটে তাহা উপস্থিত করিবেন। এই বিচারালয় তাহার নিকট আনীত যে কোনও আন্তর্জাতিক বিবাদ-সম্বন্ধে শ্রবণ ও মীমাংসা করিতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রণা-সভার অনুরোধে এই বিচারালয় কোন বিবাদ-সম্বন্ধে উপদেশজনক মত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

সর্ত্ত—পনেরো।

১। বিচ্ছেদ আনিতে পারে এইরূপ বিবাদ সঙ্ঘের সভ্যদিগের ভিতর উপস্থিত হইলে, এবং তাহা তেরো নং সর্ত্তানুসারে সালিসি কিংবা বিচারের জন্য দাখিল না হইলে, সঙ্ঘের সভ্যগণ সেই বিষয়টি মন্ত্রণা-সভার সমক্ষে আনয়ন করিবেন—এই বিষয়ে সম্মত হইলেন। বিবাদের যে কোনও পক্ষ এই দাখিল করাইবার জন্য প্রধান কর্ম্মসচিবকে এই বিষয়ের সংঘটন বিজ্ঞাপিত করিবেন। এবং প্রধান কর্ম্ম-সচিব তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনার ব্যবস্থা করিবেন।

২। এই নিমিত্ত যত শীঘ্র সম্ভব, বিবাদী পক্ষ তাঁহাদিগের মামলার প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদির সহিত মামলার বর্ণনাপত্র প্রধান কর্ম্ম-সচিবকে জানাইবেন—যাহাতে মন্ত্রণা-সভা তৎক্ষণাৎ সেগুলি প্রকাশিত করিবার সুবিধা পায়।

৩। মন্ত্রণা-সভা বিবাদ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবেন; এবং এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে, বিবাদসম্বন্ধে তথ্য ও কারণ দেখাইয়া এবং মীমাংসার সর্ত্তগুলি দিয়া সুযোগমত একটী বিবরণী প্রকাশ করিবেন।

৪। এইরূপে বিবাদ মীমাংসিত না হইলে, মন্ত্রণা-সভা সর্ব্বসম্মতি কিংবা সংখ্যাবাহুল্যের সমর্থনে একটি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিবেন। এবং তাহাতে মন্ত্রণা-সভাকর্তৃক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত বিবাদসম্পর্কিত তথ্যের বর্ণনা এবং পরামর্শ থাকিবে।

৫। মন্ত্রণা-সভার প্রতিনিধি যে কোন সঙ্ঘ-সভ্য বিবাদসম্পর্কিত তথ্য ও বিবাদের ফল সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে পারেন।

৬। সভ্যগণ সম্মত হইলেন, যে, মন্ত্রণা-সভার বিবরণী, বিবাদী পক্ষের একাধিক প্রতিনিধির সমর্থন না পাইয়াও, অন্যান্য সভ্যের সর্ব্ব-সম্মতি প্রাপ্ত হইলে, যে পক্ষ ইহার পরামর্শ-অনুযায়ী কার্য্য করিবে, তাহার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে না।

৭। বিবাদী পক্ষের প্রতিনিধি ছাড়াও অন্যান্য সভ্যের সর্ব্বসম্মতি সত্ত্বেও মন্ত্রণা-সভা বিবরণী প্রকাশে অসমর্থ হইলে, অধিকার ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে যে কার্য্য দরকার রাষ্ট্র-সভ্যগণ তাহা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

৮। বিবাদিগণের কোনও পক্ষ বিবাদের দাবী করিলে এবং মন্ত্রণা-সভা যদি অবগত হয়েন যে ঐ বিবাদ আন্তর্জাতিক আইনের নাগালের বাহিরে এবং 'ঘরোয়া' বিবাদমাত্র, সেইরূপ স্থলে, মন্ত্রণা-সভা কেবলমাত্র ঐ বিষয় জানাইবেন এবং কোনও রূপ পরামর্শ দান করিবেন না।

৯। এই সর্ত্ত-বলে, মন্ত্রণা-সভা কোন বিবাদের বিষয় ব্যবস্থাপক-সভাকে বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন। এই বিষয় বিবাদিপক্ষগণের অনুরোধে হইতে পারে, যদি তাঁহারা বিবাদ দাখিল করিবার ১৪ দিনের মধ্যে এই অনুরোধ করেন।

১০। এইরূপ বিবাদ, ব্যবস্থাপক-সভার সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে এই সর্ত্ত ও বারো নং সর্ত্তে মন্ত্রণা-সভার যে সমস্ত ক্ষমতা উক্ত হইয়াছে সে

সমুদয়ই ব্যবস্থাপক-সভা প্রাপ্ত হইবেন। এবং ব্যবস্থাপক-সভার এই বিবরণী, বিবাদি-পক্ষছাড়া, রাষ্ট্রসভ্যের প্রতিনিধিগণ যাঁহারা মন্ত্রণা-সভায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের ও অপর সভ্যগুলির সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা সমর্থিত হইলে, মন্ত্রণা-সভার বিবাদি-পক্ষগণের প্রতিনিধি বাদ দিয়া সর্ব্ব-সম্মতিপ্রাপ্ত বিবরণীর শক্তি প্রাপ্ত হইবে।

সর্ত্ত—ষোলো।

১। সঙ্ঘের কোনও রাষ্ট্র-সভ্য চুক্তিপত্রের বারো, তেরো, কিংবা পনরো নং সর্ত্ত অমান্য করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে, ধরা হইবে ইহা সঙ্ঘের সমগ্র রাষ্ট্র-সভ্যের বিপক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এবং তাহা হইলে এই যুযুৎসু রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য ও আর্থিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হইবে, যুযুৎসু রাষ্ট্রের অধিবাসীর সহিত সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যদিগের অধিবাসিগণের আদান-প্রদান বন্ধ করা হইবে এবং সঙ্ঘ-সভ্য কিংবা অপর রাজ্যের অধিবাসিগণের সহিত চুক্তি-অমান্যকারী রাজ্যের অধিবাসীদিগের আর্থিক, আনুসঙ্গিক, এবং বাণিজ্যবিষয়ের আদান-প্রদান বন্ধ করা হইবে।

২। এইরূপ ঘটিলে সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যগণ চুক্তির রক্ষা হেতু গঠিত সেনানীর সহিত নিজেদের কতটা সেনা-শক্তি ও বৈমানিক শক্তির যোগ দিতে পারিবেন, মন্ত্রণা-সভা সে বিষয়ে নানা সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে জানাইবেন।

৩। সঙ্ঘের সভ্যগণ আরও সম্মত হইলেন যে, এই সর্ত্তানুসারে উপরিউক্ত ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত যে সকল ধনসংক্রান্ত ও অর্থ-নৈতিক বিধি হইতে যে ক্ষতি ও অসুবিধা ঘটিবে, তাহা কমাইবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিবেন; এবং কোনও সঙ্ঘ-সভ্যের প্রতি চুক্তি-ভঙ্গকারী রাষ্ট্র, কোনও বিশেষবিধি প্রয়োগ করিলে, তাহাকে সাহায্য করিবেন।

এবং কোনও রাষ্ট্র চুক্তির মর্য্যাদারক্ষার্থে সহযোগিতা করিলে, প্রয়োজন হইলে নিজ সীমান্তের ভিতর দিয়া তাহার সেনা-বাহিনীর গতায়াতের সুবিধা করিয়া দিবেন।

৪। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কোনও সভ্য চুক্তি-ভঙ্গ করিলে, মন্ত্রণা-সভাস্থ সঙ্ঘ-সভ্যগণের মত লইয়া তাহাকে সভ্যপদ হইতে বরখাস্ত করা হইবে।

সর্ত্ত—সতেরো।

১। যদি কোনও সঙ্ঘ-সভ্যের সহিত, যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্য নহে তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়, অথবা যে সকল রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্য নহে তাহাদের পরস্পর বিবাদ হইলে, মন্ত্রণা-সভা নিজের বিবেচনানুযায়ী সর্ত্ত দিয়া যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভ্য নহে, তাহাকে বিবাদমীমাংসার্থে সভ্যের কর্ত্তব্য-গ্রহণে আহ্বান করিতে পারেন। এই নিমন্ত্রণ গৃহীত হইলে, বারো নং হইতে ষোলো নং সর্ত্ত তাহাদিগের উপর প্রযোজ্য হইবে। এবং প্রয়োজন বুঝিলে মন্ত্রণা-সভা এই সর্ত্তগুলি একটু সংশোধিত করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২। এইরূপ নিমন্ত্রণ দত্ত হইলে, মন্ত্রণা-সভা তৎক্ষণাৎ বিবাদের অবস্থা-নিরূপণের জন্য একটী অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবেন, এবং অবস্থানুযায়ী কার্য্য-গতির পরামর্শ দিবেন।

৩। এইরূপ নিমন্ত্রিত হইয়াও কোন রাষ্ট্র বিবাদ-মীমাংসার্থে সঙ্ঘ-সভ্যের বাধ্যবাধকতা-গ্রহণে অসম্মত হইয়া সঙ্ঘের রাষ্ট্র-সভ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, সেই যুযুৎসু রাষ্ট্রের প্রতি ষোলো নং সর্ত্ত উল্লিখিত কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে।

৪। যদি বিবাদী পক্ষের উভয়ই নিমন্ত্রিত হইয়াও বিবাদ-মীমাংসার্থে

সঙ্ঘের সভ্য-পদের বাধ্য-বাধকতা-গ্রহণে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রণা-সভা এরূপ বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ও এরূপ পরামর্শ দিবেন যাহাতে শত্রুতা-নাশ ও বিবাদ-নিষ্পত্তি হইতে পারে।

সর্ত্ত—আঠারো।

এখন হইতে সঙ্ঘ-সভ্যগণ যে সকল সন্ধি ও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে প্রবিষ্ট হইবেন, তাহার প্রত্যেকটী তৎক্ষণাৎ সঙ্ঘ-দপ্তরখানায় পুথিগত করিতে হইবে। এবং তাহা যতশীঘ্র সম্ভব দপ্তর-খানার দ্বারা প্রকাশিত হইবে। এইরূপ সন্ধি ও আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি পুথিগত না হওয়া পর্য্যন্ত পালনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

সর্ত্ত—উনিশ।

যে সন্ধিগুলি অপ্রযোজ্য হইয়াছে ব্যবস্থাপক-সভা, সঙ্ঘের সভ্যদিগকে সময়ে সময়ে সেগুলি পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দিবেন এবং যে সকল আন্তর্জাতিক অবস্থার স্থিতিতে জগতের শান্তি শঙ্কিত হইতে পারে, সেগুলির সম্বন্ধেও বিবেচনার উপদেশ দিবেন।

সর্ত্ত—কুড়ি।

১। সঙ্ঘের সভ্যগণ সকলেই পরস্পর সম্মত হইলেন যে, নিজেদের ভিতর যেসকল আদান-প্রদান ও সম্পর্ক ছিল তাহার ভিতর যেগুলি সঙ্ঘ-চুক্তির সর্ত্তের সহিত বিরোধপূর্ণ, তাহা নাকচ করিয়া এই চুক্তি গ্রহণ করিলেন। এবং অতঃপর সঙ্ঘ-চুক্তির বিরুদ্ধে কোনওরূপ আদান-প্রদান ও সম্পর্কে প্রবিষ্ট হইবেন না।

২। যদি সঙ্ঘের সভ্য হইবার পূর্ব্বে কোন রাষ্ট্র এরূপ কোন বাধ্যবাধকতায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, যাহা সঙ্ঘ-চুক্তি-সর্ত্ত হইতে ভিন্ন প্রকারের, তাহা হইলে সেইরূপ বাধ্যবাধকতা হইতে আশু নিস্তার লাভের চেষ্টাই সঙ্ঘ-সভ্যের কর্ত্তব্য হইবে।

সর্ত্ত—একুশ।

এই চুক্তির কোন সর্ত্তই, যেগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-স্থাপনের সহায়স্বরূপ, যেমন সালিসির জন্য সন্ধি অথবা মন্‌রো সূত্রের (Monroe Doctrine) মত দেশীয় আদান-প্রদান যাহা শান্তি সূচিত করে, তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

সর্ত্ত—বাইশ।

১। যেসকল রাজ্য এবং উপনিবেশ গত যুদ্ধের ফলে, যে রাজ্য পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন করিত, তাহাদের একচ্ছত্রতা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ এখনও আধুনিক জগতের দুর্গত অবস্থার ভিতর নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই; সেই সমস্ত রাজ্যগুলির সম্বন্ধে এই নীতি অবলম্বন করা হইবে, যে, তাহাদের ভালর জন্য চেষ্টা করা সভ্যতার পুণ্যময় কার্য্যভার এবং এই কার্য্যভার নিঃশঙ্কতার সহিত পালন করিবার জন্য চুক্তিপত্রে এই বিষয় উল্লিখিত হইবে।

২। এই নীতির কার্য্যকরী ফলের জন্য এই স্থির হইল যে, যে সকল জাতি তাহাদিগের সুযোগ, অভিজ্ঞতা, ও ভৌগোলিক অবস্থিতির বলে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও এইরূপ ভার-গ্রহণে সম্মত সেই সকল প্রগতিবিশিষ্ট জাতির হস্তে এই রাজ্যগুলিকে গড়িয়া তুলিবার ভার

ন্যস্ত হইবে। এবং "তাঁহারা অর্পিত-ক্ষমতাশালী" রাষ্ট্র-রূপে অভিহিত হইয়া, সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে এই ভারানুযায়ী কার্য্য করিবেন।

৩। জাতির প্রগতি, ভৌগোলিক-স্থিতি, এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থানুযায়ী এই অর্পিত ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইবে।

৪। কতিপয় রাজ্য, যাহারা পূর্ব্বে তুরস্কসাম্রাজ্যের ভিতর ছিল, তাহারা এরূপ উন্নতির সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, যে, তাহাদিগকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র যতদিন তাহারা সম্পূর্ণ নিজে দাঁড়াইতে সক্ষম না হইবে, ততদিন "অর্পিত-ক্ষমতাশালী রাজ্য", তাহাদিগকে শাসনসম্বন্ধে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিবেন।

৫। অন্যান্য জাতিগুলি, বিশেষ করিয়া মধ্য-আফ্রিকা, তাহারা এরূপ অবস্থায় রহিয়াছে, যে অর্পিত-ক্ষমতাশালী রাজ্য তাহাদের শাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন। সাধারণের নিঃশঙ্কতা ও নীতির মর্য্যাদা রাখিবার জন্য, নানাপ্রকার কুরীতি—যেমন দাস, অস্ত্রাদি ও মদ্যের ব্যবসার উচ্ছেদ এবং নৌসেনানিবাসের স্থাপনা অথবা দেশান্তর্জাতদিগের পুলিশের প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধশিক্ষা বন্ধ করিয়া এই শাসনে ধর্ম্ম ও বিবেকের সম্বন্ধে স্বাধীনতা রাখিতে হইবে। এবং সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্যদিগকে ইহাদিগের সহিত ব্যবসা ও বাণিজ্যের সমান সুযোগ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ প্যাসিফিক দ্বীপগুলির মত রাজ্য, যেখানে অধিবাসিগণের সংখ্যাল্পতা, দেশের আয়তনের ক্ষুদ্রতা এবং সভ্যতার কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিতির জন্য ও অর্পিত-ক্ষমতাশালী রাজ্যর সহিত ভৌগোলিক নৈকট্যের নিমিত্ত, তাহারা অর্পিত ক্ষমতা-শালী রাজ্যের অংশরূপে ঐ রাজ্যের আইনদ্বারাই শাসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই বিষয়ে উপরিউক্ত নিঃশঙ্কতাসূচক বিধানগুলি, ইহাদের মৌলিক অধিবাসিগণের স্বার্থ-রক্ষার্থ, মানিয়া চলিতে হইবে।

৭। প্রত্যেক অর্পিত-ক্ষমতার জন্য, অর্পিত-ক্ষমতাশালী রাজ্য, যে দেশের ভার তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটী বাৎসরিক বিবরণী মন্ত্রণা-সভার নিকট দাখিল করিবেন।

৮। শাসনবিষয়ে অর্পিত-ক্ষমতাশালী রাজ্য কতটা প্রভাব ও শক্তির অধিকারী হইবেন, এই বিষয়ে সঙ্ঘ-সভ্যাদিগের ভিতর পূর্ব্ব হইতেই কোন চুক্তি না থাকিলে, প্রত্যেক বিষয়ে মন্ত্রণা-সভাকর্ত্তৃক তাহা পরিষ্কারভাবে উক্ত হইবে।

৯। অর্পিত-ক্ষমতাশালী রাজ্যকর্ত্তৃক দত্ত বিবরণী গ্রহণ ও পরীক্ষা করিবার জন্য এবং অর্পিত-ক্ষমতা পালন করা সম্বন্ধে মন্ত্রণা-সভাকে পরামর্শ দিবার জন্য একটী স্থায়ী বৈঠক গঠিত হইবে।

সর্ত্ত—তেইশ।

উপস্থিত আন্তর্জাতিক বিধি কিংবা যাহা পরে চুক্তিগত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্ঘ-সভ্যগণ :—

(ক) নিজ দেশের, এবং অপর দেশগুলি যাহার সহিত ইহাদের বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাদের নারী, পুরুষ ও শিশু-শ্রমিকদিগের অবস্থার যথাযুক্ত উন্নতি সাধন করিবেন এবং তৎকল্পে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও তাহার রক্ষা-সাধন করিবেন।

(খ) যে দেশ তাঁহাদিগের অধিকৃত, তদ্দেশান্তর্জাত অধিবাসিগণের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবেন।

(গ) শিশু ও স্ত্রীজাতির ব্যবসা এবং আফিম ও অন্যান্য বিপজ্জনক ভেষজের ব্যবসা-সম্বন্ধে চুক্তি-অনুযায়ী কার্য্যের সাধারণ পরিদর্শনের ভার সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করিবেন।

(ঘ) সাধারণের স্বার্থের জন্য যে সকল দেশে অস্ত্রাদি ও গুলি-বারুদের

ব্যবসা বন্ধ করা প্রয়োজন, সেই সকল দেশের সহিত ঐ ব্যবসা-সম্বন্ধে সঙ্ঘের উপর সাধারণ পরিদর্শনের ভার অর্পণ করিবেন।

(ঙ) সঙ্ঘ-সভ্যের আদান-প্রদান ও বহন-সৌকর্য্য-সম্বন্ধে স্বাধীনতা, এবং যাহাতে ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্ত সঙ্ঘ-সভ্যই সম-ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য উপায় স্থির করিবেন। এই বিষয়ে, যে সকল প্রদেশ ১৯১৪-১৯১৮ সনের যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রাখিবেন।

(চ) আন্তর্জাতিক বিষয়ে ব্যাধির প্রতিষেধ-সম্বন্ধে কার্য্যোপায় স্থির করিবেন।

সর্ত্ত—চব্বিশ।

১। যেসমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ সন্ধির বলে পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছে, সন্ধি-কর্ত্তাগণ অনুমোদন করিলে সেগুলি সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীন করিতে হইবে। এইরূপ সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সমস্ত বৈঠক, যাহা অতঃপর আন্তর্জাতিক স্বার্থ-রক্ষার জন্য গঠিত হইবে, সেগুলি সমস্তই সঙ্ঘের আয়ত্তাধীন হইবে।

২। যেসকল আন্তর্জাতিক স্বার্থসম্বন্ধীয় ব্যাপার, কেবলমাত্র সাধারণ বিধির দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং যাহা কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কিংবা বৈঠকের অধিকারে দেওয়া হয় নাই—সঙ্ঘের দপ্তরখানা, মন্ত্রণা-সভার অনুমোদন পাইলে, ও রাজ্যগুলির দ্বারা ঈপ্সিত হইলে সেগুলি সম্বন্ধে সুযুক্ত সংবাদ আহরণ করিয়া বিতরণ করিবেন এবং সে বিষয়ে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সাহায্যও দান করিবেন।

৩। যে প্রতিষ্ঠান বা বৈঠক সঙ্ঘের পরিচালনার অধীনে আসিয়াছে,

মন্ত্রণা-সভা তাহার ব্যয়, দপ্তরখানার ব্যয়ের একটী অংশরূপে পরিগণিত করিতে পারেন।

সর্ত্ত—পঁচিশ ঃ

ব্যাধির প্রতিষেধ, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও পৃথিবীর যন্ত্রণা কমাইবার জন্য যে সকল অনুমোদিত রক্তক্রুশ (red-cross)-চিহ্নিত স্বেচ্ছাসেবক দল গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য সঙ্ঘের সভ্যগণ সম্মত হইলেন।

সর্ত্ত—ছাব্বিশ ঃ

১। সঙ্ঘের যে সকল সভ্যের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রণা-সভাতে আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা, এবং ব্যবস্থাপক-সভায় উপস্থিত সঙ্ঘ-সভ্যের প্রতিনিধি-বর্গের সংখ্যা-বাহুল্যের দ্বারা গৃহীত হইলে বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চুক্তি সংশোধিত হইতে পারিবে।

২। এই সকল সংশোধনে যে সঙ্ঘ-সভ্য মত দিবেন না, তাঁহার দ্বারা ইহা পালনীয় হইবে না ; কিন্তু এইরূপ স্থলে সে রাষ্ট্র আর সঙ্ঘের-সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

পরিশিষ্ট—দুই।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যবর্গ

১লা জানুয়ারী, ১৯৩৫

অ্যাবিসিনিয়া
অ্যালবেনিয়া
আর্জেণ্টাইন প্রজাতন্ত্র
অষ্ট্রালিয়া
অষ্ট্রীয়া
বেলজিয়াম্
বলিভিয়া
বৃটিশ্ সাম্রাজ্য
বুলগেরিয়া
ক্যানেডা
চিলি
চীন
কলম্বিয়া
কিউবা
ৎসেকোশ্লোভেকিয়া
ডেন্মার্ক
ডমিনিক্যান প্রজাতন্ত্র
এশ্টোনিয়া
ফিন্ল্যাণ্ড
ফ্রান্স
জার্ম্মাণি
গ্রীস্
গোয়াটিমালা
হাইতি
হণ্ডুরাস্
হাঙ্গারী
ভারতবর্ষ
আইরিশ-স্বাধীনরা
ইটালী
জাপান
লাত্‌ভিয়া
লিবেরিয়া
লিথুয়েনিয়া
লাক্সেমবুর্গ
নেদারল্যাণ্ডস্
নিউজিল্যাণ্ড

নিকারগুয়া	শ্যালভেডর
নরওয়ে	শ্যাম
প্যানামা	দক্ষিণ-আফ্রিকা
প্যারাগোয়ে	স্পেন
পারস্য	সোয়্ডেন
পেরু	সুইৎসারল্যাণ্ড
পোলাণ্ড	উরুগোয়ে
পোর্ত্তুগাল	ভেনজুয়েলা
রুমানিয়া	যুগোশ্লেভিয়া (রাজ্য)

মেক্সিকো *

* ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মেক্সিকো সঙ্ঘ-সভ্য হয়েন।